পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কপিলদেব জননীর প্রশ্নানুসারে প্রথমতঃ সর্ব্ববন্ধবিমোচনকারী শ্রেষ্ঠভক্তিলক্ষণ বর্ণনা করেন। তিনি ভক্তিযোগরূপ মণিমঞ্জুষাস্থিত যে সকল গূঢ় রত্ন দেবহূতিকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও এই অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

শৌনক ঋষি সূতের নিকট দেবহূতিনন্দন কপিলদেবের বিষয় শুনিবার জন্য আরও আগ্রহ প্রকাশ করিলে সূত শৌনকের নিকট বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদ কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন যে, কর্দ্দমঋষি বনে প্রস্থান করিলে দেবহূতি কপিলদেবের সমীপে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নসহকারে ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। কপিলদেব কহিলেন যে, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত আর দ্বিতীয় মঙ্গলজনক পথ নাই। অসদ্‌বিষয়ে আসক্তি বন্ধের কারণ, কিন্তু উহাই আবার সাধুগণে বিহিত হইলে মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। সেই সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, বদান্য—সকল দেহীর নিত্য মঙ্গলবিধাতা, অজাতশত্রু, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, ত্যক্ত-স্বজনবান্ধব, সর্ব্বদা শুদ্ধহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তননিরত। সাধুগণের সঙ্গ কুসঙ্গজনিত দোষহরণকারী। সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে ভগবানের বীর্য্যজ্ঞাপক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয়। জীব ঐসকল কথার শ্রবণফলে অতি সত্বর শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করেন। শ্রীহরির প্রতি আত্মার যে নিষ্কাম স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সালোক্যাদি মুক্তি দাসীর ন্যায় ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করিলেও অব্যভিচারী সেবক মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোক কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে, ভগবদ্ভক্ত নিত্যকাল নিত্য ধামে বাস করিয়া সেবানন্দে থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ, তাঁহারাই ঐরূপ সেবালাভে সমর্থ। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ—সকলেই ভগবানের অধীন। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই সংসার-ভয় নিবারণ করিতে পারে না। একমাত্র দৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং শুদ্ধভক্তিযোগই পুরুষের পরম মঙ্গলের কারণ।

অন্বয়ঃ—শৌনক উবাচ—অজঃ (জন্মরহিতঃ) ভগবান্ এব আত্মমায়য়া (অতর্ক্যযোগমায়াশক্ত্যা) নৃণাং আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে (আত্মতত্ত্বানাং প্রজ্ঞপ্তয়ে জ্ঞাপনায়) স্বয়ম্ (এব) সাক্ষাৎ তত্ত্বসংখ্যাতা (তত্ত্বানাং সংখ্যাতা গণকঃ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ) কপিলঃ জাতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক কহিলেন,—হে সূত, তত্ত্বসমূহের সংখ্যা-কর্ত্তা ভগবান্ কপিলদেব স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও মনুষ্যদিগকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনার্থ স্বীয় যোগমায়াশক্তি প্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মাত্রা পৃষ্টঃ পঞ্চবিংশে কপিলো ভক্তিমাহ তাম্।
তল্লক্ষণং তৎপ্রভাবং তদুৎকর্ষঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥

তত্ত্বসঙ্খ্যাতা তত্ত্বসঙ্খ্যানকর্ত্তা সাঙ্খ্যপ্রবর্ত্তকঃ। স্বয়মজস্তদপি আত্মমায়য়া জাতঃ অতর্ক্যযোগমায়াশক্ত্যা প্রাদুর্ভাবিতাপ্রাকৃতজন্মলীল ইত্যর্থঃ। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইতি ভগবদুক্তের্ভগবজ্জন্মনো মায়িকত্বস্য ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে স্বীয় জননী দেবহূতি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান্ কপিলদেব তাঁহাকে ভক্তি, তাহার লক্ষণ, প্রভাব এবং উৎকর্ষ সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

'তত্ত্ব-সঙ্খ্যাতা'—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসমূহের যিনি সঙ্খ্যান অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন, সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক। 'স্বয়ম্ অজঃ'—নিজে অজ (জন্মরহিত), তথাপি আত্মমায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বীয় অতর্ক্য যোগমায়া-শক্তির দ্বারা নিজের অপ্রাকৃত জন্মলীলা যিনি প্রকট করিয়াছেন, এই অর্থ। "জন্ম

কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" (গীতা ৪।৯)—অর্থাৎ যিনি আমার এই প্রকার দিব্য (অলৌকিক) জন্ম (দেহ-ধারণ) এবং কর্ম্ম যথার্থতঃ জানেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ ভগবানের জন্মের মায়িকত্ব অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক জীবদেহের ন্যায় মায়িক দেহ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা কখনই সম্ভব নহে ॥ ১ ॥

ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্নঃ সর্ব্বযোগিনাম্ ।
বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) পুংসাং বর্ষ্মণঃ (শ্রেষ্ঠস্য) সর্ব্বযোগিনাং (চ) বরিম্নঃ (বরিষ্ঠস্য) অস্য (কপিলস্য) বিশ্রুতৌ (কীর্ত্তৌ কীর্ত্তিশ্রবণে অথবা) অস্য বর্ষ্মণঃ (কপিলাকারস্য দেহস্য) বরিম্নঃ (বরিমা শ্রেষ্ঠত্বং তস্য) বিশ্রুতৌ (খ্যাতৌ) শ্রুতদেবস্য (শ্রুতঃ দেবঃ যেন তথাভূতস্য, যদ্বা, শ্রুতেন শ্রবণেন দীব্যতি দ্যোততে ইতি তথা তস্য) অপি মে (মম) অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ভূরি (অলং) ন তৃপ্যন্তি (অলম্ ইতি ন মন্যন্তে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি (ক্ষীরোদকশায়ি প্রভৃতি) পুরুষ-দিগের মধ্যে উত্তম এবং (দত্তাত্রেয়াদি) যাবতীয় যোগিগণের মধ্যে বরিষ্ঠ। তাঁহার যশোগাথা আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার কীর্ত্তি-শ্রবণে আমার ইন্দ্রিয়সকল যেন প্রচুররূপে তৃপ্তিলাভ করি-তেছে না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসাং ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃতি পুরুষাণাং তথা সর্ব্বযোগিনাং দত্তাত্রেয়াদীনাঞ্চ মধ্যে অস্য বর্ষ্মণঃ কপিলাকারস্য দেহস্য যো বরিমা শ্রেষ্ঠত্বং তস্য বিশ্রুতৌ খ্যাতৌ মে অসবঃ প্রাণাঃ শ্রবণাদীন্দ্রিয়াণি বা ভূরি অলং ন তৃপ্যন্তি, মম কীদৃশস্য শ্রুতেন শ্রব-ণেন দীব্যতি দ্যোতত ইতি তথা তস্য, ভূরি বহুশঃ শ্রুতো দেবো যেন তস্যাপীতি বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসাং'—ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি পুরুষগণের মধ্যে, সেইরূপ দত্তাত্রেয়াদি সকল যোগিগণের মধ্যে, 'অস্য বর্ষ্মণঃ'—এই কপিলাকৃতি শ্রীবিগ্রহের, 'বরিম্নঃ'—বরিমা বলিতে শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার কীর্ত্তিশ্রবণে, 'মে অসবঃ'—আমার প্রাণসকল, অথবা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, 'ভূরি'—অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছে না, অর্থাৎ বার বার শুনিলেও অলংবুদ্ধি হইতেছে না। কিপ্রকার আমার ? তাহাতে বলিতেছেন —'শ্রুতদেবস্য'—শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা ক্রীড়া করে অথবা যে উল্লসিত হয়, সেই আমার, কিম্বা—'ভূরি', অনেকবার শ্রুত হইয়াছে দেব (ভগবান্) অর্থাৎ তাঁহার কথা, যাহার দ্বারা, সেই আমারও পরিতৃপ্তি হইতেছে না, অর্থাৎ আরও শ্রবণের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে ॥ ২ ॥

যদ্‌যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া ।
তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্ত্তন্যান্যনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) স্বচ্ছন্দাত্মা (স্বানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া আত্মা দেহাবির্ভাবঃ যস্য সঃ) ভগবান্ (কপিলঃ) আত্মমায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) যৎ যৎ (যানি যানি চরিতানি) বিধত্তে (অকরোৎ) তানি কীর্ত্তন্যানি (কীর্ত্তনার্হাণি চরিতানি) শ্রদ্দধানস্য মে (মম) অনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ তাঁহার নিজজনের ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া স্বরূপ-শক্তিদ্বারা যে যে লীলা সাধন করেন, সৎসমুদয়ই কীর্ত্তনযোগ্য। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল লীলাকথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বচ্ছন্দঃ স্বাধীনো ন তু জীববৎ কর্ম্মা-ধীনঃ আত্মা দেহো যস্য সঃ। স্বানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া আত্মা দেহো দেহাবির্ভাবো যস্যেতি বা। আত্মমায়য়া যোগমায়য়া যদ্‌যৎ কর্ম্ম বিধত্তে, ন তু বহিরঙ্গমায়য়া—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইত্যুক্তেঃ। যদ্‌যদিত্যে-কত্বেঽপি বীপ্সয়া বাহুল্যাত্তানীত্যনেন বহুবচনান্তেন সহ সম্বন্ধঃ। কীর্ত্তন্যানি কীর্ত্তনার্হাণি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বচ্ছন্দাত্মা'—স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ নিজের অধীন, কিন্তু জীবের ন্যায় কর্ম্মের অধীন নয়, আত্মা বলিতে দেহ যাঁহার, তিনি। অথবা—নিজ জনের ইচ্ছাতেই যাঁহার দেহ অর্থাৎ দেহের আবির্ভাব, সেই ভগবান্। 'আত্ম-মায়য়া'—নিজ অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার দ্বারা যে যে কর্ম্ম করেন, কিন্তু বহিরঙ্গ মায়ার দ্বারা নহে। কারণ—'আমার জন্ম এবং

কর্ম্ম অলৌকিক', ইত্যাদি তাঁহারই উক্তি। এখানে 'যদ্ যদ্'—যাহা যাহা—ইহা একবচনের প্রয়োগ হইলেও বীপ্সা-হেতু বাহুল্য-বশতঃ 'তানি'—সেই সকল, এই বহুবচনান্ত প্রয়োগের সহিত সম্বন্ধ হইবে। 'কীর্ত্তন্যানি'—কীর্ত্তন্য বলিতে কীর্ত্তনযোগ্য, (সেই চরিত সকল শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন) ॥ ৩ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা।
প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ—(যথা ত্বং মাং প্রচোদয়সি) এবং (বিদুরেণ অপি) আন্বীক্ষিক্যাং (আত্মবিদ্যায়াং) প্রচোদিতঃ (সন্) ভগবান্ দ্বৈপায়ন-সখঃ (দ্বৈপায়নস্য ব্যাসস্য সখা পরাশরশিষ্যঃ) মৈত্রেয়ঃ প্রীতঃ (সন্) তথা (তৎপ্রশ্নানুসারেণ) বিদুরং (প্রতি) ইদং (বক্ষ্যমাণং) প্রাহ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্, আপনি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করিলেন, মহাত্মা বিদুরও একদিন ব্যাসসখা ভগবান্ মৈত্রেয়কে ঐরূপ আত্মবিদ্যা-বিষয়ক প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া সেই প্রশ্নোত্তরে বিদুরকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমিতি যথা ত্বং মাং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ। আন্বীক্ষিক্যাং আত্মবিদ্যায়াম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকার, অর্থাৎ আপনি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই অর্থ। 'আন্বীক্ষিক্যাং'—আত্মবিদ্যা বিষয়ে ॥ ৪ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পিতরি (কর্দ্দমে) অরণ্যং (প্রতি) প্রস্থিতে (গতে) সতি ভগবান্ কপিলঃ মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) তস্মিন্ বিন্দুসরে (বিন্দুসরসঃ তীরে) কিল (এব)-আবাৎসীৎ (উবাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, পিতা প্রব্রজ্যায় গমন করিলে মাতার আনন্দ বিধান করিবার ইচ্ছায় ভগবান্ কপিলদেব সেই বিন্দুসরোবরের তীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিন্দুসরসি মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়েত্যনেন কৌমারোচিত-স্তনপানাদিলীলাপি জ্ঞেয়া ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিন্দু সরোবরে 'মাতুঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া'—জননীর প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায়, ইহা বলায়, কৌমারোচিত স্তন্যপানাদি লীলাও বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

———

তমাসীনমকর্ম্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্।
স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহূতিঃ আসীনম্ অকর্ম্মাণং (কর্ম্ম-মার্গাৎ নিবৃত্তং) তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানমার্গস্য অগ্রং পারং সিদ্ধান্তং দর্শয়তি ইতি তথা তং) তং স্বসুতং (কপিলং 'এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ' ইত্যাদি) ধাতুঃ বচঃ সংস্মরতী প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তিনি তত্ত্বমার্গের পার-প্রদর্শক, তজ্জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থ হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। একদা দেবহূতির ব্রহ্মার ('হে মনুপুত্রি, কৈটভমর্দ্দন শ্রীভগবান্ তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন') এই বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বমার্গস্যাগ্রং পারং দর্শয়তীতি তথা। 'এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দন' ইত্যাদি-ধাতুর্বচঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্ত্বমার্গাগ্র-দর্শনম্'—তত্ত্বমার্গ বলিতে জ্ঞানমার্গ, তাহার অগ্র অর্থাৎ পার (সিদ্ধান্ত) যিনি দর্শন করান, তাঁহাকে। 'ধাতুঃ বচঃ'—'এষ তে মানবি' (২৪।১৮), অর্থাৎ হে মনুপুত্রি! এই কৈটভ নামক দৈত্যের বিনাশকারী হরি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ—ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্য ॥ ৬ ॥

———

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—
নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(হে) ভূমন্, (হে) প্রভো, অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ (অসতাং ইন্দ্রিয়াণাং তর্ষণাৎ বিষয়াভিলাষাৎ) নিতরাং (ভৃশং অহং) নির্বিণ্ণা (শ্রান্তা অস্মি), সম্ভাব্যমানেন (নিরন্তরং ক্রিয়মাণেন) যেন (ইন্দ্রিয়তর্পণেন (অহম্) অন্ধং তমঃ (মহামোহং) প্রপন্না (প্রাপ্তা অস্মি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, অসৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে আমি অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়াছি; হে প্রভো, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ ঘোর অন্ধতমে (অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারকূপে) পতিত হইতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্ষণাৎ বিষয়াভিলাষাৎ নির্ব্বিণ্ণা প্রাপ্তধিক্কারা যেন তর্ষণেন সম্যক্ ভাব্যমানেন এতাবৎ কালপর্য্যন্তং ক্রিয়মাণেন অন্ধং তমঃ সংসারম্ ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্ষণাৎ'—বিষয়ের অভিলাষ হইতে 'নির্ব্বিণ্ণা'—ধিক্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে অভিলাষ-হেতু, 'সম্ভাব্যমানেন'—সম্যক্ ভাব্যমান অর্থাৎ এতকাল পর্য্যন্ত সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে করিতে, 'অন্ধং তমঃ'—ঘোর অন্ধকার-সদৃশ সংসারে (পতিত হইয়াছি) ॥ ৭ ॥

তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্ ।
সচ্চক্ষুর্জ্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য দুষ্পারস্য (দুরন্তস্য) অন্ধস্য (গাঢ়স্য) তমসঃ পারগং (গময়তীতি পারগঃ তথাভূতং) ত্বম্ (এব) সচ্চক্ষুঃ (সৎ শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ) মে (ময়া) (বহূনাং) জন্মনাম্ অন্তে (ভাব্যে) সতি ত্বদনুগ্রহাৎ অদ্য লব্ধম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু ভগবান্, আজ আমার বহু জন্মের পর আপনারই অনুগ্রহে সেই দুষ্পার অন্ধতমের পারগামী সচ্চক্ষুরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পারগং পারং গময়তীতি তৎ সচ্চক্ষুঃ তমঃ পরিভবিষ্ণুনেত্রম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারগং'—যিনি পারে নিয়ে যান, (কর্ণধার), 'সচ্চক্ষুঃ'—অন্ধকার পরাভবকারী অর্থাৎ তমোনাশক সচ্চক্ষুরূপ (আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৮ ॥

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল ।
লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বৈ পুংসাং ঈশ্বরঃ আদ্যঃ ভগবান্ সঃ এব ভবান্ তমসা (অজ্ঞানেন) অন্ধস্য লোকস্য চক্ষুঃ (প্রকাশকঃ) সূর্য্যঃ ইব উদিতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অথবা আপনি যে শুধু আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহে, আপনিই একমাত্র আদিদেব ভগবান্ ও সমস্ত পুরুষের অধীশ্বর; আপনি অজ্ঞানতমসান্ধ নিখিল জীবের চক্ষুপ্রকাশক সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মমৈব চক্ষুরপি তু সর্ব্বস্যৈবেত্যাহ—য ইতি। সূর্য্য ইব সর্ব্বতমো-হন্তা ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি কেবল আমারই চক্ষুস্বরূপ নহেন, কিন্তু, সকলেরই, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'সূর্য্যঃ ইব'—সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত অন্ধকারের বিনাশক ॥ ৯ ॥

অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি ।
যোঽবগ্রহোঽহং-মমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) হে দেব, ত্বং মে (মম) সম্মোহং অপাক্রষ্টুং (দূরীকর্ত্তুম্) অর্হসি। যঃ (সম্মোহঃ) এতস্মিন্ (দেহাদৌ) অহং মম ইতি (ইত্যেবংপ্রকারঃ) অবগ্রহঃ (অভিমানঃ) ত্বয়া (তন্মায়াকল্পিতত্বাত্ত্বয়ৈব) যোজিতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ (দ্বিতীয়াভিনিবেশ) জন্মিয়াছে, তাহা আপনার বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিকর্ত্তৃকই যোজিত হইয়াছে; অতএব আপনিই আমার সেই সম্মোহ-দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব প্রথমং মম সম্মোহান্ধকারং অপাক্রষ্টুং দূরীকর্ত্তুং যঃ খলু সম্মোহোঽবগ্রহঃ ভক্ত্যমৃতবৃষ্টেঃ প্রতিবন্ধকঃ কীদৃশঃ এতস্মিন্ দেহ-

গেহাদাবহং মমেতীতি প্রথম ইতি শব্দঃ সমাপ্তৌ, দ্বিতীয় ইতি শব্দঃ প্রকারে। অহং সুখী মম গেহং সমৃদ্ধিমদিত্যেতাবৎ-প্রকার ইত্যর্থঃ। ত্বন্মায়া-কল্পি-তত্বাত্ত্বয়ৈব যোজিতঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ মে সম্মোহং'—অতএব প্রথমে আমার সম্মোহ অর্থৎ অজ্ঞান, তদ্রূপ অন্ধকার বিদূরিত করিতে (আপনিই সমর্থ)। যে সম্মোহ (অজ্ঞান) 'অবগ্রহঃ'—প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ভক্তিরূপ যে অমৃত, তাহার বর্ষণের প্রতিবন্ধক, তাহা কি-প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—দেহ, গেহ প্রভৃতিতে আমি, আমার—এইরূপ যে অভিমান। এখানে 'অহং মম ইতি'—এই প্রথম ইতি শব্দ সমাপ্তি-বোধক এবং 'ইতি এতস্মিন্'—এই দ্বিতীয় ইতি শব্দ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি সুখী, আমার গৃহ সমৃদ্ধি-যুক্ত—এই প্রকার, এই অর্থ। 'ত্বয়া যোজিতঃ'—আপনার মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া, আপনিই যোজনা করিয়াছেন, ইহা বলা হইল ॥ ১০ ॥

তথ্য—গীতা ৭।১৪ ও ভাঃ ১১।২।৩৫ দ্রষ্টব্য ॥১০॥

তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য
নমামি সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বভৃত্যসংসারতরোঃ (স্বভৃত্যানাং সংসারঃ এব তরুঃ তস্য) কুঠারং (মূলোচ্ছেদকং) তং শর-ণ্যং (শরণযোগ্যং) ত্বা (ত্বাম্) অহং শরণং গতা অস্মি। তথা প্রকৃতেঃ পুরুষস্য (চ) জিজ্ঞাসয়া সদ্ধর্ম্মবিদাং (নিত্যধর্ম্মোপায়জ্ঞানাং) বরিষ্ঠং (ত্বাম্) অহং নমামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনিই একমাত্র শরণ্য, স্বীয় অনুগত-জনের সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিবার পক্ষে কুঠারস্বরূপ ; আমি আপনার শরণাগত হইলাম ; সর্ব্বধর্ম্মবিৎ সাত্বতগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ—আমি প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় আপ-নাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ জিজ্ঞাসয়া পুরুষঃ খলু কো যঃ সংসারী, প্রকৃতিশ্চ কা যতোহস্য সংসার ইতি জ্ঞাতুমিচ্ছয়া। ন চাত্র কশ্চিদন্যঃ প্রষ্টব্য ইত্যাহ—সতাং যো ধর্ম্মস্তাদৃশ-সংসারনিবর্ত্তক-ভক্তিরূপস্তদ্বিদাং মধ্যে শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং ত্বা'—সেই আপনাকে, প্রকৃতি এবং পুরুষের বিষয় অর্থাৎ পুরুষ কে, যিনি সংসারী, এবং প্রকৃতিই বা কে, যাহা হইতে জীবের এই সংসার ?—ইহা 'জিজ্ঞাসয়া'—জানিবার ইচ্ছায় (আপনার শরণাগত হইয়াছি)। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসার অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি নাই, ইহা বলিতেছেন—'সদ্ধর্ম্ম-বিদাং বরিষ্ঠম্'—সাধুগণের যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সংসার-নিবর্ত্তক ভক্তিরূপ (যে নিবৃত্তি) ধর্ম্ম, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—নারায়ণো ব্রহ্ম বায়ুরীন্দ্রশ্রেষৌ হরস্তথা।
কামঃ শক্রো গুরুর্দক্ষো মন্বাদ্যা ভাস্করাদয়ঃ।
সর্ব্বজীবাশ্চ ক্রমশঃ পুরুষাখ্যাভিশব্দিতাঃ ॥
এতৎপত্ন্যোর্ব্বন্ধশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথাজাণ্ডম্।
ক্রমাৎ প্রকৃতিশব্দোক্তাস্তজ্জ্ঞানাদ্বিপ্রমুচ্যতে ॥
ইতি দত্তাত্রেয়যোগে ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইতি স্বমাতুনিরবদ্যমীপ্সিতং
নিশম্য পুংসামপবর্গবর্দ্ধনম্।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পুংসাং অপবর্গ-বর্দ্ধনং (অপবর্গাখ্যভক্তিযোগবর্দ্ধনম্ অতএব) নির-বদ্যং (সুন্দরং) স্বমাতুঃ ঈপ্সিতং ইতি (ইত্যেবং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ধিয়া অভিনন্দ্য আত্মবতাং (জিত-মনসাং) সতাং গতিঃ (ফলভূতঃ ভগবান্ কপিলঃ) ঈষৎস্মিত-শোভিতাননঃ (ঈষৎস্মিতেন হাস্যেন শোভিতমাননং যস্য তাদৃক্ সন্) বভাষে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, জন-সাধারণের অপবর্গাখ্য-ভক্তিযোগবর্দ্ধক জননীর এতা-

দৃশ অভীপ্সিত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ, সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয় সেই ভগবান্ কপিলদেব অন্তরে সেই প্রশ্নটিকে প্রশংসা করিলেন ; এবং ঈষৎহাস্যশোভিতবদনে মাতাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপবর্গস্য মোক্ষস্য বর্দ্ধনং বৃদ্ধিঃ, শ্লেষেণ অপকৃষ্টবর্গস্য ত্রিবর্গস্য ছেদনং যতস্তৎ। আত্মা স কপিল এব সেব্যত্বেন বর্ত্ততে যেষাং তেষাং সতাং ভক্তানাং গতিঃ, ঈষৎস্মিতেতি মম পরমেশ্বরস্য ত্বং মাতা ভবসি তবাপি কঃ সংসারো ভবতু তদপি ত্বাং লক্ষ্যীকৃত্য লোকানুদ্ধর্ত্তুং কিমপ্যুপদিশামীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবর্গ-বর্দ্ধনং'—অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ, তাহার বৃদ্ধিকারক (অর্থাৎ রুচিজনক), শ্লেষোক্তিতে—অপকৃষ্ট-বর্গের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম —এই ত্রিবর্গের ছেদন হয় যাহা হইতে, তাহা। 'আত্মবতাং'—আত্মা বলিতে সেই (ভগবান্) কপিলই সেব্যত্বরূপে বর্ত্তমান যাঁহাদের, সেই সকল 'সতাং গতিঃ'—সাধুদিগের অর্থাৎ ভক্তজনের যিনি গতি (আশ্রয়)। 'ঈষৎস্মিত'—ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন কপিলদেব। পরমেশ্বর আমার আপনি মাতা, আপনারও কি করিয়া সংসার (জন্ম-মরণ প্রবাহ) হইবে ? তাহা হইলেও আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কিছু উপদেশ দিতেছি, এই ভাব ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্য্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—পুংসাং নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষায়) আধ্যাত্মিকঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) যোগঃ মে (মম) মতঃ (সম্মতঃ) যত্র (যস্মিন্ ভক্তিযোগে নিষ্পন্নে সতি) দুঃখস্য সুখস্য চ অত্যন্তোপরতিঃ (অত্যন্তম্ উপরতিঃ নিবৃত্তিঃ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, আমার মনে হয়, পরমাত্মনিষ্ঠ যোগই (ভক্তি, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ—এই ত্রিবিধ যোগ বক্তব্য ; তন্মধ্যে ভক্তিযোগই) পুরুষের পরমমঙ্গললাভের উপায়স্বরূপ নিঃশ্রেয়স-দানে সমর্থ। উক্ত পরমাত্মনিষ্ঠ উপাসনাযোগাবলম্বনদ্বারাই সুখ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—আধ্যাত্মিকঃ জীবাত্মনিষ্ঠঃ যোগঃ নিঃশ্রেয়সার্থমুপায়ঃ ; স চ ভক্তির্জ্ঞানং যোগশ্চেতি ত্রিবিধো বক্তব্যঃ। তত্র ভক্তিপক্ষে নিঃশ্রেয়সমনুসংহিতং ফলং জ্ঞেয়ম্। যত্র যোগে সতি সাংসারিকস্য দুঃখস্য সুখস্য চোন্মূলনম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগঃ আধ্যাত্মিকঃ'—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জীবের আত্মনিষ্ঠ যে যোগ, তাহা নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম মঙ্গলের উপায়, তাহা ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ—এই তিন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে ভক্তিপক্ষে নিঃশ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) উহার অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল—ইহা জানিতে হইবে। 'যত্র'—যেখানে, অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে সাংসারিক দুঃখের এবং সুখের উন্মূলন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—পরমাত্মাদিকং দেহে যদধ্যাত্মং তদীরিতম্।
সুখং শরীরভোগ্যং তু দুঃখং সর্ব্বং তথৈব চ।
মুক্তৌ বিলয়মায়াতি নিত্যানন্দস্তু ভুজ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ১৩ ॥

তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে।
ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘে, যম্ (আত্মযোগং) শ্রোতুকামানাং ঋষীণাং পুরা (পূর্ব্বকালে অহং) অবোচম্ (উক্তবান্), সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ (সর্ব্বৈঃ অঙ্গৈঃ শমদমাদিভিঃ নৈপুণং যথা ভবতি তথা) তম্ ইমং (যোগম্) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপা, পুরাকালে ঋষিগণ শমদমাদিঅঙ্গকুশল পরমাত্মযোগ শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইলে আমি ঋষিগণকে যে যোগের বিষয় বলিয়াছিলাম, অদ্য আপনাকেও তাহাই বলিব ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষীণাং ঋষীন্নারদাদীন্ উরূণ্যঙ্গানি নৈপুণ্যানি তদনুষ্ঠানচাতুর্য্যাণি চ যত্র তৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋষীণাং'—ঋষিগণের নিকট, অর্থাৎ নারদাদি ঋষিগণকে (যে যোগের বিষয়

বলিয়াছিলাম)। যে যোগ সর্ব্বাঙ্গনৈপুণ, অর্থাৎ বহুবিধ অঙ্গ এবং তাহাদের অনুষ্ঠান-চাতুর্য্যসমূহের নৈপুণ্য যেখানে, তাদৃশ ॥ ১৪ ॥

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্ ।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য আত্মনঃ (জীবস্য) চেতঃ খলু (এব) বন্ধায় মুক্তয়ে চ মতং (কারণতয়া সম্মতং) গুণেষু (বিষয়েষু) সক্তং চেতঃ (অস্য) বন্ধায় ভবতি। পুংসি (ভগবতি) রতম্ (আসক্তং) বা মুক্তয়ে ভবতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, যেহেতু ঐ চিত্ত, বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন উপস্থিত হয় এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাত্মানং খলু মন এব দুঃসঙ্গ-সুসঙ্গাভ্যাং বধ্নাতি মোচয়তি চেত্যাহ—চেত ইতি। গুণেষু স্ববন্ধনসাধকতমেষু সক্তমাসক্তমিতি বন্ধনে ন্যায় উক্তঃ ; পুংসি পুরুষোত্তমে নির্গুণে গুণবন্ধ-ধ্বংসকে রতং রতিমদিতি মোচনে চ ন্যায়ঃ। বা-শব্দস্তু শব্দার্থঃ। অত্র শ্রীপুরুষোত্তমবিষয়িণ্যা রতেঃ কারণং ভক্তিরেব ভবেন্ন জ্ঞানং নাপি যোগো মোচকত্বেন কেবলা ভক্তিরেব সমুচিতা জ্ঞেয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মাকে মনই দুঃসঙ্গ এবং সু-সঙ্গের দ্বারা বন্ধন এবং মোচন করে (অর্থাৎ দুঃসঙ্গে বন্ধন ও সাধু-সঙ্গে মোচন করে), ইহা বলিতেছেন—'চেতঃ' ইতি। 'গুণেষু'—গুণকার্য্য-সমূহে অর্থাৎ নিজের বন্ধনের সাধকতম বিষয়সকলে, 'সক্তম্'—আসক্ত মনকে বন্ধনের হেতু বলা হয়, আর 'পুংসি'—পুরুষোত্তমে অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ও গুণের বন্ধন-ধ্বংসকারক, তাহাতে রত অর্থাৎ রতি-যুক্ত যে মন, তাহাই মুক্তির কারণ। এখানে 'বা' শব্দ, 'তু'—কিন্তু, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে পুরুষোত্তম-বিষয়িণী রতির কারণ ভক্তিই হইয়া থাকে, জ্ঞানও নয়, যোগও নয়, যেহেতু মোচন করিতে কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তিই সম্যক্‌রূপে যোগ্যা—ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা ।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা মনঃ (দেহেন্দ্রিয়াদৌ) অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ (অহম্ ইত্যভিমানঃ স্ত্রীপুত্রাদিষু) মম (ইত্যভিমানঃ) তাভ্যাম্ উত্থৈঃ (উৎপন্নৈঃ) কাম-লোভাদিভিঃ মলৈঃ (দোষৈঃ) যদা বীতং (রহিতম্) অদুঃখম্ অসুখং সমং শুদ্ধং (ভবতি), তদা পুরুষঃ কেবলং (শুদ্ধং) প্রকৃতেঃ (অবিদ্যাতঃ) পরং নিরন্তরং (দেহদ্বয়-ব্যবধানশূন্যং, নিত্যং বা) স্বয়ং জ্যোতিঃ (অনাবৃতপ্রকাশম্) অণিমানম্ (সূক্ষ্মং, 'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' ইতি ভগবদুক্তেঃ স্বরূপত এব চিৎ পরমাণুপ্রমাণম্) অখণ্ডিতম্ (বিষয়বাসনাভির-পরিচ্ছিন্নম্) আত্মানং (স্বস্বরূপং) জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চ আত্মনা (মনসা) উদাসীনং (অনা-সক্তং) প্রকৃতিং (স্বাবিদ্যাং) হতৌজসং (ক্ষীণবলাং) চ পরিপশ্যতি ॥ ১৬-১৮ ॥

অনুবাদ—দেহাদিতে 'আমি ও আমার' অভি-মানোত্থ কামলোভাদি-মলরহিত চিত্ত যখন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া অদুঃখ এবং অসুখ এই উভয়াবস্থাতেই সাম্য-ভাব ধারণ করে, তখনই জীবাত্মা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ব্যবধানরহিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনাবৃতপ্রকাশ, বিষয়বাসনাসমূহদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও অনাসক্ত স্বীয় শুদ্ধস্বরূপকে ভক্ত্যনু-কূল জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত চিত্তদ্বারা পরিদর্শন করেন এবং অবিদ্যাকেও ক্ষীণবল দেখিতে পান ॥ ১৬-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানযোগয়োরপি মোচকত্বং ভক্তি-সাহায্যেনৈবাহ—অহমিতি ত্রিভিঃ। বীতং রহিতম্। কামাদি-মলরাহিত্যঞ্চ মনসঃ শমদমাদিভিঃ যমনিয়-মাদিভিশ্চ ভবতীতি জ্ঞানযোগয়োরঙ্গানি সূচিতানি। শুদ্ধের্জ্ঞাপকত্বমাহ—অদুঃখমিত্যাদি স্যাদিতি শেষঃ।

তদা পুরুষো জীব আত্মানং স্বং প্রকৃতেরবিদ্যাতঃ পরং নিরন্তরং দেহদ্বয়ব্যবধানশূন্যং অতএব স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতপ্রকাশম্। অণিমানং সূক্ষ্মং "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ স্বরূপত এব পরমাণুপ্রমাণমিত্যর্থঃ। বিষয়বাসনাভিরখণ্ডিতম্। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেনাত্মনা মনসা ভক্তিযুক্তেন চেতি চকারাদ্ভক্তেস্তত্র সাহায্যমেব তদ্বিনা জ্ঞানস্য স্বীয়ফলসাধকত্বাশক্তেঃ। উদাসীনমনাসক্তং প্রকৃতিং স্বাবিদ্যাং হতৌজসং স্বস্মিন্ কিঞ্চিদপি কর্তুমশক্তাম্ ॥ ১৬-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান ও যোগেরও মোচকত্ব (মোচন করিবার সামর্থ্য) শ্রীভক্তিদেবীর সাহচর্য্যেই, ইহা বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'বীতং'—বলিতে রহিত (অর্থাৎ কামলোভাদির বিকাররহিত চিত্ত)। মনের কামাদির মালিন্য-রাহিত্য শম, দমাদি এবং যম, নিয়মাদির দ্বারা হইয়া থাকে—ইহার দ্বারা জ্ঞান ও যোগের অঙ্গসমূহ সূচিত হইল। শুদ্ধির জ্ঞাপকত্ব বলিতেছেন—'অদুঃখম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ যখন চিত্ত সুখ বা দুঃখে নিরাসক্ত হইয়া পবিত্রীকৃত হয়, তখন বিশুদ্ধ নির্ম্মলভাব ধারণ করে। তখন পুরুষ বলিতে জীব, 'আত্মানং'—নিজেকে 'প্রকৃতেঃ পরং'—অবিদ্যা হইতে পৃথক্ বলিয়া (জানিতে পারে)। নিরন্তর বলিতে (স্থূল ও সূক্ষ্ম) দেহদ্বয়ের ব্যবধান-শূন্য, অতএব 'স্বয়ংজ্যোতিঃ'—অনাবৃত-প্রকাশ অর্থাৎ যাহার প্রকাশ আবৃত হয় নাই। 'অণিমানং'—বলিতে অতি সূক্ষ্ম; গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যেও আমি জীব', ইহাতে স্বরূপতঃই জীব পরমাণু-প্রমাণ, এই অর্থ। অখণ্ডিত বলিতে যাহা বিষয়-বাসনাসমূহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-যুক্ত 'আত্মনা'—অর্থাৎ মনের দ্বারা, ভক্তিযুক্তেন চ' এবং ভক্তিযুক্ত মনের দ্বারা, এখানে চ-কার (এবং) ইহা বলায়, ভক্তিদেবীর সেখানে সাহায্যমাত্রই, কারণ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপে স্বীয়-ফলসাধকত্বের (অর্থাৎ ফল প্রদানের) কোন সামর্থ্য নাই। উদাসীন বলিতে অনাসক্ত। 'প্রকৃতিং'—নিজের অবিদ্যাকে 'হতৌজসং'—বলহীনা অর্থাৎ নিজেতে, অর্থাৎ জীবের নিজের প্রতি (আবরণ-বিক্ষেপাদি) কোনকিছুই করিতে অশক্তা। (ভক্তির সাহায্যে জ্ঞান ও যোগের দ্বারাও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া জীব নিজের শুদ্ধ স্বরূপকে জানিতে পারে—ইহাই এখানে বলা হইল) ॥ ১৬-১৮ ॥

মধ্ব—বাহ্যে সুখে ত্বনাসক্তেরসুখং দুঃখ-বর্জ্জনাৎ।
অদুঃখং হরিভক্ত্যৈব নিত্যানন্দং যদা মনঃ।
তদা তং পরমাত্মানং পশ্যত্যাত্মপ্রসাদতঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে।
অভেদাৎ স্বাবতারেষু নিরন্তর উদাহৃতঃ।
গুণদেহেন্দ্রিয়াভেদাৎ কেবলো সদৃশস্ততঃ ॥
অখণ্ডপূর্ণশক্তিত্বাদহমেকঃ সদা মতঃ।
বন্ধশক্তিঃ প্রকৃত্যাখ্যা বিষ্ণুশক্ত্যা বিযুজ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ১৬-১৮ ॥

তথ্য—গীতা ১৮।৫৪ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬-১৮ ॥

———

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যোগিনাং (মুমুক্ষূণাং) ব্রহ্মসিদ্ধয়ে (ব্রহ্মবদপহতপাপমত্বাদিগুণাষ্টকাবির্ভাবসিদ্ধয়ে) অখিলাত্মনি (অখিলানাং জীবানামাত্মভূতে) ভগবতি যুজ্যমানয়া (ক্রিয়মাণয়া) ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবঃ (সুখরূপঃ অন্যঃ) পন্থাঃ (উপায়ঃ) নাস্তি।

অনুবাদ—মাতঃ, নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগাশ্রয় ভিন্ন যোগিগণের ব্রহ্মভূত হইবার অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় অপহত-পাপমাত্বাদি অষ্ট-গুণান্বিত শুদ্ধ-স্বরূপোদ্বোধনের আর দ্বিতীয় মঙ্গল-জনক পন্থা কিছুই নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়াণাং মধ্যে কেবলা ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা সুখময়ী পরমমঙ্গলা চেত্যাহ নেতি। যুজ্যমানয়েতি ভগবতি ভক্তিরেব যুজ্যতে সমুচিতা ভবতীত্যর্থঃ। কাচিত্ত্বযুচিতা ভক্তিরিত্যুত্তরোক্তেঃ। যোগিনামুপায়-বতাং ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে বিষয়ীভূতে সিদ্ধির্দাস্যসখ্যাদি-নিষ্পত্তিস্তস্যৈ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি, জ্ঞান এবং যোগ এই তিনটির মধ্যে কেবলা (নিরূপাধিকী) ভক্তিই শ্রেষ্ঠা, সুখময়ী এবং পরম মঙ্গল-স্বরূপিণী, ইহাই বলিতেছেন—'ন', ইত্যাদি। (অর্থাৎ অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিযোগই যোগিদিগের ব্রহ্ম-সিদ্ধির পথ,

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই)। 'যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা'—প্রযুজ্যমানা ভক্তির দ্বারা, এইরূপ বলায়, শ্রীভগবানে একমাত্র ভক্তিই যোগ্যা অর্থাৎ সমুচিতা হয়, এই অর্থ। পরবর্ত্তী (২৮ শ্লোকে) শ্রীদেবহূতিও বলিবেন—'কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ', অর্থাৎ আপনাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত? 'যোগিনাং'—যোগী বলিতে যাহারা উপায়বান্, তাঁহাদের 'ব্রহ্ম-সিদ্ধয়ে'—ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিষয়ে, সিদ্ধি বলিতে দাস্য, সখ্যাদি নিষ্পত্তি, তাহার নিমিত্ত ॥ ১৯ ॥

———

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(স্ত্রীপুত্রমিত্রাদৌ) প্রসঙ্গম্ (আসক্তিম্) আত্মনঃ (জীবস্য) অজরং (দৃঢ়ং) পাশং কবয়ঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) বিদুঃ, সঃ (প্রসঙ্গঃ) এব সাধুষু কৃতঃ (বৈরাগ্যাদ্যুৎপাদনেন) অপাবৃতং (নিরাবরণং) মোক্ষদ্বারং ভবতি॥ ২০॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের নিরাবরণ দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। (উক্ত মোক্ষ সাযুজ্যাদিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, ঐকান্তিক ভক্তগণেরও সেবার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র)॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—তস্যা ভক্তেঃ সাধুসঙ্গ এব মূলমিতি সযুক্তিকমাহ—প্রসঙ্গমিতি। মোক্ষস্য সালোক্যাদের্দ্বারং অপাবৃতং নিরাবরণং ঐকান্তিকভক্তানামপি মোক্ষো ভক্তেরননুসংহিতং ফলং ভবতীতি তথোক্তম্ ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তির সাধু-সঙ্গই মূল, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক বলিতেছেন—'প্রসঙ্গম্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আসক্তিই, জীবের অক্ষয় পাশ, আবার ঐ আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে বিহিত হয়, তবে উহাই আবরণশূন্য মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে)। 'মোক্ষ-দ্বারম্'—মোক্ষের অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তির দ্বার-স্বরূপ। অপাবৃত বলিতে আবরণশূন্য। ঐকান্তিক ভক্তগণেরও ভক্তির অননুসংহিত অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ফল মোক্ষ, ইহা উক্ত হইল ॥ ২০ ॥

———

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥ ২৩ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তিতিক্ষবঃ (সহনশীলাঃ) কারুণিকাঃ (দয়ালবঃ) সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ (অচঞ্চলাঃ) সাধুভূষণাঃ (সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাং তে) সাধবঃ (শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ), যে চ ময়ি অনন্যেন (অব্যভিচারেণ) ভাবেন (মনসা) দৃঢ়াং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, মৎকৃতে (মদর্থে) ত্যক্তকর্ম্মাণঃ (ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যৈঃ তে) ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ (ত্যক্তাঃ স্বজনাঃ স্ত্রীপুত্রাদয়ঃ বান্ধবাঃ মিত্রাণি চ যৈঃ তে), (যে) মদাশ্রিতাঃ (মদ্বিষয়াঃ) মৃষ্টাঃ (শুদ্ধাঃ) কথাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ মদ্গতচেতসঃ (তান্) এতান্ (সাধূন্) বিবিধাঃ তাপাঃ ন তপন্তি। (হে) সাধ্বি, তে এতে (পূর্ব্বোক্তগুণাঃ) সাধবঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ (সর্ব্বৈঃ সঙ্গৈঃ তৎ দোষৈঃ চ বিবর্জ্জিতাঃ ভবন্তি); হি (যস্মাৎ) তে (সাধবঃ অন্যেষামপি) সঙ্গদোষহরাঃ (দুঃসঙ্গজ দোষনিবর্ত্তকাঃ) অথ (তস্মাৎ) তে (ত্বয়া) তেষু সঙ্গঃ প্রার্থ্যঃ ॥ ২১-২৪ ॥

অনুবাদ—(সেই সাধুর তটস্থলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন) তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে (বৃক্ষের ন্যায়) সহিষ্ণু, জীবদুঃখে দয়ার্দ্র, প্রাণিমাত্রেরই নিত্যমঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সকলজীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না, তাঁহারা নিষ্কাম, অতএব শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণস্বরূপ (অতঃপর ঐ সাধুগণের স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ করুন্)—তাঁহারা

আমাকেই একমাত্র ভজনীয়-বিষয়জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার সেবাসুখ-তাৎপর্য্যার্থে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজনবন্ধুবান্ধবাদি সমস্তপরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্রকথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদ্গতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপ ব্যথিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য; তাঁহারাই অসৎ সংসর্গজনিত দোষসমূহ হরণ করিতে সমর্থ সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয় ॥ ২১-২৪॥

বিশ্বনাথ—সাধূনাং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। অত্র তটস্থলক্ষণমাহ—তিতিক্ষব ইতি। শান্তা অনুগ্রাঃ, সাধবঃ সরলাঃ, সাধূন্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তীতি তে; যদ্বা, সাধব এব ভূষণানীব প্রিয়া যেষাং তে। স্বরূপলক্ষণ-মাহ—ময়ীতি। অন্যাদিপদানাং সদৃশার্থগ্রাহকত্বাৎ ন বিদ্যতেঽন্যোঽহমিবারাধ্যো ব্রহ্মরুদ্রাদিবিষয়ো যস্য তেন ভাবেন দাস্যসখ্যাদিনা অতএবৈকমাত্রবিষয়ত্বাৎ দৃঢ়াম্। মৎকৃতে মৎপ্রাপ্ত্যর্থং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি মদুক্তেস্ত্যক্তকর্ম্মাণ "যে দারাগারেত্যাদৌ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে" ইতি মদুক্তেস্ত্যক্তস্বজনাদ্যাঃ। মৃষ্টাঃ শুদ্ধা অমায়িকীঃ এতান্ ভক্তান্ তাপা আধ্যা-ত্মিকাদয়ো ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি। এতে তাপৈর্নাভি-ভূয়ন্তে চেন্মদ্গতচেতসঃ স্মরণদার্ঢ্যবন্তো জ্ঞেয়াঃ। সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়াসক্তিশূন্যাঃ ॥২১-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন চারিটি শ্লোকে। এখানে তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন—'তিতিক্ষবঃ' ইত্যাদি। তিতিক্ষু—বলিতে সহনশীল। শান্ত—যিনি উগ্রপ্রকৃতির নহেন। সাধু—বলিতে সরল। 'সাধু-ভূষণাঃ'—সাধুদিগকে যাঁহারা মান্য অর্থাৎ সমাদর করেন, অথবা সাধুগণই ভূষণের ন্যায় প্রিয় যাঁহাদের নিকট, তাঁহারা। স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন—'ময়ি', অর্থাৎ যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমাতে দৃঢ়তর ভক্তি সংস্থাপন করেন—ইত্যাদি। 'অনন্যেন'—অন্য প্রভৃতি পদসমূহের সদৃশার্থ (তুল্যার্থ) গ্রাহকত্ব-হেতু, অর্থাৎ অন্যাদি পদের দ্বারা সদৃশ অর্থ বুঝায় বলিয়া, আমার ন্যায় অর্থাৎ আমা ব্যতীত অপর কোন ব্রহ্মা, রুদ্রাদি বিষয়ক আরাধ্য যাঁহার নাই, তাদৃশ, 'ভাবেন'—সখ্য দাস্যাদি ভাবের দ্বারা। অতএব একমাত্র বিষয়ত্ব-হেতু দৃঢ়া ভক্তি যাঁহারা করিয়া থাকেন। 'মৎকৃতে'—আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত, "সর্ব্ব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর" (গীতা ১৮।৬৬)—ইত্যাদি আমার (শ্রীভগবানের) উক্তিবশতঃ, 'ত্যক্ত-কর্ম্মাণঃ' সমস্ত কর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'ত্যক্ত-স্বজন-বান্ধবাঃ'—যাঁহারা স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৯।৫।৬৫ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—'যে দারাগার' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, প্রাণ, এই সকল বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ করে, কি করিয়া তাঁহাদের ত্যাগ করিতে আমি উৎসাহবোধ করিতে পারি?—এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তিহেতু যাঁহারা স্বজনাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধু। 'মৃষ্টাঃ'—শুদ্ধা, অমায়িকী কথা (মায়িক জাগতিক কথা নহে), অর্থাৎ যাঁহারা মৎসম্বন্ধীয় পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর আমারই বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, 'এতান্'—এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপ, 'ন তপন্তি'—সন্তপ্ত অর্থাৎ ব্যথিত করিতে পারে না। ইঁহারা তাপের দ্বারা অভিভূত হন না, যদি 'মদ্গত-চেতসঃ'—আমাতেই চিত্ত ন্যস্ত করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারা স্মরণে দৃঢ় অর্থাৎ একনিষ্ঠ-চিত্ত বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্ব-সঙ্গ-বর্জ্জিতাঃ'—সর্ব্ব-সঙ্গ বলিতে যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য, তাঁহারাই সাধু ॥ ২১-২৪ ॥

মধ্ব—যাদৃশী ময়ি ভক্তিঃ স্যাৎ তাদৃশ্যন্যত্র নৈব চেৎ।
অনন্য ভক্তিরুদ্রেকাৎ অনয়ৈব তরেৎ সৃতিম্ ॥
ইতি চ। একঃ পূর্ণো হরির্নান্যস্তদন্যে তদ্বশা মতাঃ।
ইতি জ্ঞানং স্থিরং যত্তদেকাত্মজ্ঞানমুচ্যতে ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ৫।১৮।১২শ শ্লোক ও শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২২।৭২-৭৭ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃত-দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, আমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥২১-২৪

বিবৃতি—যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের আর ইন্দ্রিয়তোষণ কল্পে কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে বান্ধব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপর হইয়া ভগবানের আশ্রিত-বুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন; সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় কোনও প্রকারে ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া অপর কাহারও দ্বারা কায়মনোবাক্যে নির্য্যাতিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সহিষ্ণুতার আদর্শ; সকল প্রাণীতে হিংসার পরিবর্ত্তে মিত্রতাপরায়ণ; ঈশ্বর-সেবাবিহীন ব্যক্তির প্রতি হরিনামদানে দয়ার্দ্র চিত্ত। তাঁহাদের প্রতি কেহই শত্রুতা করেন না, তাঁহারা শান্ত ও সাধুগণের অলঙ্কারস্বরূপ। এরূপ নির্ম্মৎসর ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গই, হে মাতঃ, আপনার প্রার্থনীয়। সাধুগণই জীবের ইতরসঙ্গাসক্তি বিনাশ করিতে সমর্থ। আত্মধর্ম্ম যে জীবে উন্মেষিত, তাঁহাতেই প্রেমধর্ম্ম অবস্থিত। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের জগতে কোনও শত্রু নাই—তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তাঁহাকেও কেহ হিংসা করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হরি-সেবার অনুকূল কার্য্যে তৎপর। অনাত্মচেষ্টায় লব্ধ উপাধিভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হওয়ায় সাধুগণের সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেই জীব অসহিষ্ণু হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দ্বারা ভোগ লাভ করতঃ হরিসেবাবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মধর্ম্মের চেষ্টা লুপ্ত হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে সেই লুপ্তচেষ্টা জাগ্রত হইলেই বিশেষ সুবিধা হয় ॥ ২১-২৪ ॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্ম নি।
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসংবিদঃ (বীর্য্যস্য সম্যক্ বিৎ বেদনং যাসু তথাভূতাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃৎ কর্ণয়োঃ চ রসায়নাঃ সুখ-প্রদাঃ) কথাঃ ভবন্তি (প্রবর্ত্তন্তে) তজ্জোষণাৎ (তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ) আশু (শীঘ্রম্ এব) অপবর্গবর্ত্মনি (অপবর্গোঽবিদ্যা-নিবৃত্তির্ব্বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং) শ্রদ্ধা (সুদৃঢ়বিশ্বাসঃ ততঃ) রতিঃ (ভাবঃ ততঃ) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তিঃ চ) অনুক্রমিষ্যতি (অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত উদিত হইবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাধুসঙ্গত এব ভগবতি মনো রতিং বহতীত্যত্র ক্রমমাহ—সতামিতি। সঙ্গঃ প্রার্থ্য ইতি পূর্ব্বোক্তঃ প্রথমং শ্রদ্ধা তর্ত্তঃ সতাং প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গান্মম কথা ভবন্তীত্যাদাবপ্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাদ্ভজনক্রিয়ামাত্রং, ন তু কথাঃ, ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাদনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথা ভবন্তি, ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মম বীর্য্যস্য মন্মাহাত্ম্যস্য সম্বিৎ সম্যগ্বেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি, ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। ততস্তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যা আস্বাদনাৎ অপ-বর্গো বর্ত্মন্যেব যস্য তস্মিন্ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তিঃ রতির্ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি; সম্প্রতি ময়া প্রবর্ত্ত্যমানা ভক্তিরেব-মনুক্রমেণ লোকে প্রচরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুসঙ্গ হইতেই মন শ্রীভগবানে রতি (ভাব) আনয়ন করে, এই বিষয়ে ক্রম বলিতেছেন—'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ইত্যাদি। 'তাদৃশ সাধুজনের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়'—এই পূর্ব্বোক্তি অনুসারে, প্রথমে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, তারপর সাধু-দিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার কথাসকল হইয়া

থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ অপ্রকৃষ্ট সঙ্গবশতঃ ভজনের ক্রিয়ামাত্র আরম্ভ হয়, কিন্তু ভগবানের কথা নহে। তারপর প্রকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট) সঙ্গ হইতে অনর্থ-নিবর্ত্তিকা কথা হইয়া থাকে। তারপর সেই কথাসকলই আমাতে নিষ্ঠা (দৃঢ়তা) উৎপাদন করতঃ, আমার বীর্য্যের অর্থাৎ আমার মাহাত্ম্যের সম্বিৎ (সম্যক্ বেদন) অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান যাহাতে হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে। তারপর রুচি উৎপন্ন করতঃ হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন (সুখদ) হয়। তারপর সেই সকল মদীয় কথার জোষণ অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক আস্বাদন হইতে, 'অপবর্গ-বর্ত্মনি'—অপবর্গ অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি, তাহাই বর্ত্ম বলিতে প্রাপ্তির পথ, যাহাতে, সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আসক্তি, রতি বলিতে ভাব এবং ভক্তি অর্থাৎ প্রেম 'অনুক্রমিষ্যতি'—অনুক্রমে অর্থাৎ যথাক্রমে হইবে। সম্প্রতি আমা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তমানা ভক্তি এইরূপ ক্রমানুযায়ী লোকে প্রচারিত হইবে, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

তথ্য—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥
ভাঃ ১০।৫১।৫৩এবং১১।২।৩০ দ্রষ্টব্য।
চৈঃ চঃ—মধ্য২২।৮০—
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১১ সংখ্যা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

এবং চৈঃ চঃ—মধ্য, ২৩।৯-১৫ দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

বিবৃতি—ভগবদ্বস্তুর অনন্ত বিক্রম তিন ভাগে বিভক্ত—অন্তরঙ্গা-স্বরূপশক্তির প্রভাবে তদ্রূপবৈভব ও নিত্য বিচিত্রবিলাস। বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা স্বরূপশক্তির ক্রিয়া ভোগময় দর্শনে জীবের নিকট বদ্ধভূমিকার ন্যায় উপলব্ধ হয়। দর্শকসূত্রে জীব ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তির ক্রিয়ায় আবদ্ধ হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে। আবার অন্তরঙ্গা-শক্তিপরিণত বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণ দ্বারা স্বরূপশক্তির ভূমিকা তাহার নির্ম্মল দর্শনে দৃশ্যপটে উদিত হয়। এই উভয়ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজভোগপ্রবৃত্তি ও হরিসেবাপ্রবৃত্তি যে বস্তুতে নিত্যাধিষ্ঠিত এবং একের অধিষ্ঠানে অপর ভূমিকায় অবস্থিত, সেই বস্তুই তটস্থশক্তি-প্রকটিত জীব। জীব যে সময় আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া ভগবানের সন্ধান না পাইয়া চেতনধর্ম্মের অপব্যবহারক্রমে আপনাকে অচিতের ভোক্তা মনে করেন, তৎকালে তিনি অসদাকাশে বিচরণ করেন—পরব্যোম তাহার নিকট সেইকালে অপরিজ্ঞাত। হরিসেবারত সাধুর সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহার সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ অর্থাৎ প্রতিকূল-সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া নিত্য সাধুসঙ্গ করিলে তাঁহার ভগবানের ত্রিবিধ বিক্রম লক্ষ্য করিবার অধিকার হয়। ভগবানের সহিত তাঁহার বিক্রমসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জীবের নিত্যা সেবাবৃত্তিতে অবস্থিতি ঘটে। তৎকালে তাঁহার হৃদয় ও কর্ণ অপূর্ব্বচমৎকার ভূমিকায় পূর্ণতা লাভ করে। পরিচ্ছিন্ন, ক্লেশপ্রদ, হেয় জড়ভোগকে তাঁহার বিরস বলিয়া প্রতীতি হয়। মনের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অতিশয় আস্বাদনযুক্ত বৃত্তিই রসরূপে হৃদয় ও কর্ণ প্লাবিত করে। সাধুসঙ্গ-সেবা হইতেই অবিদ্যা-বন্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা জগতের ভোগবুদ্ধি রহিত হইয়া ভোগ্যদর্শনাভাবে জীবের নিত্যসেব্য পরমপুরুষ অধোক্ষজ কৃষ্ণবস্তুতে প্রথম মুখে সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, পরে সেই শ্রদ্ধা গাঢ় হইয়া অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্থায়িভাবে রতির রর্থাৎ ভগবদ্রঞ্জন প্রবৃত্তির উদয় করায়। তৎকালে শ্রদ্ধান্বিত ভক্তকে 'জাতরতি' ভক্ত বলে। জাতরতি ভক্তেরই প্রেমলাভ ঘটে। কৃষ্ণের সুখবিধানে প্রমত্তজনকেই 'প্রেমিক' ভক্ত বলে। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'—এই সরল কথাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা ভগবানের

বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমে উদাসীন হইয়া প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হই। অসাধুগণ সর্ব্বদা গ্রাম্যকথা ও ইন্দ্রিয়তোষণবৃত্তিতে প্রমত্ত ; সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। নিত্যকাল তাঁহাদের অপ্রতিহত-সঙ্গপ্রভাবেই জীবের চরমকল্যাণ-লাভ হয়। সৎসঙ্গপ্রভাবেই সদ্যঃ সদ্যঃ আত্মার বৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত হন। তখন অপ্রাকৃত হৃদয় ও অপ্রাকৃত কর্ণ জড়কথা ও জড়রস রহিত হইয়া চিদানন্দময় হইয়া পড়ে ॥ ২৫ ॥

ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্-
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্রচনানুচিন্তয়া (মম রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা তস্যাঃ অনুচিন্তয়া যা ভক্তিঃ তয়া) ভক্ত্যা দৃষ্টশ্রুতাৎ (ঐহিকামুষ্মিকাৎ) ঐন্দ্রিয়াৎ (ইন্দ্রিয়জন্যসুখাৎ) জাতবিরাগঃ (সন্) পুমান্ যত্তঃ (আলস্যাদিরহিতঃ সাবধানঃ) যোগযুক্তঃ (ভক্তিযোগমাস্থিতঃ চ সন্) ঋজুভিঃ (ভক্তিপ্রাধান্যাদনায়াসৈঃ) যোগমার্গৈঃ (ভক্তিযোগক্রিয়াভিঃ) চিত্তস্য গ্রহণে যতিষ্যতে (যত্নং করিষ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তৎপর আমার রচিত সৃষ্ট্যাদি লীলানুচিন্তনদ্বারা জীবের যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত সুখ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়জ সুখ হইতে বিরাগবিশিষ্ট হন ; তদনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া সুগম ভক্তিযোগ-সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া তিনি চিত্তকে স্ববশীকরণে যত্নবান্ হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধাং ভক্তিমুক্ত্বা যোগমাহ—ভক্ত্যেতি। দৃষ্টশ্রুতাদৈহিকামুষ্মিকাৎ মদ্রচনানাং মল্লীলানাং অনুচিন্তয়া যোগযুক্তঃ সন্ চিত্তস্য গ্রহণে স্ববশীকারে যত্তো যত্নবানপি ঋজুভির্ভক্তিসম্বিলিতত্বেন সুগমৈর্যোগমার্গৈঃ সম্প্রতি মৎপ্রবর্ত্তয়িষ্যমাণৈর্যতিষ্যতে অগ্রে জনিষ্যমাণঃ পুমানিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া যোগ বলিতেছেন—'ভক্ত্যা', ইত্যাদি। 'দৃষ্ট-শ্রুতাৎ'—ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়জাত সুখ হইতে বিরক্ত হইয়া, 'মদ্রচনানুচিন্তয়া'—আমার রচনা অর্থাৎ আমার লীলাসকলের নিরন্তর চিন্তার দ্বারা 'যোগযুক্তঃ'—ভক্তিযোগ অবলম্বন করতঃ, 'চিত্তস্য গ্রহণে'—চিত্তকে নিজের বশে আনয়ন করিতে, 'যত্তঃ'—সাবধান হইবেন। যত্নবান্ হইলেও 'ঋজুভিঃ'—সরল, অর্থাৎ ভক্তিসম্বলিত হওয়ায় সুগম, 'যোগমার্গৈঃ' যোগমার্গ বলিতে ভক্তিযোগের সাধনসমূহের দ্বারা (যতিষ্যতে—যত্ন করিবেন)। সম্প্রতি আমি যে সকল ভক্তিযোগের সাধন প্রবর্ত্তন করিব, পরবর্ত্তীকালে জনিষ্যমাণ ব্যক্তি, সেই সকল ভক্তিসাধনের দ্বারাই চিত্ত বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইবেন—এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ গুণানাং (বিষয়াণাং) অসেবয়া বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন (বৈরাগ্যেণ বিজৃম্ভিতং যজ্জ্ঞানং তেন) জ্ঞানেন যোগেন ময়ি অর্পিতয়া (মদনন্যবিষয়য়া) ভক্ত্যা চ অয়ং (জীবঃ) ইহ (দেহ এব) প্রত্যগাত্মানং (তৎ পদার্থং) মাম্ অবরুন্ধে (প্রাপ্নোতি)

অনুবাদ—এই প্রকারে জীব প্রকৃতিসঙ্গজ বিষয়সমূহের সেবা না করিয়া বিষয়বৈতৃষ্ণ্য-প্রকাশিত জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ এবং আমাতে অনন্যভক্তিদ্বারা এই দেহেই ভক্তিপ্রভৃতি দ্বারা তৎপদার্থবাচ্য আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যোগমুক্ত্বা জ্ঞানমাহ—অসেবয়েতি। প্রকৃতের্গুণানাং বিষয়াণাং যা অসেবা নিষ্কামকর্ম্মলভ্যা তয়া যজ্জ্ঞানং তেন মাং প্রত্যগাত্মানং তৎপদার্থং অবরুন্ধে প্রাপ্নোতি যোগেনেতি যমাদীনামপি জ্ঞানাঙ্গত্বাৎ, ভক্ত্যেতি ভক্তিং বিনাভূতস্য জ্ঞানস্য বৈফল্যাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগ বলিয়া জ্ঞান বলিতেছেন—'অসেবয়া' ইত্যাদি। 'অয়ং'—এই জীব, 'প্রকৃতেঃ গুণানাং'—প্রকৃতির গুণসমূহের অর্থাৎ বিষয়সকলের

যে 'অ-সেবা'—সেবা না করা, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম লভ্য অসেবার দ্বারা যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা 'মাং প্রত্যগাত্মানং'—সর্ব্বব্যাপী তৎপদার্থ আমাকে 'অবরুন্ধে'—প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (অর্থাৎ বৈরাগ্য-বিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ এবং আমাতে অর্পিত প্রেমলক্ষণ ভক্তির দ্বারা এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হন)। এখানে 'যোগেন'—যোগের দ্বারা—ইহা যম, নিয়ম প্রভৃতি জ্ঞান-সাধনের অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইল। 'ভক্ত্যা'—আমাতে অর্পিত ভক্তির দ্বারা, ইহা বলায়, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের বৈফল্য হয়, এইজন্য বলা হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা।
যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—ত্বয়ি উচিতা ভক্তিঃ কাচিৎ (কাস্বিৎ) তত্রাপি মম (স্ত্রিয়াঃ) গোচরা (যোগ্যা) কীদৃশী, যয়া (ভক্ত্যা) অহং তে (তব) নির্ব্বাণং (মোক্ষাত্মকং) পদং (স্বরূপং চ) অঞ্জসা (সুখেন) অন্বাশ্নবৈ (অনন্তরমেব সর্ব্বাত্মনা প্রাপ্স্যামি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবহূতি কহিলেন,—ভগবন্ আপনাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত? আমি স্ত্রীজাতি, আমার পক্ষেই বা কোন্‌প্রকার ভক্তি যোগ্য হইতে পারে যে, তাহা দ্বারা আমি অনায়াসে আপনার মোক্ষাত্মকস্বরূপ (নিত্যপাদপদ্মসেবা) সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইতে পারি? ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কাচিদিতি কাস্বিদিত্যর্থঃ। ত্বয্যুচিতা ত্বয়ি যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন যুজ্যমানয়েত্যনেন যুজ্যমানায়া ভক্তেরুৎকর্ষশ্রবণাৎ মম স্ত্রিয়াঃ কীদৃশী গোচরা জ্ঞাতুং কর্ত্তুঞ্চ শক্যেত্যর্থঃ। পদং ত্বচ্চরণারবিন্দং নির্ব্বাণং নির্বৃতিস্বরূপম্। 'নির্ব্বাণমস্তং গমনে নির্বৃতৌ 'গজমজ্জনে সঙ্গমেঽপ্যপবর্গে চ' ইতি মেদিনী; যদ্বা, নির্ব্বাণং নিষ্কন্টকং যথা স্যাত্তথা অন্বাশ্নবৈ প্রাপ্স্যামি অঞ্জসা ত্বাশ্নবা ইতি পাঠে অহন্ত্বিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাচিৎ' ইতি—কি প্রকারে? এই অর্থ। 'ত্বয়ি উচিতা'—তোমার বিষয়ে যোগ্য হইতে পারে—এই অর্থ। পূর্ব্বে (১৯ শ্লোকে) 'ন যুজ্যমানয়া'—অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত ভক্তিযোগের তুল্য আর মঙ্গলজনক দ্বিতীয় পথ নাই—ইহাতে যুজ্যমানা ভক্তির উৎকর্ষ শ্রবণহেতু প্রশ্ন করিতেছেন—'মম স্ত্রিয়ঃ'—আমি স্ত্রীজাতি, 'কীদৃশী গোচরা'—কীদৃশী ভক্তি আমি জানিতে ও করিতে সক্ষম—এই অর্থ। 'পদং'—বলিতে তোমার চরণকমল। 'নির্ব্বাণং'—নির্ব্বাণ বলিতে নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ। মেদিনী কোষ অভিধানে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ উক্ত হইয়াছে—'অস্তগমনে, নির্বৃতিতে, হস্তির স্নানে, সঙ্গমে ও অপবর্গ অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়'। অথবা—'নির্ব্বাণং'—(ক্রিয়া বিশেষণ), নিষ্কণ্টক যেরূপে হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে যাহাতে আমি পাইতে পারি। এখানে 'অঞ্জসা ত্বাশ্নবা' —এইরূপ পাঠে 'অহং' পদের সহিত সম্বন্ধ ॥ ২৮ ॥

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নির্ব্বাণাত্মন্ (নিরতিশয়ানন্দরূপ!) যঃ ভগবদ্বাণঃ (যো ভগবন্তং লক্ষ্যীকরোতীত্যর্থঃ যঃ যোগঃ) ত্বয়া উদিতঃ (উক্তঃ সঃ) কীদৃশঃ তস্য অঙ্গানি চ কতিঃ যতঃ তত্ত্বাববোধনং (তত্ত্বানাং অববোধনং নির্ব্বিচিকিৎসিতং জ্ঞানং ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ শ্রীভগবন্, যে যোগ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়, যে যোগের কথা আপনি ইতঃপূর্ব্বে কীর্ত্তন করিলেন এবং যাহা হইতে তত্ত্বসমূহের জ্ঞান জন্মে, সেই যোগ কীদৃশ এবং তাহার অঙ্গই বা কত প্রকার? ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি ত্বৎসম্মতায়াং ভক্তাবেব মম জিজ্ঞাসা চিকীর্ষা চ তদপি জিজ্ঞাসুনা নিজমতং জ্ঞেয়ং পরমতং বুধৈরিতি নিত্যযোগশ্চ জ্ঞানঞ্চ মম জিজ্ঞাস্যমিত্যাহ—যো যোগ ইতি। ভগবতি বাণস্তত্র ক্ষিপ্তঃ শর ইব যো ভগবন্তং লক্ষ্যীকরোতীত্যর্থঃ। নির্ব্বাণার্থঃ মোক্ষপ্রয়োজনকঃ। তথা যতস্তত্ত্বানামববোধনং তজ্জ্ঞানঞ্চ কীদৃশম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও তোমার সম্মতা ভক্তি-

তেই আমার জিজ্ঞাসা এবং চিকীর্ষা অর্থাৎ তাহা করিবারই আমার ইচ্ছা, তথাপি 'জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজ-মত যেরূপ জানিবে, তদ্রূপ পরমতও বিজ্ঞজনের নিকট হইতে জানিবে'—এই নীতি অনুসারে, নিত্য-যোগ এবং জ্ঞানও আমার জিজ্ঞাস্য, ইহা বলিতেছেন —'যো যোগঃ' ইত্যাদি। 'ভগবদ্বাণঃ'—ভগবানে বাণ বলিতে, ভগবানে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়, যাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, এই অর্থ। 'নির্ব্বাণার্থঃ' —বলিতে মোক্ষের প্রয়োজনের নিমিত্ত। (এখানে 'নির্ব্বাণাত্মন্'—স্থলে 'নির্ব্বাণার্থঃ'—পাঠান্তর রহি-য়াছে।) 'যতঃ'—যাহা হইতে তত্ত্বসকলের অববোধন অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসমূহের উপাসনা হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানও কিপ্রকার ? ॥ ২৯ ॥

তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে।
সুখং বুধ্যেয় দুর্ব্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে, তৎ এতৎ (সাংখ্যং) দুর্ব্বোধং (দুঃখেনাপি বোদ্ধুম্ অশক্যং) ভবদনুগ্রহাৎ (ভবতঃ অনুগ্রহাৎ) যোষা (নারী) মন্দধীঃ অহং অপি যথা সুখং (অনায়াসেনৈব) বুধ্যেয় (তথা) মে বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে হরে, আমি স্ত্রীলোক, অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্টা ; এই সকল দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ববিষয় আপনার অনুগ্রহে যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেই প্রকার আমাকে জ্ঞাপন করুন্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ এতন্মে মাং বিজানীহি বিজ্ঞাপয় ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—অতএব, 'এতৎ মে' —ইহা আমাকে জ্ঞাপন করাও ॥ ৩০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং
জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—যত্র (যস্যাং মাতরি) তন্বা (শরীরেণ) অভিজাতঃ (আবির্ভূতঃ তস্যাং মাতরি) জাতস্নেহঃ কপিলঃ ইত্থং (উক্তপ্রকারং) মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) অর্থং (প্রয়োজনং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) তত্ত্বাম্নায়ং (তত্ত্বানি আম্নায়ন্তে অনুক্রম্যন্তে যস্মিন্ তৎ) যৎ সাংখ্যং প্রবদন্তি (তৎ সাংখ্যং তথা) ভক্তি-বিতানযোগম্ (ভক্তিবিতানং ভক্তিবিস্তারং যোগং চ) প্রোবাচ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ কপিল-দেব দেবহূতির দেহ আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন ; তজ্জন্য মাতার এতাদৃশ প্রয়োজন (পরিপ্রশ্ন) অবগত হইয়া তৎপ্রতি তাঁহার স্নেহের উদ্রেক হইল, তখন তিনি যাহাতে তত্ত্বসমূহ অনুক্রমিত হয় এবং পণ্ডিতগণ যাহাকে 'সাঙ্খ্য' নামে অভিহিত করেন, তাহা এবং ভক্তিবিস্তারকারী যোগের বিষয় উপদেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থং প্রয়োজনং স্নেহে হেতুর্যত্র তন্বা দেহেনাবির্ভূতঃ তত্ত্বান্যাম্নায়ন্তে অনুক্রম্যন্তে যস্মিন্ কিং তৎ যৎ সাঙ্খ্যং প্রবদন্তি তৎ প্রোবাচ ভক্তিবিতানং যোগঞ্চ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থং বিদিত্বা'—জননীর প্রয়োজন বুঝিয়া। 'জাতস্নেহঃ'—স্নেহপরবশ হইয়া, স্নেহের কারণ বলিতেছেন—'যত্র তন্বা অভিজাতঃ' যে দেবহূতি হইতে শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। 'তত্ত্বাম্নায়ং' — যাহাতে তত্ত্বসমূহের ক্রমানুযায়ী নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—যে যোগকে পণ্ডিতগণ 'সাংখ্য-যোগ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, 'তৎ প্রোবাচ'—তাহা বলিলেন। 'ভক্তি-বিতান-যোগং'—সেই ভক্তি-বিস্তারকারী যোগ-সকলও অথবা ভক্তির বিস্তার এবং যোগ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

শুক্লেন জনিরন্যেষাং হরেঃ স্বতন্বা বৈবতু।
নিত্যোদিতজ্ঞানতনোঃ কুতঃ স্যাৎ শুক্লতো জনিঃ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামনুশ্রবিককর্ম্মণাম্ ।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩২ ॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—একমনসঃ (একরূপম্ অবিকৃতম্ মনঃ যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) গুণলিঙ্গানাং (গুণাঃ বিষয়াঃ লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈ তেষাম্) দেবানাম্ (দ্যোতনাত্মকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃ,ণাং বা) অনুশ্রবিক-কর্ম্মণাম্ (গুরোঃ উচ্চারণম্ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ বেদঃ তদ্বিহিতম্ অনুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম যেষাং তেষাং) সত্ত্বে (সত্ত্ব-মূর্ত্তৌ হরৌ এব) যা বৃত্তিঃ (প্রবৃত্তিঃ সা ভাগবতী অনিমিত্তা (নিষ্কামা) ভক্তিং সিদ্ধেঃ (মুক্তেরপি গরীয়সী (শ্রেষ্ঠা ভবতি) ; স্বাভাবিকী (অযত্নসিদ্ধা) যা (ভক্তিঃ) নিগীর্ণং (ভুক্তমন্নং) অনলঃ (জঠরাগ্নিঃ) যথা (প্রযত্নান্তরং বিনৈব জরয়তি তদ্বৎ) কোশং (লিঙ্গ-শরীরং) আশু (শীঘ্রমেব) জরয়তি (ক্ষপয়তি) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—মাতঃ, যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি-বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শ্রীগুরূপদিষ্ট বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান হরিতে যে অহৈতুকী বৃত্তি তাহাই ভাগবতী ভক্তি ; অধিকৃতচিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ঐ ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী । পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যাতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনয়াসেই ক্ষয় করিয়া ফেলে অর্থাৎ মুক্তি ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল মাত্র ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভক্তিবিতানং বক্তুং কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিরিতি পৃষ্টাং ভগবতি যুক্তামুত্তমাং নির্গুণাং ভক্তিং লক্ষয়তি—দেবানামিতি । সত্ত্ব এব শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তৌ হরাবেব ন তু দেবতান্তরে । একমেকস্বরূপমেব সেব্যবুদ্ধিময়ত্বেন ত্বদ্রূপনামাদ্যুপাদিৎসু ন তু যোগি-জনাদেরিবায়ত্যাং তজ্জিহাসু মনো যস্য তস্য পুরুষস্য । তথা একস্মিন্ ভজনে এব ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিষু মনো যস্য তস্য পুংসঃ । গুণাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞাপ্যন্তে যৈস্তেষাং দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ,ণাং সদ্বিষয়-ত্বাদ্দীব্যতাং ক্রীড়তামিন্দ্রিয়াণাং বা সত্ত্বে হরাবেব যা বৃত্তিস্তদীয়শব্দাদিগ্রহণরূপা ব্যাপৃতিরনিমিত্তা নিষ্কামা সা ভাগবতী ভক্তিরিত্যন্বয়ঃ । অত্র সত্ত্ব এব একমনস ইতি সত্ত্ব এব ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিরিতি কাকাক্ষিগোলোক-ন্যায়েনোভয়ত্রান্বিতম্ । অত্র সত্ত্ব ইত্যনেন সত্ত্বগুণবতি ব্রহ্মরুদ্রাদাবিতি নাশঙ্ক্যং ভাগবতীত্যনেন তদ্ব্যাবৃত্তেঃ ; যদ্বা, সতাং ভাবঃ সত্ত্বং বৈষ্ণবত্বং তত্র একমনসঃ বৈষ্ণবো ভবেয়মিত্যেকান্তমনসো বৈষ্ণবত্বে এব যা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ । ন চ স্বচ্ছন্দেনৈব প্রবর্ত্তমানাং তেষাং বৃত্তির্ভক্তিঃ, কিন্তু শ্রীগুরূপদিষ্ট-মন্ত্রোচিতাচরণবতামিত্যাহ — গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো মন্ত্রস্তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম নিত্যকৃত্যং যেষাং তেষাম্ । কিঞ্চ, "উৎসর্গান্মল-মূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ । অতঃ পায়ুরুপস্থশ্চ তদারাধনসাধনমিতি" বিষ্ণুরহস্যোক্তেঃ পায়ুপস্থয়োরপি বৃত্তির্ভক্তিসম্বন্ধেন ভক্তিরিতি বৈধী সাধনভক্তির্লক্ষিতা । অথ তু-কারেণ পৃথক্কৃত্য তৎসাধ্যাং ভাবভক্তিং রাগানুগাখ্যাঞ্চ তথাভূতানামেব স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ সা সিদ্ধের্ম্মুক্তেরপি গরীয়সী শ্রেষ্ঠতরেতি স্বাভাবিক্যপি বৃত্তির্মুক্তের্গুরুঃ শ্রেষ্ঠেত্যর্থো লভ্যতে । স্বাভাবিকী বৃত্তিশ্চ দ্বিবিধা—কস্যচিৎ শাস্ত্রশাসনেনৈব শ্রীগুরূপ-দিষ্টশুদ্ধভক্তৌ প্রবৃত্তিমতো ভজনাভ্যাসপৌনঃপুন্যেন নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তিভূমিকা অধিরূঢ়স্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্হরৌ স্বাভাবিকী ভবতি যথা প্রাকৃতলোকানাং পতিপুত্রাদিষু কস্যচিচ্চ প্রাচীনার্ব্বাচীন-তাদৃশ-মহৎসঙ্গকৃপাজনিত-বিলক্ষণ-সংস্কারবশেন গুরূপদেশাৎ পূর্ব্বমেবানন্তরমেব বা শাস্ত্রশাসনং বিনৈব স্বভাবত এবেন্দ্রিয়াণাং ভক্তি-শাস্ত্রোক্তাচরণবতী এব যা হরৌ বৃত্তিঃ সাপি স্বাভাবিকী জ্ঞেয়া । পূর্ব্বস্যা বৈধভক্তেঃ প্রমাণেনৈবোৎকর্ষঃ ; উদাহরণঞ্চ—নৈকাত্মতামিত্যাদি পদ্যচতুষ্টয়ং জ্ঞেয়ম্ । পরস্যা রাগানুগায়াস্তু জাত্যৈবোৎকর্ষঃ উদাহরণঞ্চ ন কর্হিচিদিতি পদ্যম্ । অস্বাভাবিক্যাস্তু স্বাভাবিকীভ্যাং সকাশাৎ প্রমাণেন জাত্যা চ নিকর্ষঃ । উদাহরণঞ্চেমং লোকং তথৈবামুমিত্যাদি-পদ্যদ্বয়ম্ । অস্যা দ্বিবিধায়া অপি ভক্তের্নিষ্কামত্বাদনুসংহিতং ফলং সৈব ভক্তি-রননুসংহিতং ফলন্তু মোক্ষস্তমাহ—জরয়তীতি । যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি । কিঞ্চ,

জ্ঞানহেতুকান্মোক্ষাদস্য মোক্ষস্য দৃষ্টান্তেন বৈলক্ষণ্যমাহ —নিগীর্ণং ভুক্তমন্নাদিকং অনলো জাঠরো যথা জরয়তীতি স হি জাঠরানলো দেহপুষ্ট্যন্যথানুপপত্তের্ভুক্তস্যান্নাদেরসারাংশমেব জরয়তি সারাংশেন তু প্রাণেন্দ্রিয়াদীনি সপ্তধাতূংশ্চ পুষ্যতি। যেনৈবোজঃ সহো বলবান্ দেহো ভবতি, তথৈব ভক্তির্মায়িকানেব শব্দাদীংস্তৎ করণকর্ত্রাদীংশ্চাসারাংশানেব জরয়তি ন তু সারাংশান্ ভগবৎসম্বন্ধিনঃ শব্দাদীনপ্রাকৃতাংস্তদিন্দ্রিয়াদীংশ্চ জরয়তি, "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যৈরেব ভক্তানাং দেহঃ সিদ্ধো ভবতি, অতএব মায়িকোঽসারাংশ এব লিঙ্গকোশো দেহেন্দ্রিয়াদি-শব্দৈঃ শাস্ত্রেষূচ্যতে। যথা দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বিকুণ্ঠপুরবাসিনামিত্যাদি, যথা চ পুরুষপ্রযত্নং বিনৈব জাঠরোঽগ্নির্ভুক্তান্নাদিকং জরয়তি, যেন প্রকারেণ জরয়তি তৎ প্রকারঞ্চ পুরুষো ন জানাত্যেবং মোক্ষার্থং কিমপ্যযতমানং শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমেব নিত্যং কুর্ব্বাণং তন্মাধুর্য্যাস্বাদমত্তং ভক্তজনং ভক্তিঃ সংসারান্মোচয়তি, ভক্তস্তু কেন প্রকারেণ কদা মে মুক্তিরভূদিতি নানুসন্ধত্তে। যদ্বক্ষ্যাতে—"ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্" ইতি পথি গচ্ছতঃ পুংসো গোষ্পদলঙ্ঘনানুসন্ধানং যথা ন ভবতি তথেতি। ভক্তানাং ত্রিভূমিকব্রহ্মজ্ঞানাভাবেঽপি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি শ্রুতের্ভগবৎকারুণ্যাদ্ভক্ত্যা তদ্রূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যানুভবরূপাজ্ জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুতাবপ্যেবকারেণ মুক্তৌ তস্যৈব জ্ঞানস্য কারণত্বেনোক্তেস্তজ্জ্ঞানং চোক্তপ্রকারকমেব, সর্ব্বথা তৎস্বরূপজ্ঞানন্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"ইতি, "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ" ইতি, "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিভ্যো ন কস্যাপি সম্ভবত্যেব। জীবব্রহ্মৈক্যরূপা মুক্তিস্তু ভক্তৈস্ত্যাজ্যৈবেত্যগ্রে বক্ষ্যতে। কিঞ্চ, ভুক্তমন্নাদিকং জাঠরানলো ভোজনক্ষণত এব জরয়িতুং প্রবৃত্তোঽপি ত্রিচতুর্য্যামানন্তরমেব সম্যক্তয়া জরয়তি যথা তথা ভজনদশায়াং শোকমোহাদ্যাত্মকং সংসারং নাশয়িতুং প্রবৃত্তাপি ভক্তিঃ কিঞ্চিৎকালবিলম্বেনৈব সম্যক্তয়া নাশয়তীত্যতো ভজনদশায়াং শোকমোহাদ্যনপগমেঽপি ভক্তেষু সংসারোঽয়মিতি ন প্রত্যেতব্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং গুরূপদিষ্টমন্ত্রবতী ভক্তিশাস্ত্রোক্তবিধ্যনুসারিণী অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদি-রহিতা ভগবতি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্ভক্তিঃ। সা চাল্পপ্রমাণা সাধনভক্তিরস্বাভাবিকী ভবতি। সৈব পূর্ণপ্রমাণা সাধ্যভক্তিঃ স্বাভাবিকী ভাবভক্তির্ভবতীতি। সৈব কাচিদল্পপ্রমাণাপি জাত্যেবাধিক্যাৎ স্বাভাবিকী চেদ্রাগানুগা নাম্নী সাধনভক্তিঃ। সা চ জাতিপ্রমাণাভ্যাং পূর্ণা রাগানুগীয়-ভাবভক্তির্ভবতীতি বিবেকো ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির বিস্তার কথনের নিমিত্ত, 'আপনাতে কিপ্রকার ভক্তি যোগ্যা?'—জননীর এই প্রশ্নে, শ্রীভগবানে যোগ্যা উত্তমা নির্গুণা ভক্তি নিরূপণ করিতেছেন—'দেবানাম্' ইতি, (অর্থাৎ নির্ব্বিকার-চিত্ত পুরুষের বিষয়-গ্রহণপটু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-বশতঃ, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরিতে যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলে, ঐ ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী)। এখানে 'সত্ত্বে এব', অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিতেই, কিন্তু অন্য দেবতাতে নহে। 'এক-মনসঃ'—(একটিই মন যাহার, তাদৃশ পুরুষের), 'একম্'—বলিতে শ্রীভগবানের একটি স্বরূপই সেব্যবুদ্ধিময়ত্বরূপে তাঁহার রূপ, নামাদি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, কিন্তু যোগিজনের ন্যায় পরবর্ত্তীকালে তাহা পরিত্যাগের ইচ্ছুক নহে—এইরূপ মন যাঁহার, তাদৃশ পুরুষের (অর্থাৎ ভক্তের)। সেইরূপ একই ভজন-বিষয়ে, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্মাদিতে যাহার মন নাই, তাদৃশ পুরুষের। 'গুণ-লিঙ্গানাম্ দেবানাং'—গুণ বলিতে শব্দাদি বিষয়সকল, তাহা যাহাদের দ্বারা জানা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের, অথবা—সদ্বিষয়ত্ব-হেতু (সদ্বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া) ক্রীড়াশীল ইন্দ্রিয়গণের, শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীহরিতেই যে বৃত্তি অর্থাৎ তদীয় শব্দাদি গ্রহণরূপ ব্যাপার (ব্যাপৃতি), তাহা অনিমিত্তা অর্থাৎ নিষ্কামা (ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কামনারহিতা) হইলে, তাহাই ভাগবতী ভক্তি—এই

অন্বয়। এখানে 'সত্ত্বে এব একমনসঃ' ইতি, এবং 'সত্ত্বে এব ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ' ইতি, অর্থাৎ সত্ত্ব-বিষয়েই এক মন যাহার, এবং শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানেই ইন্দ্রিয়-সকলের বৃত্তি—এইরূপ 'এব' শব্দের কাকাক্ষি-গোলক ন্যায় অনুসারে উভয়ত্র অন্বয় করিতে হইবে। [কাকাক্ষি-গোলক ন্যায় বলিতে—কাকের একটি-মাত্র চক্ষু, উহা প্রয়োজনানুসারে উভয় গোলকে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ একই পদার্থের উভয়দিকে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় এই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়।] এখানে 'সত্ত্বে'—ইহা বলায়, সত্ত্বগুণযুক্ত ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতিতে আশঙ্কা করা চলে না, যেহেতু 'ভগবতি'—শ্রীভগবানে, এই পদের দ্বারা উহার ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) বুঝাইতেছে। অথবা—সতের ভাব সত্ত্ব বলিতে বৈষ্ণবত্ব, সেই বিষয়ে একমনস্ক পুরুষের, অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব হইব'—এইরূপ একান্তমনা পুরুষের বৈষ্ণবত্ব-বিষয়েই ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি (ব্যাপার)—তাহা ভক্তি।

এখানে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই প্রবর্ত্ত্যমান যাহারা, তাহাদের মনের বৃত্তি কখনই ভক্তি হইবে না, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদিষ্ট মন্ত্র অনুযায়ী আচরণশীল যাঁহারা, তাঁহাদের বিশুদ্ধ মনের স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভক্তি, ইহা বলিতেছেন—'অনুশ্রবিক-কর্ম্মণাম্', সদ্গুরুদেবের উচ্চারণ অনুশ্রুত হয় যেখানে, তাহা অনুশ্রব অর্থাৎ মন্ত্র, তদ্বিহিতই 'আনুশ্রবিক', তাহাই কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যকৃত্য যাঁহাদের, সেই সকল ভক্তগণের (চিত্ত-বৃত্তি ভক্তি)। আরও, শ্রীবিষ্ণু-রহস্য গ্রন্থে উক্ত আছে—"উৎসর্গান্মলমূত্রাদেঃ" —ইত্যাদি, অর্থাৎ মল, মূত্রাদির ত্যাগে যেহেতু চিত্তের সুস্থতা হয়, অতএব পায়ু ও উপস্থ—তাঁহারই আরাধনের সাধন, ইহাতে পায়ু এবং উপস্থেরও বৃত্তি ভক্তি-সম্বন্ধান্বিত হইলে ভক্তি,—এইরূপে বৈধী সাধনভক্তি বলা হইল। অনন্তর 'তু'—কিন্তু, এখানে তু-কার প্রয়োগের দ্বারা পৃথক্ করিয়া তৎ-সাধ্যা (সাধনভক্তির দ্বারা সাধ্যা) ভাবভক্তি এবং রাগানুগা নাম্নী ভক্তি সংক্ষেপে সসিদ্ধান্তেই লক্ষিত হইতেছেন। যাহা সেই সকল পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়-গণের তদ্রূপ স্বাভাবিকী বৃত্তি (প্রীতিরূপা), সেই ভক্তিই 'সিদ্ধেঃ' অর্থাৎ মুক্তি হইতেও 'গরীয়সী', অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতরা, ইহার দ্বারা স্বাভাবিকীও যে বৃত্তি, তাহা মুক্তি হইতে গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা—এইরূপ অর্থ লভ্য হইতেছে।

স্বাভাবিকী বৃত্তিও (বৈধী ও রাগানুগা ভেদে) দ্বিবিধা—শাস্ত্রের অনুশাসন বশতঃই শ্রীগুরূপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্তিমান্ কোন ভক্তের এবং ভজনাভ্যাসের পৌনঃপুন্যে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ভূমিকায় অধিরূঢ় কোন ভক্তের ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি শ্রীহরিতে স্বাভাবিকী হয়। যথা প্রাকৃত লোকের পতি, পুত্রাদিতে (স্বাভাবিকী আসক্তি), এবং কাহারও প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন তাদৃশ মহৎ-সঙ্গের কৃপা-জনিত বিলক্ষণ সংস্কারবশতঃ শ্রীগুরূপদেশের পূর্ব্বে অথবা পরে, শাস্ত্রের অনুশাসন ব্যতীতই স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়সকলের ভক্তিশাস্ত্রোক্ত আচরণবতী শ্রীহরিতে যে বৃত্তি, তাহাও স্বাভাবিকী বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বৈধী ভক্তির প্রমাণের দ্বারাই (পরিমাণগত ভাবেই) উৎকর্ষ, উদাহরণ যথা—'নৈকাত্মতাং'—ইত্যাদি (৩৪-৩৭) পদ্য-চতুষ্টয়। পরবর্ত্তী রাগানুগার কিন্তু জাতিগতভাবেই উৎকর্ষ এবং উদাহরণ—'ন কর্হিচিৎ' (৩৮), এই পদ্য জানিতে হইবে। অস্বাভাবিকী বৃত্তির কিন্তু উক্ত স্বাভাবিকী বৃত্তি হইতে পরিমাণ ও জাতিগতভাবেই নিষ্কর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) [নিকর্ষ ? সন্নিবেশ] বুঝিতে হইবে। এবং উদাহরণ—'ইমং লোকং তথৈবামুম্' (৩৯. ৪০)—এই পদ্যদ্বয়। এই দ্বিবিধা ভক্তির নিষ্কামত্বহেতু অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল সেই ভক্তিই, আর আনুষঙ্গিক ফল মোক্ষ, ইহাই বলিতেছেন—'জরয়তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ভক্তি লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে।

আরও, 'জ্ঞানহেতুকাৎ'—জ্ঞান-সাধন-জনিত মোক্ষ হইতে, 'অস্য মোক্ষস্য'—এই ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষের (মুক্তির) দৃষ্টান্তগত পার্থক্য বলিতেছেন—'নিগীর্ণং' ইতি, অর্থাৎ জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে। এখানে জাঠরানল দেহপুষ্টির প্রয়োজনে ভুক্ত অন্নাদির অসার অংশকেই জীর্ণ করে, কিন্তু সারাংশের দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং সপ্ত ধাতুকে (রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র-সংযুক্ত) পুষ্টই করে, যাহার দ্বারা ওজঃ (প্রাণ বল), সহঃ (মনোবল) এবং (শারীরিক) বলযুক্ত দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তি

মায়িক শব্দাদি এবং তাহার করণ, কর্ত্রাদি অসার অংশ-সকলকেই জীর্ণ করে, কিন্তু সারাংশরূপ ভগবৎসম্বন্ধীয় শব্দাদি এবং অপ্রাকৃত তাদৃশ ইন্দ্রিয়াদিকে কখনই জীর্ণ করে না, যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"চক্ষুষশ্চক্ষুঃ", অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রদাতা ইত্যাদি। 'যৈরেব'—যে সকল ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর দ্বারাই ভক্তগণের দেহ সিদ্ধ হয়, অতএব মায়িক অসার অংশই লিঙ্গকোশ, যাহা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। যথা—শ্রীভাগবতে (৭।১।৩৪) উক্ত হইয়াছে—"দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং" ইত্যাদি, অর্থাৎ জীবের জন্মের হেতুভূত প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি-রহিত, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাদি-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠপুর-বাসিগণের কি প্রকারে প্রাকৃত দেহের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে ? এইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।

অপর দিকে—যেরূপ পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীতই জঠরস্থিত অগ্নি ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে, এবং যে প্রকারে জীর্ণ করে, সেই প্রকার কিন্তু পুরুষ কখনই জানে না, তদ্রূপ মোক্ষের নিমিত্ত কোনও যত্ন না করিলেও, (শ্রীভগবানের নামাদির) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই নিত্য অনুষ্ঠানকারী, তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদনে মত্ত ভক্তজনকে শ্রীভক্তিদেবী সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন, ভক্ত কিন্তু কি প্রকারে, কখন আমার মুক্তি হইল, ইহা অনুসন্ধানও করেন না। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩০ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) বলিবেন—"ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন"—ইত্যাদি, অর্থাৎ অখিল শুদ্ধ সত্ত্বের শ্রীবিগ্রহ-স্বরূপ আপনাতে বিবেকী পুরুষগণ সমাধিযোগে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া, মহতের সমাদরণীয় আপনার পাদপদ্মরূপ তরণীর সাহায্যে ভবসমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অনায়াসেই সংসারসমুদ্র পার হইয়া যান, (অর্থাৎ অনায়াসেই ভজনের অনুনিষ্পাদিনী ভক্তগণের মুক্তি—এই অর্থ)। এখানে পথচারী পথিকের যেমন গোষ্পদ-লঙ্ঘনের কোন অনুসন্ধানই থাকে না, অথচ অনায়াসে উহা পার হইয়া যায়, সেইরূপ অনুসন্ধান না করিলেও ভক্ত ভক্তি-প্রভাবেই মুক্তি লাভ করেন।

আরও, ভক্তজনের জ্ঞানিগণের ন্যায় ত্রিভূমিক (সাত্ত্বিক, বৈক্লবিক ও তামস) ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাব হইলেও, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" (কঠ ১২।২।২৩ এবং মুণ্ডক ৩।২।৩)—অর্থাৎ এই আত্মাকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি, অথবা বহু লোকের নিকট শ্রবণদ্বারাও ইহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন), তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন—এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে শ্রীভগবানের কারুণ্যবশতঃ ভক্তির দ্বারা তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভবরূপ জ্ঞান হইতেই ভক্তজনের মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি (পুরুষসূক্ত)"—অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া অমরত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, ইত্যাদি বাক্যে এবকারের দ্বারা মুক্তিতে তাঁহারই (শ্রীভগবানেরই) জ্ঞানের কারণত্বরূপে উক্ত হওয়ায়, সেই জ্ঞান উক্ত প্রকারকই (ভক্তি-প্রকারকই)। সর্ব্বথা তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান কিন্তু কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—(তৈত্তিরীয়ক ২।৪।১) ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি কখনও ভয় পান না। আরও "যস্যামতং তস্য মতং", (কেন ২।৩)—অর্থাৎ যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই জ্ঞাত, আর যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন না, ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুত্যধ্যায়ে (১০।৮৭।৪১) উক্ত হইয়াছে—"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া" ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার অন্ত নাই বলিয়া স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার অন্ত পান না, এমন কি আপনিও আপনার অন্ত পান না—ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, সর্ব্বথা শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। আর, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপা যে (সাযুজ্য) মুক্তি, উহা ভক্তগণের একান্ত পরিহরণীয়া—ইহা পরে বলা হইবে।

আরও, জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নাদি ভোজ-

নের ক্ষণ হইতেই জীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, তিন বা চারি যামের পরেই উহা সম্যক্রূপে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভজনদশাতে ভক্তের শোক, মোহাদিরূপ সংসার নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও, শ্রীভক্তিদেবী কিছুকাল বিলম্বেই সম্যক্রূপে উহা নাশ করেন, ইহার দ্বারা ভজনকালে ভক্তের শোক, মোহাদির অপগম (বিনাশ) না হইলেও, ভক্তজনের এই সংসার —এইরূপ প্রতীতি করা যায় না—ইহা জানিতে হইবে। অতএব এইরূপ শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্রবতী, ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুসারিণী, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান ও কর্ম্মাদি রহিতা, শ্রীভগবানে শ্রোত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। যাহা অল্পপ্রমাণা (সামান্য পরিমাণা) সাধনভক্তি, তাহা অস্বাভাবিকী। তাহাই পূর্ণপ্রমাণা সাধ্যভক্তি, স্বাভাবিকী ভাবভক্তি বলিয়া কথিত হয়। সেই ভাবভক্তি অল্পপ্রমাণা হইলেও জাতিগতভাবে আধিক্যবশতঃ স্বাভাবিকী হইলে রাগানুগা নাম্নী সাধনভক্তি হইয়া থাকে। সেই রাগানুগা সাধনভক্তি জাতিগত ও পরিমাণগত পূর্ণ হইলে রাগানুগীয়া ভাবভক্তি-রূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি পার্থক্য (শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জানিতে হইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥

মধ্ব—আনুশ্রাবিক-কর্ম্মাসৌ শ্রুত্যুক্তং যো ন লঙ্ঘয়েদিতি ভবিষ্যপর্ব্বণি। সদা সর্ব্বগুণাঢ্যত্বাৎ সত্ত্বো বিষ্ণুরুদীর্য্যতে ইতি কাপিলেয়ে।

অপূর্ণভক্তের্মুক্তৌ তু ন সুখং পূর্ত্তিমেষ্যতি।
অতস্তাদৃশমুক্তেশ্চ ভক্তিঃ পূর্ণা গরীয়সী ॥

ইতি চ ॥ ৩২-৩৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ৩৩ ॥

———

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—যে মৎপাদসেবাভিরতা (মৎপাদয়োঃ সেবায়াম্ অভিরতাঃ আসক্তাঃ) মদীহাঃ (মদর্থং এব ঈহা ক্রিয়া যেষাং তে) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরং) প্রসজ্য (মিলিত্বা) মে (মম) পৌরুষাণি (বীর্য্যাণি) সভাজয়ন্তে (শ্লাঘয়ন্তি তে) কেচিৎ ভাগবতাঃ মম একাত্মতাং (সাযুজ্য-মোক্ষং) ন স্পৃহয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—মাতঃ,) যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন, তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্যমুক্তির স্পৃহা করেন না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—লক্ষণমুক্ত্বা উদাহরণমাহ—সপ্তভিস্তত্র প্রথমং স্বাভাবিক্যা ভাবভক্তেরুদাহরণং চতুর্ভির্বদন্নেবানিমিত্তেত্যেতৎ সহেতুকং স্পষ্টয়তি—নেতি। একাত্মতাং ব্রহ্মৈক্যরূপায়ৈ মুক্ত্যৈ ন স্পৃহয়ন্তি ইতি সিদ্ধেঃ সকাশাদ্ গরীয়স্ত্বং। ননু কেন সুখেন পূর্ণাস্তে ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তি? তত্রাহ—মম পাদয়োঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্যা সেবা তস্যামেব ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিষু অভি শাস্ত্রাভিমুখ্যেন রতা অত্যাসক্তিমন্তঃ। অনেন ভক্তের্ভগবদ্বিষয়ত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপত্বং কর্ম্মজ্ঞানাদি-রাহিত্যং শাস্ত্রানুসারিত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তঃ। ময্যেব মৎসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদ্যাস্বাদন এব ঈহা বাঞ্ছা যেষাং তে ইত্যন্যাভিলাষশূন্যত্বম্। প্রসজ্যাসজ্য পৌরুষাণি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি-লীলামৃতানি সভাজয়ন্তে সস্তুতিকমাস্বাদয়ন্তি। তেন চরণসেবানন্দাভাবাৎ সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদ্যনুভবাভাবাৎ লীলামৃতাস্বাদনাভাবাচ্চ ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তীতি মুক্তাবস্পৃহায়াং হেতুত্রয়মুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির লক্ষণ বলিয়া উদাহরণ বলিতেছেন—সাতটি শ্লোকে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্বাভাবিকী ভাবভক্তির উদাহরণ চারিটি শ্লোকের দ্বারা নির্ণয়পূর্ব্বক 'অনিমিত্তা' অর্থাৎ নিষ্কামা ভক্তি সহেতুক পরিস্ফুট করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'একাত্মতাং'

—ব্রহ্মের সহিত একত্রভাব অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যরূপ (সাযুজ্য) মুক্তি স্পৃহা করেন না, ইহার দ্বারা মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। যদি বলেন —দেখুন, কি সুখলাভে তাঁহারা পূর্ণ, যাহাতে ব্রহ্ম-সুখকেও স্পৃহা করেন না? তাহাতে বলিতেছেন— 'মৎপাদ-সেবাভিরতা'—আমার চরণযুগলের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সেবা, তাহাতেই, কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞানাদিতে নহে, শাস্ত্রাভিমুখে তাহারা আসক্তিযুক্ত। ইহার দ্বারা ভক্তির ভগবদ্বিষয়ত্ব, সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরূপত্ব, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির রাহিত্য, শাস্ত্রের অনুসারিত্ব এবং স্বাভাবিকত্ব উক্ত হইল। 'মদীহাঃ'—আমাতেই অর্থাৎ আমার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদির আস্বাদনেই 'ঈহা' বলিতে বাঞ্ছা যাঁহাদের, তাঁহারা, ইহার দ্বারা অন্যাভিলাষ-শূন্যত্ব বলা হইল। 'প্রসজ্য'—আসক্তিপূর্ব্বক, 'পৌরুষাণি'—শ্রীগোবর্দ্ধন উদ্ধরণাদি লীলামৃতসকল 'সভাজয়ন্তে'—স্তুতিপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা, শ্রীচরণকমলের সেবারূপ আনন্দের অভাববশতঃ, সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য প্রভৃতি অনুভবের অভাবহেতু, এবং লীলামৃত আস্বাদনের অভাবের কারণেই ব্রহ্মসুখ ভক্তগণের কখনই রুচিপ্রদ হয় না, তাঁহাদের মুক্তিতে অস্পৃহার এই তিনটি হেতু উক্ত হইল ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—নেচ্ছন্তি সাযুজ্যমপি ফলত্বেন হরির্যদি।
দদাতি ভক্তিসন্তুষ্ট আজ্ঞাত্বেনৈব গৃহ্নতে।
তাদৃশানাং সুখাধিক্যং পুনর্মুক্তৌ ভবিষ্যতি ॥
ইতি ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
* * ভক্তিসম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্ম ঈশ্বরে সাযুজ্য—দুই ত' প্রকারে।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥
—শ্রীচৈঃ চ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ।

ঋদ্ধা সিদ্ধির্ব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥
—ললিতমাধবে ৫।২ সংখ্যা।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥
—শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ১১ সং ॥৩৪॥

ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ এবং ভাঃ ৯।৪।৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে অম্ব, (মাতঃ!) তে সন্তঃ রুচিরাণি (মনোহরাণি) প্রসন্নবক্ত্রারুলোচনানি (প্রসন্নানি বক্ত্রাণি অরুণানি লোচনানি চ যেষু তানি) বরপ্রদানি দিব্যানি (অপ্রাকৃতানি) মে (মম) রূপাণি পশ্যন্তি (ময়া) সাকং (সহ) স্পৃহণীয়াং বাচং বদন্তি (চ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ! আমার যে সমস্ত প্রকাশ-মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্টসেবাপ্রদ অলৌকিক মূর্ত্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত সেবাভিলাষ সূচক বাক্যালাপ করেন; ফলতঃ, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্যপরমেশ্বরানুভব-সুখ অধিক বর্ত্তমান ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ সাযুজ্যপর্য্যন্তেষু ফলেষু স্পৃহা-রহিতা অতস্তে মত্ত এতৎ প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। পশ্যন্তীত্যুপলক্ষণং—শৃণ্বন্তি জিঘ্রন্তি স্বাদয়ন্তীত্যাদ্যপি। রূপাণীত্যুপলক্ষণং — শব্দগন্ধরসস্পর্শাদীনাং চ। দিব্যান্যপ্রাকৃতানি বরপ্রদানি অভীষ্টসেবাপ্রদানি ; যদ্বা, হে ভক্তাঃ, বরং বৃণুতেত্যাদুক্তিমন্তি সাকং ময়া সার্দ্ধং বদন্তি। "ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ-কিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভোঃ" ইতি "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্"—ইত্যাদ্যুচ্চারয়ন্তি। স্পৃহণীয়ামিতি তদ্বচঃ শুশ্রূষয়ৈব ময়া বরং বৃণুতেত্যাদ্যুচ্যতে, ন ত্বন্যবরদিৎসা মমাপি তেভ্য ইতি ভাবঃ। "নিত্যং পরমেশ্বরানুভবসুখং ভক্তাবধিকম্" ইতি শ্রীস্বামি-চরণাঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমার ভক্তগণ সাযুজ্যপর্য্যন্ত ফলেও স্পৃহাহীন, অতএব আমার নিকট হইতে তাঁহারা ইহাই প্রাপ্ত হন, ইহা বলিতে-ছেন দুইটি শ্লোকে। 'পশ্যন্তি'—(রূপ) দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা উপলক্ষণ—(কথামৃত) শ্রবণ করেন, (শ্রীচরণের তুলসীর) আঘ্রাণ গ্রহণ করেন, (মাধুর্য্য রস) আস্বাদন করেন, ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে। 'রূপাণি'—রূপসকল, ইহা উপলক্ষণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রভৃতিরও অনুভব করেন। 'দিব্যানি'—দিব্য বলিতে অপ্রাকৃত, বরপ্রদ বলিতে ভক্তজনের অভীষ্ট সেবাপ্রদ। অথবা—'হে ভক্তগণ! আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর'—আমি এইরূপ বলিলে, আমার সহিত তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"ন কাময়েঽন্যং" (১০।৫১।৫৫) ইত্যাদি, (ভগবান্ বর দিতে চাহিলে মুচুকুন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন)—হে বিভো! অকি-ঞ্চন পরম ভাগবতগণের পরমপ্রার্থনীয় আপনার শ্রীচরণ-সেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে ভক্ত-ক্লেশ-হারিন্! কোন্ বিবেকী ব্যক্তি মোক্ষ-প্রদাতা আপনাকে আরাধনা করিয়া, যাহাতে আত্ম-বন্ধন ঘটে সেইরূপ বর প্রার্থনা করে? ইতি। সেইরূপ "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্ (১১।১৪।১৪) —অর্থাৎ পারমেষ্ঠিত্ব (ব্রহ্মত্ব), ইন্দ্রত্ব, সার্ব্ব-ভৌমত্ব, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্তগণ ইচ্ছা করেন না, অর্থাৎ আমিই তাঁহাদের প্রিয়— (ইহা উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ভক্তের পরি-চিতি)। 'স্পৃহণীয়াম্'—আকাঙ্ক্ষণীয় বাক্য, ইহা বলায়,—তোমার (ভক্তের) কথা শ্রবণের ইচ্ছাতেই আমি (ভগবান্) 'বর গ্রহণ কর'—এইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগকে অন্য কোন বর প্রদানের ইচ্ছা আমারও নাই—এই ভাব। "নিত্যই পরমেশ্বরের অনুভব-জনিত সুখ ভক্তজনে অধিক"—ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা ॥ ৩৫ ॥

— — —

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাস-হাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ দর্শনীয়াবয়বৈঃ (দর্শনীয়াঃ মনো-হরাঃ অবয়বা মম মুখনেত্রাদয়ঃ যেষু তৈঃ) উদার-বিলাস-হাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ (বিলাসঃ লীলা হাসঃ মন্দহাসঃ ঈক্ষিতং দর্শনং বামং মনোহরং সূক্তং মধুরভাষণং উদারৈঃ তৈঃ) হৃতাত্মনঃ (হৃতঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তান্) হৃতপ্রাণান্ চ (হৃতাঃ আকৃষ্টাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি চ যেষাং তান্) অনিচ্ছতঃ অপি মোক্ষার্থম্ ইচ্ছাহীনানপি মদ্ভক্তিঃ) অণ্বীং (সূক্ষ্মাং) গতিং (মুক্তিং) প্রযুঙ্‌ক্তে (প্রাপয়তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমার মনোহর অপ্রাকৃত মুখনেত্রাদি অবয়ববিশিষ্ট ঐসকল সচ্চিদানন্দমূর্তির ভক্তাভীষ্ট-প্রদাতা লীলাবিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর ভাষ-ণাদি তাঁহাদের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিলেও এবং তাঁহাদের আত্মানন্দলাভরূপ মুক্তি-স্পৃহা না থাকিলেও আমার প্রতি ভক্তিই তাঁহাদের সেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্দর্শনাদিমাধুর্য্যেণৈব সচমৎকারমনু-ভূয়মানেন ব্রহ্মসাযুজ্যস্যারোচকত্বমুৎপাদ্যত ইত্যাহ—তৈরিতি। দর্শনীয়া অতিমনোহরা যে অবয়বাঃ শ্রীকৃষ্ণরামাদ্যঙ্গানি তৈঃ। উদারা ভক্তাভীষ্টপ্রদা-তারো বিলাসাদয়ো যেষু তৈর্হৃতঃ মনঃ প্রাণত্বাদ-নিচ্ছতোঽপি ভক্তান্ ভক্তিঃ অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্‌ক্তে, ভো ভক্তাঃ ব্রহ্মৈকরূপাং মুক্তিং গৃহ্ণীতেতি প্রয়োগ-মাত্রং করোতি ন তু দাতুমবকাশং লভতে। ভগবতো

লীলাবিলাস - হাসাবলোক - মধুরভাষণৈস্তেষামাত্মানং চোরিতত্বেন সম্প্রদানাভাবাদিতি ভাবঃ। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি পরমবিজ্ঞা ভক্তিরনিচ্ছতঃ তান্ কথমেবং প্রযুঙ্ক্তে ? উচ্যতে — কশ্চিচ্চিন্তামণিস্পর্শহীরকপদ্মরাগাদি-মহারত্নানাং দাতা খল্বথিভ্যঃ কনকমপি দাতুং দর্শয়ত্যন্যথা কনকমস্য দাতুর্নাস্তীতি কনকমাত্রার্থিভির্মন্দধীভিরপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়েতেতিবদ্ভক্তিরপি মুক্তিমাত্রার্থিজ্ঞানিমানি-লোকবল্গন-নিরাসার্থং স্বীয়াংস্তানপি তথা প্রযুক্তে ন পুনর্মুক্তিমেব তেভ্যো দিৎসতীত্যবধেয়ম্ ; যদ্বা, ভক্তিরেব তান্ হৃতাত্মনো জনান্ অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্ক্তে অণ্বীং গতিং ন এষয়তি নাভিলাষয়তি অনিচ্ছায়াঃ প্রযোজিকা ভবতীত্যর্থঃ। যথা কুর্ব্বন্তং প্রযুঙ্ক্ত ইতি কারয়তীত্যনয়োর্ণিচ্প্রত্যয়বাক্যনিজন্তয়োস্তুল্য এবার্থঃ। তথাহি—'ন পাচয়ত্যয়ম্' ইতি বক্তব্যে স পচন্তং প্রযুঙ্ক্তে ইতি পচনপ্রয়োজকোহয়মিতি চ যথোচ্যতে তথৈব ভক্তির্ভক্তজনান্ অণ্বীং গতিং নৈষয়তি নাভিলাষয়তীতি বক্তব্যে অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্ক্ত ইত্যুক্তম্ ; যদ্বা, স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং "যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্" ইত্যাদি রীত্যা দৈন্যেন ভক্তিমাত্রেচ্ছুত্বাদনিচ্ছতোহপি অণ্বীং প্রকৃত্যতীতত্বেন দুর্জ্ঞেয়াং পার্ষদত্বাখ্যাং গতিং প্রযুঙ্ক্তে প্রাপয়তীতি সন্দর্ভঃ। অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতো জনান্ বিলাসাদিভির্হৃতমনঃপ্রাণান্ কুরুত ইতি শ্রীরূপগোস্বামিচরণাঃ। অনিচ্ছতঃ ইচ্ছাহীনানপি অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্ক্তে প্রাপয়তীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। এতদ্ব্যাখ্যানমপি নাত্যসঙ্গতম্। "যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈ"রিত্যত্র ভক্তানাং সর্ব্বসুখানুভবস্যাগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। ততশ্চ ভক্তিরিচ্ছাহীনানপি তান্ বলাদ্ব্রহ্মসুখমপ্যনুভাবয়িতুং মুক্তিং প্রাপয্য "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতা" ইতি রীত্যা ততো নিষ্ক্রময্য ভগবদ্ধাম্নি তাংস্তৎপার্ষদান্ বিধায় ভজনানন্দৈঃ সদা নিমজ্জয়তীতি তাৎপর্য্যমুত্তরশ্লোকার্থাবগাহনাজ্জ্ঞেয়মিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার দর্শনাদির মাধুর্য্য কর্ত্তৃকই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূয়মান ভক্তের দ্বারা ব্রহ্ম-সাযুজ্যেরও আরোচকতা উৎপাদিত হয়, (অর্থাৎ আমার দর্শনাদি-মাধুর্য্য পরমাশ্চর্য্যজনক আনন্দ অনুভব করাইয়া ভক্তের ব্রহ্ম-সাযুজ্যের প্রতিও অরুচি উৎপন্ন করাইয়া থাকেন)—ইহা বলিতেছেন—'তৈঃ' ইত্যাদি। 'দর্শনীয়াবয়বৈঃ'—দর্শনীয় বলিতে অতিশয় মনোহর, যে সকল অবয়ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামাদির অঙ্গসমূহ, তাহাদের দ্বারা। উদার বলিতে পরম আনন্দপ্রদ ভক্তের অভীষ্ট-প্রদাতা বিলাসাদি যেখানে, তাদৃশ অঙ্গসমূহের দ্বারা, মন ও প্রাণ হৃত হইয়াছে যাঁহাদের, সেইসকল মুক্তিতে অনিচ্ছুক ভক্তদিগকে, আমার ভক্তিই মুক্তি-বিধান করিয়া থাকেন। 'অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্ক্তে'—তাঁহাদের মুক্তির ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, ইহাতে—'হে ভক্তগণ ! ব্রহ্মৈকরূপ মুক্তি (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) গ্রহণ কর'—এইরূপ ভাষা প্রয়োগমাত্র করেন, কিন্তু প্রদানের অবকাশ পান না, কারণ শ্রীভগবানের লীলা, বিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর ভাষণের দ্বারা সেই সকল ভক্তবৃন্দের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় সম্প্রদানের অভাব, অর্থাৎ কাঁহাদিগকে সম্প্রদান করিবেন—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকারই যদি হয়, তাহা হইলে পরমবিজ্ঞা শ্রীভক্তিদেবী কিজন্য অনভিলাষী সেই ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করেন ? তাহার উত্তরে দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন চিন্তামণি, স্পর্শমণি, হীরক, পদ্মরাগাদি মহারত্নসমূহের কোন দাতা, প্রার্থিদিগকে স্বর্ণও প্রদানের জন্য দেখাইয়া থাকেন, অন্যথা 'এই দাতার স্বর্ণ নাই'—এই প্রকার স্বর্ণমাত্র-প্রার্থী মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অপযশ ঘোষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভক্তিদেবীও মুক্তিমাত্র-কামী জ্ঞানী ও মানিগণের 'লোকবল্গন' অর্থাৎ লোকে বহুভাষণ (লোকনিন্দা) নিরসনের নিমিত্ত, স্বীয় ভক্তবৃন্দকে সেইরূপ প্রযুক্ত হইলেও কিন্তু মুক্তিই তাঁহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করেন না—ইহা অনুধাবন করিতে হইবে।

অথবা—ভক্তিই সেই সকল হৃতচিত্ত জনগণকে মুক্তিরূপ গতিকে 'অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্ক্তে'—অনিচ্ছা করিতে প্রযুক্ত করেন, কিন্তু মুক্তির ইচ্ছা করান না, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অভিলাষ উৎপাদন করান না, অর্থাৎ (ভক্তি) অনিচ্ছার প্রয়োজিকা হন—এই অর্থ। যেমন—'কুর্ব্বন্তং প্রযুঙ্ক্তে' (অর্থাৎ যে কাজ করিতেছে, তাহাকে প্রেরণ করিতেছে)—এই স্থলে

ণিচ্ প্রত্যয়ে 'কারয়তি' (করাইতেছে) হয়, এখানে নিচ্ প্রত্যয়ের বাক্য এবং নিজন্ত পদ—এই উভয়েরই একই অর্থ। আরও, 'ন পাচয়তি অয়ং'—এই ব্যক্তি পাক করাইতেছে না, এইরূপ বক্তব্যে, 'স পচন্তং প্রযুঙ্‌ক্তে'—যে পাক করিতেছে, তাহাকে তিনি প্রেরণ করিতেছেন, অর্থাৎ পচন-কার্য্যের প্রযোজক এই ব্যক্তি, এইরূপ যেমন বলা হয়, তদ্রূপ এখানে ভক্তি-দেবী ভক্তজনকে অণ্বী গতি (মুক্তি) ইচ্ছা করাই-তেছেন না, অর্থাৎ অভিলাষ করাইতেছেন না—এইরূপ বক্তব্যে 'অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে'—অর্থাৎ মুক্তিকে অনিচ্ছা করাইতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিম্বা—'স্বকর্ম্ম-ফল-নির্দ্দিষ্টাং'—অর্থাৎ নিজ কর্ম্মফল অনু-সারে নির্দ্দিষ্ট যে যে যোনিতে আমি ভ্রমণ করি—এই রীতিতে দৈন্যবশতঃ ভক্তিমাত্রেই ভক্তগণের ইচ্ছা থাকায়, অনিচ্ছা করিলেও 'অণ্বীং'—অনু অর্থাৎ প্রকৃতির অতীতত্ব-হেতু (অর্থাৎ অপ্রাকৃতিক বলিয়া) দুর্জ্ঞেয়া পার্ষদত্ব নামক গতি 'প্রযুঙ্‌ক্তে'—প্রাপণ করান—ইহা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের ব্যাখ্যা। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন—মুক্তির অনভিলাষী জনগণকে বিলাসাদির দ্বারা মনঃ, প্রাণ হরণ করিতেছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিচরণ বলেন—'অনিচ্ছতঃ', ইচ্ছাহীন ভক্তদিগকেও মুক্তি প্রাপণ করিতেছেন। এই ব্যাখ্যাগুলিও অতিশয় অসঙ্গত নহে। কারণ—'যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্‌দ্বারৈঃ' (৩।৩২।৩৩), অর্থাৎ যেমন রূপ-রসাদি গুণসমূহের আশ্রয় ক্ষীরাদি দ্রব্য এক এক বিষয় হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ পথ-প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা (চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা মধুর, স্পর্শের দ্বারা শীতল ইত্যাদি) নানাপ্রকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ও উপাসনা-প্রণালী ও শাস্ত্র-পথ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন—এই স্থলে ভক্তগণের সর্ব্বসুখ অনু-ভবের কথা পরে ব্যাখ্যা করা হইবে।

অতএব শ্রীভক্তিদেবী ইচ্ছাহীন সেই সকল ভক্ত-দিগকেও বলপূর্ব্বক ব্রহ্মসুখও অনুভব করাইবার নিমিত্ত মুক্তি 'প্রাপয্য'—প্রাপণ করাইয়া, 'তে তু ব্রহ্ম-হ্রদং' (১০।২৮।২৬) ইত্যাদি—সেই ব্রজবাসিগণ ব্রহ্মহ্রদে নীত ও নিমজ্জিত হইয়া, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া, সেই ব্রহ্মরূপ হ্রদে মগ্ন হইলেন), আবার সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে উত্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন করিয়াছিলেন—এই রীতি অনুসারে তাহা হইতে (সেই ব্রহ্মলোক হইতে) ভক্তগণকে বাহির করিয়া শ্রীভগবানের ধামে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভগবানের পার্ষদত্ব স্বরূপ প্রদান করতঃ ভজনানন্দে সর্ব্বদা নিমজ্জিত করেন—এই প্রকার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের অর্থের অবগাহন হইতে অবগত হওয়া যায়—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং তে) মম (মায়াবিনঃ মায়াধিপতেঃ বা) মায়য়া চিতাং তাং (অতিশ্রেষ্ঠত্বেন স্বসিদ্ধাং) বিভূতিং (সত্যলোকাদি-গতাং ভোগসম্পত্তিম্, অনিমাদি) অষ্টাঙ্গম্ ঐশ্বর্য্যং অনুপ্রবৃত্তং (ভক্তিং অনু স্বতএব প্রাপ্তম্ অপি) ভাগ-বতীং বা (চ) শ্রিয়ং (বৈকুণ্ঠস্থাং সম্পত্তিম্ যদ্যপি) অস্পৃহয়ন্তি, (তথাপি) পরস্য (পরমেশ্বরস্য) মে (মম) লোকে (বৈকুণ্ঠে) ভদ্রাং (নিত্যানন্দময়ীং) শ্রিয়ম্ অশ্নুবতে তু (প্রাপ্নুবন্তি এব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যানিবৃত্তির পর সেই মুক্ত পুরুষ-গণ যদিও আমার মায়াবিরচিত ঊর্দ্ধ্বলোকগত ভোগ-সম্পত্তি, এমন কি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা মায়াধীশ আমার বৈকুণ্ঠস্থ যে সব ঐশ্বর্য্যাদি সেই সব কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তথাপি তাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠলোকে গমন পূর্ব্বক আমার ভাগবতী সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং ভক্ত্যবিনা-ভাবসিদ্ধত্বাত্তদ্বিনাভূতয়া অপি ভক্তেস্তত্তৎফলদায়িত্বেন "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদৌ শ্রুতত্বাৎ স্বর্গাদীন্যপি বস্তুতো ভক্তেরেব ফলানীতি শুদ্ধভক্তিমন্তো মল্লোক-বাসিন এব মদ্ভজনানন্তর্ভূতান্যেব সর্ব্বসুখান্যনুভবন্তী-ত্যাহ—অথো অবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরমেব মায়য়া চিতাং

বিভূতিং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডগতসুখানি। মায়িনস্তানিতি চ পাঠঃ। অণিমাদ্যষ্টযোগৈশ্বর্য্যসুখঞ্চানুপ্রবৃত্তং ভক্তিমনু স্বতএব প্রাপ্তং তথা ভাগবতীং শ্রিয়ং বৈকুণ্ঠস্থাং সার্ষ্টিসংজ্ঞাং সম্পত্তিং নু নিশ্চিতং চকারাদ্ব্রহ্মানন্দঞ্চ অস্পৃহয়ন্তি মদীয়হাসাবলোকাদিহৃতাত্মমনঃপ্রাণত্বাদ্-যদ্যপি তেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ। তথাপি পরমেশ্বরস্য মে মম লোকে বৈকুণ্ঠে অশ্নুবতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি স্ববাৎসল্যবিশেষো দর্শিতঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ভক্তি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না বলিয়া এবং সেই সকল কর্ম্মাদি ব্যতিরেকেই ভক্তির সেই সেই ফল-দায়িত্ব-হেতু, যেমন—"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা" (১১।২০।৩২), অর্থাৎ যাহা কর্ম্মের দ্বারা, যাহা তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, এবং যোগ, দান-ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি শ্রেয়ঃ-সাধনের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি যে ফল হইয়া থাকে, আমার ভক্ত সেইসকল অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে শ্রুত হওয়ায়, স্বর্গাদি প্রাপ্তিও বস্তুতঃ ভক্তিরই ফল—এইজন্য শুদ্ধ-ভক্তিমান্ আমার লোকে (ধামে) বাসকারী ভক্তগণই আমার ভজনের অতিরিক্ত সমস্ত সুখই অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অথো', অবিদ্যা নিবৃত্তির অনন্তরেই, 'মায়য়া আচিতাং'—আমার শক্তি মায়ার দ্বারা সৃষ্ট 'বিভূতিং'—সকল ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখ। এখানে 'মায়িনস্তান্'—এইরূপ পাঠান্তরে (মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ যে আমি, আমার সেইসকল ঐশ্বর্য্যসমূহ—এইরূপ অর্থ)। 'অষ্টাঙ্গং ঐশ্বর্য্যং অনুপ্রবৃত্তং'—অণিমাদি অষ্ট যোগৈশ্বর্য্যের সুখও ভক্তির পশ্চাৎ স্বতঃই (স্বাভাবিকভাবেই) প্রাপ্ত, সেইরূপ 'ভাগবতীং শ্রিয়ং'—বৈকুণ্ঠস্থিত সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) নামক সম্পত্তি। 'নু'—নিশ্চিতই। এখানে 'ভাগবতীং চ'—এইস্থলে চ-কার প্রয়োগহেতু ব্রহ্মানন্দও 'অস্পৃহয়ন্তি'—অর্থাৎ আমার হাস্য, অবলোকন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের মনঃ, প্রাণ অপহৃত হওয়ায়, যদিও সেই সকল বিভূতি প্রভৃতিতে তাঁহারা কোন স্পৃহা করেন না, এই অর্থ। তথাপি 'মে'—পরমেশ্বর আমার বৈকুণ্ঠলোকে, 'অশ্নুবতে'—প্রাপ্ত হইয়া থাকেনই, ইহার দ্বারা ভগবানের নিজ বাৎসল্য-বিশেষ দর্শিত হইল ॥ ৩৭ ॥

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে।
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শান্তরূপে, (মাতঃ) অথবা (শান্তঃশুদ্ধং সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে) মৎপরাঃ (মদ্ভক্তাঃ অতঃ ময়া বক্ষ্যমাণাঃ) কর্হিচিৎ (অপি) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগ্যহীনাঃ ন-ভবন্তি) অনিমিষঃ (কালঃ) মে হেতিঃ (মদীয়ং কালচক্রঞ্চ) নো লেঢ়ি (তান্ ন গ্রসতি) যেষাম্ অহং প্রিয়ঃ (নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ) আত্মা সুতঃ (পুত্রঃ ইব স্নেহবিষয়ঃ) সখা (সখা ইব বিশ্বাসাস্পদং) গুরুঃ (গুরুঃ ইব উপদেষ্টা) সুহৃদঃ (সুহৃৎ ইব হিতকারী) ইষ্টং দৈবম্ (ইব পূজ্যঃ)। (এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ—হে শান্তরূপে মাতঃ! স্বর্গাদি লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎ-পরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই—আমার অনিমিষ কাল-চক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব সমপূজ্য; অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবদ্ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাত্তত্রাহ—শান্তমবিকৃতরূপং যস্য তস্মিন্ মল্লোকে মৎপরাস্তদ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতির্মদীয়ং কালচক্রং নো লেঢ়ি তান্ন গ্রসতি, "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেঃ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি গীতোপনিষদ্ভ্যঃ।

সহস্রনামভাষ্যেঽপি পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতমিতি পরায়ণপদং ব্যাখ্যাতম্। "যেষামহং প্রিয়ঃ" ইতি প্রেয়সীভাববতাম্ ; আত্মেতি শান্তভক্তানাম্। সুত ইতি বাৎসল্যভাববতাম্। সখেতি সখ্যবতাম্। গুরুরিতি দাস্যবিশেষবতাম্। সুহৃদ ইতি বহুত্বমার্ষং সখ্যভেদবতাম্। ইষ্টং দৈবমিতি দাস্যভাববতাম্। তথা চোক্তং নারায়ণব্যূহস্তবে— "পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ" ইতি, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেরপি। যং প্রিয়ত্বেন বা পিতৃত্বেন ভ্রাতৃত্বেন বা সখিত্বেন বা পুত্রভৃত্যাদিত্বেন বা বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যর্থো বেদিতব্য ইতি রাগানুগায়াঃ স্বাভাবিক্যা ভক্তেরুদাহরণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, এবং অন্যান্য স্বর্গাদি লোক হইতে বৈকুণ্ঠের কোন পার্থক্যই না থাকে, তাহা হইলে স্বর্গাদি লোকের ন্যায় ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুসমূহের কখনও বিনাশ হইবে, তাহাতে বলিতেছেন—'ন', না, 'শান্তরূপে'—(শান্ত বলিতে শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ) অবিকৃতরূপ যাহার, সেই মদীয় ধামে, 'মৎপরাঃ'—আমাতেই একনিষ্ঠ সেই বৈকুণ্ঠবাসী লোকসকল (পার্ষদগণ) কদাচিৎও (কোন কালেও, এমন কি মহাপ্রলয়েও) 'ন নঙ্ক্ষ্যন্তি'—(বিনাশ প্রাপ্ত হন না এবং) কখনও ভোগ্যবস্তু-হীন হন না। 'অনিমিষঃ'—অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ, অপ্রমত্ত, 'মে হেতিঃ'—আমার কালচক্র, 'নো লেঢ়ি'—তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না, (অর্থাৎ ভগবদ্ধাম চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া সেখানের অধিবাসী বা ভোগ্যবস্তুসমূহ কিছুই বিনষ্ট হয় না)। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"ন স পুনরাবর্ত্ততে"—ব্রহ্মলোক হইতে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। শ্রীগীতোপনিষদেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ" (৮।১৬) ইত্যাদি, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ব্রহ্মার সত্যলোকের সহিত সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনবার্ত্তন হইয়া থাকে, কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। সহস্রনামভাষ্যেও 'পরায়ণ'—পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'পরম্' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, 'অয়নং' বলিতে স্থান, অর্থাৎ পুনরায় আবৃত্তির (প্রত্যাবর্ত্তনের) শঙ্কারহিত।

'যেষাম্ অহং প্রিয়ঃ'—ইত্যাদি (যাঁহাদের আমি আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহাস্পদ, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃৎসম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইষ্টদেবতুল্য পূজ্য, অর্থাৎ যাঁহারা এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না)। এখানে আমি যাঁহাদের প্রিয়—ইহা বলায় প্রেয়সীভাবযুক্ত ভক্তগণের, 'আত্মা'—ইহাতে শান্তভক্তগণের। 'সুতঃ'—ইহা বাৎসল্যভাবযুক্ত ভক্তগণের। 'সখা'—ইহা সখ্যভাব বিশিষ্ট ভক্তদের। 'গুরুঃ'—ইহা দাস্য-বিশেষ-বিশিষ্ট ভক্তগণের। 'সুহৃদঃ'—এই বহুবচনের প্রয়োগ আর্ষ, সখ্য-ভেদযুক্ত সখাগণের। 'ইষ্টং দৈবং'—দাস্য ভাবযুক্ত ভক্তগণের। সেইরূপ নারায়ণ-ব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—"পতি-পুত্র" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য ও মিত্রের ন্যায় শ্রীহরিকে নিরন্তর একনিষ্ঠভাবে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যমেবৈষ বৃণুতে", অর্থাৎ এই ভগবান্ যাঁহাকে প্রিয়ত্বরূপে অথবা পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, কিম্বা সখিত্ব, অথবা পুত্র-ভৃত্যাদিত্ব-রূপে নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহা রাগানুগার স্বাভাবিকী ভক্তির উদাহরণ জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—আদারনাদি-কর্তৃত্বাদাত্মা ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—গীতা ৮।১৬-২২ ও ৯।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভযায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥৩৯॥
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—ইমং লোকং তথৈব অমুং (পরলোকং) চ, উভযায়িনং (লোকদ্বয়গামিনম্) আত্মানং (সোপাধিকং দেহম্) আত্মানম্ অনু যে ইহ (পুত্র-

কলত্রাদয়ঃ), যে চ রায়ঃ (ধনানি) পশবঃ, গৃহাঃ, অন্যান্ চ সর্ব্বান্ (পরিগ্রহান্) বিসৃজ্য (তদভিমানং পরিত্যজ্য) বিশ্বতোমুখং (পুত্রাদিরূপেণ প্রকাশমানং সর্ব্বত্র ব্যাপকং বা) মাম্ এবং (পুত্রাদিভাবেন) অনন্যয়া (ফলানুসন্ধানরহিতয়া) ভক্ত্যা যে ভজন্তি, তান্, মৃত্যোঃ (জন্মমরণাদিসংসারাৎ) অতিপারয়ে (অতিতারয়ামি) ।। ৩৯-৪০ ।।

অনুবাদ—মাতঃ, যাঁহারা ইহলোক, পরলোক, তদুভয়-লোকগামী সোপাধিক দেহ এবং ঐ দেহাবলম্বী পুত্র-কলত্রাদি, ধনৈশ্বর্য্য, পশু, গৃহ এবং অন্যান্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জন করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে বিবিধ রসের বিষয়স্বরূপ আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকি ।। ৩৯-৪০ ।।

বিশ্বনাথ—অস্বাভাবিক্যাঃ সাধনভক্তেরুদাহরণমাহ দ্বাভ্যাম্ । ইমং দৃষ্টভোগাসক্তিং অমুং অদৃষ্টভোগাসক্তিং উভযায়িনং তদুভয়গামিনম্ আত্মানমিত্যহন্তাস্পদে ভোক্তরি চাসক্তিং বিসৃজ্যেতি যথৈব ভোগাদ্যাসক্তির্ভোগাদি-প্রশংসা গম্যা, তথৈব তত্তদাসক্তিত্যাগস্তত্তন্নিন্দাগম্য ইতি । যথোক্তং "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" ইতি। তথাত্মানমনু লক্ষ্যীকৃত্য যে পুত্রকলত্রাদয়ঃ, যে চ ব্যবহারিকা রৈপ্রভৃতয়ঃ । রায়ো ধনানি, বিশ্বতো মুখং তে যস্যাং দিশি যান্তি তত্রৈবাহং তেষামভিমুখ এব বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। অনন্যয়া দেবতান্তরভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্যয়া। মৃত্যোঃ সংসারসিন্ধোঃ অতিপারয়ে ভক্তিমাত্রাভিলাষিত্বেন সংসারপারমনিচ্ছতোহপি তানতিক্রম্য পারয়ে পারং প্রাপয়ামীতি তানেবমজ্ঞাপয়িত্বেবেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"জরয়ত্যাশু যা কোশম্" ইত্যাদি ।।৩৯-৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্বাভাবিকী সাধনভক্তির উদাহরণ বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকে। 'ইমং'—দৃষ্ট ইহ জগতের ভোগের আসক্তি, 'অমুং'—অদৃষ্ট পরলোকের ভোগের আসক্তি, 'উভযায়িনং আত্মানং'—ইহলোক ও পরলোকগামী সোপাধিক আত্মা অর্থাৎ অহন্তার আস্পদ দেহাভিমানী যে ভোক্তা, তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক। এখানে যেমন ভোগাদির আসক্তিতে ভোগাদির প্রশংসা বুঝা যায়, সেই সেই আসক্তির ত্যাগও সেই সেই নিন্দাই বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।২৮) উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"জুষমাণশ্চ তান্ কামান্"—ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষয়ের সেবা করিলেও উত্তরকালে দুঃখদ বলিয়া উহার নিন্দা করতঃ, সেই সকল বিষয়ে প্রীতি না করিয়া, শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবে।" তদ্রূপ 'আত্মানং অনু'—সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ ঐ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে সকল পুত্র, কলত্রাদি এবং যে সকল ব্যবহারিক ধনাদি—সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করতঃ, 'বিশ্বতোমুখং মাং'—সর্ব্বব্যাপী আমাকে, অর্থাৎ তাহারা যেদিকে যাইতেছেন, সেখানেই তাহাদের অভিমুখেই আমি অবস্থিত—এইরূপ স্থির করতঃ, 'অনন্যয়া ভক্ত্যা'—দেবতান্তরের ভক্তি ও জ্ঞান, কর্ম্মাদি শূন্যা ভক্তির দ্বারা (অর্থাৎ একান্তমনে নিষ্কাম ভক্তির দ্বারা) যাঁহারা কেবল আমার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকেই 'মৃত্যোঃ'—অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ এই সংসারসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি। কেবল ভক্তির অভিলাষহেতু সংসারের পার হইবার ইচ্ছা না করিলেও, তাহাদিগকে সংসার অতিক্রম করিয়া 'পারয়ে'—পার করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে এইরূপ না জানাইয়াই—এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—"জরয়ত্যাশু যা কোশম্" (৩৩ অঙ্ক ধৃত শ্লোক), অর্থাৎ জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি ভক্তের লিঙ্গদেহও বিনাশ করেন—ইত্যাদি ।। ৩৯-৪০ ।।

তথ্য—বিশ্বতোমুখ ভক্তগণের ভাবানুসারে অন্তরে আবির্ভূত পরমেশ্বরস্বরূপ (শ্রীজীব) ; অনন্যভক্তি—ভাবান্তরা-মিশ্রিতা ভক্তি (শ্রীজীব) ; দেবান্তর-ভজন-শূন্য কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তি (চক্রবর্ত্তী) ।। ৪০ ।।

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাম্ আত্মনঃ (অন্তর্য্যামিনঃ) প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ (প্রধানপুরুষয়োঃ অপি ঈশ্বরাৎ) ভগবতঃ মৎ (মত্তঃ) অন্যত্র (মদ্ভজনং বিনা)

তীব্রং (দুঃসহং) ভয়ং (সংসারভয়ং) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—জননি, আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা; আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্ভক্তিং বিনা তু নৈব নিস্তার ইত্যাহ—মত্তোহন্যত্র মাং বিনেতি মদ্ভক্তিং বিনেত্যর্থঃ। ভক্তিবিষয়ীভূতস্য স্বস্যানন্তস্বরূপত্বেঽপি বিশেষণত্রয়েণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মুখ্যানি সেব্যস্বরূপাণি কানিচিৎ সূচয়তি। ভগবান্ প্রথমতঃ পূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। ততঃ শ্রীরামঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ পরব্যোমনাথঃ। তত আত্মা প্রকৃত্যন্তর্য্যামী সমষ্ট্যন্তর্য্যামী চেতি পুরুষত্রয়ম্। পুরুষাবতারা মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽপি জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু আমার ভক্তি ব্যতীত কখনই নিস্তার নাই, ইহা বলিতেছেন—'নান্যত্র' ইত্যাদি। 'মদ্‌ভগবতঃ'—'মত্তঃ', আমা হইতে অন্যত্র, আমাকে ভিন্ন, অর্থাৎ আমাতে ভক্তি ব্যতীত, এই অর্থ। ভক্তির বিষয়ীভূত নিজের (ভগবানের) অনন্ত স্বরূপ থাকিলেও এখানে তিনটি (ভগবান্, প্রধানপুরুষ ও আত্মা) বিশেষণের দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখ্য কোন কোন সেব্যস্বরূপের সূচনা করিতেছেন। ভগবান্—প্রথমতঃ স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই। তারপর রামঃ (বলরাম), যিনি প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর পরব্যোমাধিপতি। তারপর আত্মা—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী এবং সমষ্টির অন্তর্য্যামী পুরুষত্রয়। এইরূপ মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরুষাবতারগণও বুঝিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং বাতঃ মদ্‌ভয়াৎ বাতি (চলতি), মদ্‌ভয়াৎ সূর্য্যঃ তপতি, মদ্‌ভয়াৎ (এব) ইন্দ্রঃ (সহস্রাক্ষঃ) বর্ষতি অগ্নিঃ দহতি মৃত্যুঃ চরতি ॥৪৩॥

অনুবাদ—ভীম প্রভঞ্জন আমার ভয়েই প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য আমার ভয়েই উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র আমার ভয়ে বারি বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি আমার ভয়েই দহন করিতেছে এবং মৃত্যু আমার ভয়েই বিচরণ করিতেছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বনন্যয়া ভক্ত্যেতি ত্বয়োক্তং অতঃ অন্যে খল্বসেবিতা দেবাঃ কুপ্যন্তস্ত্বদ্ভক্তং কদাচিদ্দুঃখয়ন্তি ন বেতি তত্র সাটোপমাহ—মদিতি। শ্রুতিশ্চ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। তেন যদি কমপি তে মদ্ভক্তং কদাচিদপি দুন্বন্তি, তদা তাংস্তত্তদধিকারাদপ্যধঃ পাতয়িতুং নৈবাহং বিলম্বে ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন, 'অনন্যয়া ভক্ত্যা'—আপনাতে অনন্যা ভক্তির দ্বারা, এইরূপ আপনি বলিলেন, তাহাতে অন্যান্য অসেবিত (যাঁহাদের সেবা করা হয় নাই) দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ভক্তকে দুঃখ দেন বা না?—ইহার উত্তরে সগর্ব্বে বলিতেছেন—'মদ্ ভয়াৎ', ইত্যাদি। শ্রুতিতেও (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৮।১) উক্ত হইয়াছে—"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে", 'অস্মাৎ ভীষা'—অর্থাৎ ইঁহার (এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে অগ্নি এবং ইন্দ্র, এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, (অর্থাৎ রাজভৃত্যের ন্যায়, মহাপূজনীয় ও ঈশ্বরশক্তি-সম্পন্ন বায়ু প্রভৃতি দেবগণও যে ভগবানের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছেন)। ইহার দ্বারা, যদি তাঁহারা আমার কোন ভক্তকে কখনও পীড়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে, আমি কখনই এতটুকুও বিলম্ব করিব না—এই ভাব ॥৪২॥

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব) যোগিনঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন (জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং যুক্তেন) ভক্তিযোগেন ক্ষেমায় (নিঃশ্রেয়সলাভায়) অকুতোভয়ং (অভয়প্রদং) মে (মম) পাদমূলং প্রবিশন্তি (ভজনীয়তয়া আশ্রয়ন্তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—(মাতঃ, ভক্তি ব্যতীত কোনরূপেই

মোক্ষলাভ হয় না—প্রমাণস্বরূপে দেখুন), যোগিগণও জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম লাভ করিবার জন্য আমারই অভয় পাদ-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—শুদ্ধাং ভক্তিমুক্ত্বা জ্ঞানাদিমিশ্রাং ভক্তি-মাহ—জ্ঞানেতি ।। ৪৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জ্ঞানাদি মিশ্র ভক্তির কথা বলিতেছেন—'জ্ঞানেতি' ।। ৪৩ ।।

তথ্য—কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান ।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ।।
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ।।
কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা ।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ।।
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ।

ভাঃ ১।৫।১২, ২।৪।১৭ ও ১০।৪।৪ দ্রষ্টব্য ।। ৪৩ ।।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো মষ্যর্পিতং স্থিরম্ ।। ৪৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তীব্রেণ (দুঃসহেন) ভক্তিযোগেন মনঃ (চিত্তং) ময়ি অর্পিতং (সৎ তত্রৈব) স্থিরং (নিশ্চলং ভবতি ইতি) এতাবান্ এব অস্মিন্ লোকে পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ (নিঃশ্রেয়সঃ চরমকল্যাণস্য উদয়ঃ উৎকর্ষঃ) ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ—উপসংহারে ফলকথা এই যে, যদি দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া স্থির হয়, তবে তাহাই ইহসংসারে পুরুষের পরম-মঙ্গলোদয় বলিয়া জানিতে হইবে ।। ৪৪ ।।

বিশ্বনাথ—তদপি মম শুদ্ধৈব ভক্তিঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠেত্যাহ—এতাবানিতি । ইতোঽধিকো নিঃশ্রেয়-সোদয়ো নৈব কোঽপ্যস্তি কিন্ত্বিতো ন্যূন এব সর্ব্ব ইতি ভাবঃ । তীব্রেণ দৃঢ়েন জ্ঞানকর্ম্মাদিভিরভঙ্গুরেণ শুদ্ধেনেত্যর্থঃ । নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্যোদয়ঃ ।। ৪৪ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
তৃতীয়ে পঞ্চবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও আমার শুদ্ধা ভক্তিই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা, ইহা বলিতেছেন—'এতা-বান্ এব' ইত্যাদি শ্লোকে । ইহা হইতে অধিক নিঃশ্রেয়সের বলিতে পরম মঙ্গলের উদয় অর্থাৎ উৎকর্ষ, আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা (এই শুদ্ধা ভক্তি) অপেক্ষা অন্যান্য সকলই ন্যূন—এই ভাব । 'তীব্রেণ'—তীব্র বলিতে দৃঢ় অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্মাদির দ্বারা অভঙ্গুর (যাহা বিনষ্ট হয় না) শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা—এই অর্থ । নিঃশ্রেয়ঃ বলিতে পরম পুরুষার্থ, তাহার উদয় অর্থাৎ উৎকর্ষ ।। ৪৪ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২৫ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩।২৫ ।।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মহৎ-তত্ত্বাদির উৎপত্তি বর্ণনপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ বর্ণন করিতেছেন।

স্বপ্রকাশ পরমাত্ম-পুরুষ প্রাকৃতগুণরহিত। তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে ও ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। উক্ত পুরুষের বহিরঙ্গা-প্রকৃতির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'-ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি। জীবের প্রকৃতির গুণের সহিত অধ্যাস হওয়ায় জীব নিজকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে; বস্তুতঃ, জীব কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে, ঐরূপ ঔপাধিক অভিমান হইতেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ও কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়। কপিলদেব প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে গিয়া দেবহূতিকে প্রধানের স্বরূপ ও প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্রে গণনা-হেতু একতত্ত্ব বা পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে গণনা করিয়া সাকল্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং তৎপরে ক্রমশঃ ঐ সকল তত্ত্বের উৎপত্তি-প্রকার ও তাহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন।

বিশ্বনাথ—

ষড়্বিংশে মহদাদীনামুৎপত্তিলক্ষণং তথা।
তৈর্বিরাট্ তস্য চৈতন্যমুক্তমাত্মপ্রবেশতঃ ॥

মাত্রা পৃষ্টেষু ভক্তিজ্ঞানযোগেষু ভক্তিমুক্ত্বা মাতরং তয়ৈব কৃতার্থীকৃত্যাপি কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিভিঃ স্বর্গ-মোক্ষাদিফলানাং ভক্ত্যা বিনা দাতুমশক্যত্বাত্তেম্বপি ভক্তিমহাদেব্যা অধিকারাৎ সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যবত্যাস্তস্যা উপাসকজনৈরপি কৌতুকবশাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদয়োঽপি জিজ্ঞাসনীয়া এবেতি সাম্প্রতং জ্ঞানং বক্তুমাহ—অথেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়্বিংশ অধ্যায়ে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি, তাহা হইতে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি এবং আত্মার প্রবেশহেতু তাঁহার চৈতন্য—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

স্বীয় জননী দেবহূতি কর্ত্তৃক ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ কপিলদেব ভক্তির কথা বলিয়া, তাঁহাকে তাহার দ্বারাই কৃতার্থ করিয়াও, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে স্বর্গ-মোক্ষাদি ফল প্রদানের অসামর্থ্যহেতু, তন্মধ্যেও স্বয়ং সম্রাজ্ঞী ভক্তিমহাদেবীর সর্ব্বত্র অধিকার-বশতঃ, সেই ভক্তির উপাসকগণেরও কৌতুকবশে কখনও কর্ম্ম, জ্ঞানাদি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত সম্প্রতি জ্ঞানের কথা বলিবার জন্য 'অথ' ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—অথ (ইদানীং) তে তত্ত্বানাং (প্রকৃতিপুরুষাদীনাং) পৃথক্ লক্ষণং (স্বরূপোৎপত্ত্যাদিকং) সংপ্রবক্ষ্যামি যৎ (তত্ত্বলক্ষণং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) (মুমুক্ষুঃ) পুরুষঃ প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ বিমুচ্যেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—মাতঃ, অতঃপর আমি আপনাকে তত্ত্বসমূহের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিব; ইহা বিদিত হইলে জীব প্রকৃতিসম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১ ॥

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্
যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মদর্শনম্ (আত্মদর্শনরূপং) জ্ঞানম্ (অতএব) হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ (অহঙ্কারনিবর্ত্তকং) পুরুষস্য নিঃশ্রেয়সার্থায় (নিঃশ্রেয়সস্য মঙ্গলস্য অর্থায় প্রয়োজনায়) যৎ আহুঃ তৎ তে (তুভ্যং) বর্ণয়ে (বর্ণয়ামি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আত্মদর্শনরূপ যে জ্ঞান পুরুষের অহঙ্কার-নিবর্ত্তক— যাহাকে পণ্ডিতগণ নিঃশ্রেয়সার্থ অর্থাৎ

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্তভূত কহিয়া থাকেন, আপনার নিকট তাহাও বর্ণন করিব ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তত্ত্বলক্ষণজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতীত্যত আহ — জ্ঞানমিতি। তত্ত্বলক্ষণ-জ্ঞানাদেব বিবিক্তাত্মজ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—তত্ত্বসমূহের জ্ঞানের দ্বারা কি হইবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'জ্ঞানং', ইত্যাদি। তত্ত্ব-লক্ষণ জ্ঞান হইতেই নির্ম্মল আত্মজ্ঞান (আত্মা পরমপুরুষ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান) হইবে, এই ভাব ॥ ২ ॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—আত্মা (এব) পুরুষঃ (সঃ চ) অনাদি নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ (অন্যঃ অসঙ্গঃ) প্রত্যগ্‌ধামা (অন্তঃস্ফূর্ত্তিঃ জ্ঞানরূপঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ) যেন সমন্বিতং (ব্যাপ্তং সৎ) বিশ্বং (প্রকাশতে ; বিশ্বপ্রকাশকঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু ; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পুরুষং লক্ষয়তি—অনাদির্নিত্যঃ আত্মা পরমাত্মৈব পুরুষঃ নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণরহিতঃ ; যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। প্রত্যক্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যং ধাম কারণার্ণবো যস্য সঃ। অতএব স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বে হেতুঃ বিশ্বং যেন সমন্বিতং সৎ প্রকাশত ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন—'অনাদিঃ', অনাদি বলিতে (সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বকারণভূত, এই হেতু) নিত্য, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই পুরুষ। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, যেহেতু 'প্রকৃতেঃ পরঃ'—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। 'প্রত্যক্ ধামা'—প্রত্যক্ বলিতে সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য কারণসমুদ্র যাঁহার ধাম (স্থান), তিনি। অতএব 'স্বয়ংজ্যোতিঃ'—স্বপ্রকাশ, তাঁহার স্বপ্রকাশকত্বের হেতু—যাহা কর্ত্তৃক সমন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হইয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

মধ্ব—স পরমো ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইতি প্রসিদ্ধং হি। দেহাদ্যুপাধিভিরাত্তধর্ম্মো জীবোঽপি স্বপ্নবদ ভ্রান্ত্যা জায়তে ম্রিয়তে চ। ভ্রান্তিত্বাদ্দেহাত্মত্বস্য কিমু। সর্ব্বজ্ঞস্বতন্ত্রত্বাদি-বৈলক্ষণ্যযুক্ত ঈশ্বরঃ।

পরস্য জন্মমৃত্যাদ্যাঃ স্যুঃ স্বতন্ত্রস্য কিং পুনঃ।
জীবস্যাপি যতো ভ্রান্ত্যা জন্মমৃত্যাদি-সংগতিঃ ॥

ইতি মহাকৌর্ম্মে ॥ ৩ ॥

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) বিভুঃ (স্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ) সূক্ষ্মাং (অব্যক্তাং) গুণময়ীং দৈবীং (দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং) যদৃচ্ছয়া এব উপগতাং (প্রাপ্তাং) প্রকৃতিং লীলয়া (হেতুভূতয়া লীলার্থম্) অভ্যপদ্যত (স্বীকৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বহিরঙ্গারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে তাহাতে ঈক্ষণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এষ পরমাত্মা যদৃচ্ছয়ৈব স্বৈরিতয়ৈব স্বশক্তিত্বাদুপগতাং কর্ম্মবন্ধজগৎসিসৃক্ষাসময় এব লীলয়া অভ্যপদ্যত জীবশক্তিরূপং বীর্য্যং তস্যামাদধান ঐক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স এষঃ'—সেই এই পরমাত্মা (কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার), 'যদৃচ্ছয়া এব' —ভগবানের নিজের (বহিরঙ্গা) শক্তি বলিয়া স্বেচ্ছায় 'উপাগতাং'—কর্ম্মবন্ধ জগতের সৃষ্টির ইচ্ছার সময়েই লীলার্থ সমীপবর্ত্তিনী প্রকৃতিকে, 'অভ্যপদ্যত'—স্বীকার করিলেন, অর্থাৎ তাঁহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য্য আধান করিলেন, অর্থাৎ ঈক্ষণ করিলেন, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

মধ্ব—উপাগতাং সমীপস্থাম্ ॥ ৪ ॥

তথ্য—আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধ। আবরণ-শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবোপাধি স্থূল

ও সূক্ষ্ম দেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃকই উক্ত ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান, বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধচিৎকণ। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি মায়ার। পরমেশ্বরী জড়মায়া সূক্ষ্ম ও স্থূল ঔপাধিক দেহদ্বারা আবৃতস্বরূপ জীবাত্মাকে ধর্ম্মার্থকামাদি প্রদান করিয়া নিত্যকৃষ্ণ সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। পুরুষও—জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। যে অণুচিৎ বস্তুর সংসারচক্রভ্রমণের অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে, সেই 'জীব,' আর যিনি প্রকৃতিকে বশে আনয়ন করিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই মায়াধীশ ঈশ্বর (শ্রীধর) ॥ ৪ ॥

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) সরূপাঃ (সমানরূপাঃ অতএব) বিচিত্রাঃ (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপাঃ) প্রজাঃ সৃজতীং প্রকৃতিং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সঃ (জীবঃ) ইহ (প্রকৃতৌ) জ্ঞানগূহয়া (জ্ঞানং গূহতে আবৃণোতি ইতি জ্ঞানগূহা তয়া অবিদ্যয়া) সদ্যঃ মুমুহে (আত্মানং বিস্মৃতবান্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ প্রকৃতিকে স্বীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা তদনুরূপ বিচিত্র (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপ) প্রজা সৃষ্টি করিতে দর্শন করিয়া জীবাখ্য পুরুষ তাঁহার জ্ঞানের আবরণস্বরূপা অজ্ঞানরূপা অবিদ্যাদ্বারা শীঘ্রই বিমুগ্ধ হন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র জীবস্য মোহমাহ — প্রকৃতিং বিলোক্য স জীবাত্মা ইহ প্রকৃতৌ স্থিতঃ সদ্যঃ প্রকৃতিসংসর্গসময় এব জ্ঞানগূহয়া প্রকৃতেরেবাবিদ্যাখ্যবৃত্ত্যা যুক্তো মুমুহে স্বরূপং বিসস্মার, সদৈবানাদ্যবিদ্যয়া যুক্তোঽপি জীবঃ সুষুপ্তৌ যথা স্বরূপং কিঞ্চিদুপলভতে, তথৈব সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়েঽপি স্বরূপমুপলভমান এবাসীৎ ; সৃষ্টারম্ভে তু তদ্বিসস্মারেত্যর্থঃ। কীদৃশীম্ ? গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্বিচিত্রাঃ প্রজাঃ সৃজন্তীম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— তাহাতে জীবের মোহ বলিতেছেন—'প্রকৃতিং বিলোক্য'—প্রকৃতিকে দেখিয়া, 'সঃ'—সেই জীবাত্মা, যিনি এই প্রকৃতিতেই (লীন) ছিলেন, সদ্যঃ অর্থাৎ প্রকৃতির সংসর্গ-সময়েই, 'জ্ঞানগূহয়া'—জ্ঞানের আবরণকারিণী প্রকৃতিরই অবিদ্যা নামক বৃত্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া 'মুমুহে'—মুগ্ধ হইলেন, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইলেন। সদাই অনাদি অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত হইলেও জীব, সুষুপ্তিদশাতে যেমন স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়, সেইরূপই সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়েও স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধিই ছিল, কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভে তাহা বিস্মৃত হইলেন—এই অর্থ। কীদৃশী প্রকৃতি ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণৈঃ'—সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা 'বিচিত্রাঃ প্রজাঃ সৃজন্তীং'—সত্ত্বাদি গুণাত্মিকা দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টিকারিণী (প্রকৃতিকে দেখিয়া জীবাত্মা মুগ্ধ হইল)। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫) উক্ত আছে—"অজামেকাং" ইত্যাদি—রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণবিশিষ্টা (অথবা অগ্নি, জল ও অন্নরূপা) এক অজা বলিতে প্রকৃতি, নিজের অনুরূপ বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই অজাকে (প্রকৃতিকে), এক অজ অর্থাৎ বদ্ধজীব ভোগ করে। অপর কোনও অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব, (যাহার আচার্য্যের উপদেশে জ্ঞান প্রকাশহেতু অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে) প্রকৃতি-দত্ত ভোগ শেষ হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে ॥ ৫ ॥

মধ্ব—মুমুহে মোহয়ামাস। তদেতন্মে বিজানীহি—কৃত্বা বিবাহমিত্যাদিবৎ ॥ ৫ ॥

তথ্য—শ্বেতাশ্বেতর শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণময়ী, সমানাকার বহু প্রজার জনয়িত্রী এক প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) ভজনা করে, অন্য অজ পুরুষ (ঈশ্বর) ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন (শ্রীধর) ॥ ৫ ॥

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,
—গীতা ৫।১৫

জীব স্বভাবতঃ জ্ঞানস্বরূপ ; অবিদ্যা শক্তিকর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা ; ফলে সে দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করতঃ আপনাকে

কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে—(ভক্তিবিনোদ) ॥ ৫ ॥

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ ।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং পরাভিধ্যানেন (প্রকৃত্যধ্যাসেন) প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু কর্ত্তৃত্বং পুমান্ আত্মনি (স্বস্মিন্) মন্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে ঐ পুরুষ (জীব) প্রকৃতির গুণসঞ্জাত কার্য্যসমূহে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং 'নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তানিতি' রীত্যা পরাভিধ্যানেন প্রকৃত্যধ্যাসেন সা চ **প্রকৃতির্দেহ** এবেতি দেহ এবাহমিতি মননেন প্রকৃতেগুর্ণৈঃ ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু রূপাদিগ্রহণেষু কর্ত্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে, তত্র নিরহংভাবস্য পরাভিধ্যানাসম্ভবাৎ পরাবেশজাতাহঙ্কারস্য চাবরকত্বাদস্ত্যেব তস্মিন্নন্যোঽহংভাববিশেষঃ ; স চ শুদ্ধস্বরূপমাত্রনিষ্ঠত্বান্ন সংসারহেতুরিতি স্পষ্টং, বিপ্রকুমারস্য সাহঙ্কারস্যৈব ভূতাবেশত্বে সতি ভূতোঽহমিতি বদিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকার, যেমন শ্রীভাগবতে (১১।২২।৫৩)—'নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্", অর্থাৎ যেরূপ নৃত্য ও গানশীল অনেককে দেখিতে দেখিতে পুরুষ তদ্‌গত স্বর তালাদিগতি ও শৃঙ্গার করুণাদি রস মনে অনুকরণ করে, তদ্রূপ অনীহ (নিষ্ক্রিয়, অনিচ্ছুক) জীবও বুদ্ধির গুণসকল দেখিয়া অনুকরণ করে। (এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃশ্যের ধর্ম্ম দ্রষ্টায় স্ফুরিত হয়—ইহা দেখান হইয়াছে)—শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অনুযায়ী, 'পুমান্' জীব, 'পরাভিধ্যানেন'—অর্থাৎ প্রকৃতির অধ্যাসবশতঃ, এখানে প্রকৃতি (জীবের) দেহই, সেই দেহাদিতে 'আমিই দেহ'—এইরূপ মননের দ্বারা, অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমানের দ্বারা, 'প্রকৃতেঃ গুণৈঃ'—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণসমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসকলে অর্থাৎ রূপাদি গ্রহণরূপ কার্য্যসকলে কর্ত্তৃত্ব (কার্য্যকারিত্ব) 'আত্মনি'—নিজ আত্মাতে, 'মন্যতে'—সম্ভাবনা করে, (অর্থাৎ জীবাত্মা প্রকৃতি-সৃষ্ট ঐ সকল কার্য্যে নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে)। কিন্তু সেই বিষয়ে যিনি নিরহংভাব অর্থাৎ দেহাদ্যাত্মভাব-রহিত, তাঁহার প্রকৃতিতে অধ্যাস অসম্ভব বলিয়া, এবং পরাবেশ অর্থাৎ ঈশ্বরাবেশ-জনিত অহঙ্কারের আবরকত্ব-হেতু সেই (শুদ্ধ) জীবে অন্য অহন্তাব-বিশেষ (ভগবদ্দাস্যত্বাদি) অবশ্যই থাকে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ স্বরূপমাত্র-নিষ্ঠ বলিয়া সংসারের হেতু নহে, ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল, যেমন কোন বিপ্রকুমারের অহংকারবশতঃ ভূতের আবেশ হইলে, 'আমি ভূত'—এইরূপ অভিমান হয়, সেইরূপ এখানে বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

মধ্ব—যত্র কারয়িতাতীব স্বতন্ত্রস্তত্র কর্ত্তৃতা।
প্রোচ্যতে তু যথা ব্রহ্মত্বক্তঃ সংসারভাক্ যতঃ ॥
ইতি চ। লয়ে বাপ্যথবা সৃষ্টৌ ত্বন্তরালেঽপিনঃ কৃচিৎ।
প্রকৃত্যা রহিতং ব্রহ্ম কদাচিদপি তিষ্ঠতি।
ইতি কাপিলেয়ে। এবং পরাভিধ্যানেন পরাত্মেচ্ছয়া। প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বং জীব আত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্ ।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানাৎ এব) অস্য পুরুষস্য সাক্ষিণঃ অকর্ত্তুঃ (এব সতঃ কর্ম্মভিঃ) বন্ধঃ ভবতি, ঈশস্য (অপরতন্ত্রস্য এব) তৎকৃতং (কর্ম্মবন্ধকৃতং ভোগে) পারতন্ত্র্যং নির্বৃতাত্মনঃ (সুখাত্মকস্য) সংসৃতিঃ চ (জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ) চ ভবতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ, জীব কেবল সাক্ষিমাত্র ; তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি ঈশ-শব্দবাচ্য ঈশ্বরের পরাশক্তিরূপ ও স্বয়ং সুখস্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার—তাহা হইতেই বন্ধন এবং সেই বন্ধন হইতেই আবার ভোগবিষয়ে পরাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদিতি কর্ত্তৃত্বমননমেবাস্য জীবস্য বস্তুতঃ সাক্ষিমাত্রত্বাদকর্ত্তুরেব সতঃ কর্ম্মভিরেব বন্ধঃ। যথা রাজকীয়ঃ পুরুষো রাজোচ্যতে, তথৈব ঈশস্য ঈশশব্দবাচ্যস্যেশ্বরশক্তিরূপস্যাপি কর্ম্মবন্ধকৃতং ভোগ-

পারতন্ত্র্যম্। নির্বৃতাত্মনঃ সুখস্বরূপস্যাপি সংসৃতির্জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ অস্য'—ইতি, সেই কর্তৃত্বাভিমানই এই জীবের (জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ) সংসার বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীব সাক্ষিমাত্র-হেতু অকর্ত্তাই, তাহারই কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন (এবং বন্ধনকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে)। যেমন রাজকীয় পুরুষ রাজা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ 'ঈশস্য'—ঈশ-শব্দবাচ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের (তটস্থ) শক্তিরূপ হইলেও জীবের কর্ম্মবন্ধনকৃত এই ভোগ-পারতন্ত্র্য। সেইরূপ 'নির্বৃতাত্মনঃ'—সুখ-স্বরূপ হইলেও জীবের সংসৃতি অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মধ্ব—বিষ্ণোঃ সুরাণাং গুরূণাং নিত্যা জীবস্বতন্ত্রতা।
যত্তু তস্যান্যতন্ত্রত্বং তজ্‌জ্ঞানাদ্ বিনিবর্ত্ততে ॥
ইতি চ। অকর্ত্তুরীশস্য সকাশাৎ। অক্লিষ্টত্বাদকর্ত্তা সা অকার্য্যত্বাদথাপি বা ইতি চ ॥ ৭ ॥

তথ্য—যেমন রাজকীয়-পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয়, তদ্রূপ এইস্থানে ঈশ-শব্দ বাচ্য ঈশ্বরের পরাশক্তি শুদ্ধজীব 'ঈশ্বর'-শব্দে উক্ত হইয়াছে (চক্রবর্ত্তী ॥ ৭ ॥

—— —

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যং শরীরং কারণম্ ইন্দ্রিয়ং কর্ত্তা দেবতাবর্গঃ তদ্ভাবাপত্তৌ) পুরুষস্য প্রকৃতিং কারণং বিদুঃ, সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে প্রকৃতেঃ পরং (বিলক্ষণং চেতনং) পুরুষং (কারণং বিদুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বাদিভাবাপত্তি-বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; (যেহেতু, কূটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিরুপাধিক—স্বতঃই নির্ব্বিকার। প্রকৃতিপরিণামভূত দেহাদিতে অহঙ্কার কৃত হওয়াতে প্রকৃতিরই প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাকেই ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কারণরূপে বলা হইয়া থাকে), কিন্তু সুখদুঃখাদির কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা হয়। (অর্থাৎ, যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, উভয়ই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখদুঃখাদি ভোগক্রিয়া চৈতন্য বিনা সম্ভবপর হয় না, তজ্জন্য তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যেরই প্রাধান্য) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য কর্ম্মভিরেব বন্ধাস্তেষাং কর্ম্মণাঞ্চ সাধনে ফলভোগে চ ক্রমেণ প্রকৃতিপুরুষাবেব কারণে ইত্যাহ—কার্য্যেতি। ভূতেন্দ্রিয়দেবতাভিরেব কর্ম্মসিদ্ধেস্তেষাং ভূতেন্দ্রিয়দেবতানাঞ্চ কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিমেব কারণং বিদুঃ। প্রকৃত্যৈব তেষাং তদ্ভাবস্য সৃষ্টত্বাজ্জীবস্য কর্ম্মকরণং মায়াধীনমিত্যর্থঃ। কর্ম্মফলদাতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবস্য কর্ম্মফল - ভোক্তৃত্বমীশ্বরাধীনমেবেত্যাহ — ভোক্তৃত্বে জীবস্য কর্ম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিদুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের কর্ম্মের দ্বারাই বন্ধন হয়, সেই কর্ম্মসকলেরও সাধন ও ফলভোগ-বিষয়ে যথাক্রমে প্রকৃতি এবং পুরুষই কারণ, ইহা বলিতেছেন—'কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে' ইতি, (কার্য্য বলিতে শরীর, কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়সকল, কর্ত্তা জীব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত মন, এই সকলের ভাব কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব, সেই বিষয়ে), অর্থাৎ ভূত (দেহ), ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণের দ্বারাই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় বলিয়া, সেই সকল দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকেই (অর্থাৎ পুরুষে অধিষ্ঠিতা শরীর আকারে পরিণতা মায়াকেই) কারণ অর্থাৎ হেতু বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদের (দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতাবর্গের) সেই ভাবের সৃষ্টত্ব-হেতু জীবের কর্ম্ম-করণ মায়ার অধীন—এই অর্থ। এবং কর্ম্মফলের প্রদাতা পরমেশ্বরই, ইহাতে জীবের কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীনই—ইহা বলিতেছেন—ভোক্তৃত্বে অর্থাৎ জীবের (সুখ-দুঃখরূপ) কর্ম্মফলের ভোগে, (প্রকৃতি হইতে ভিন্ন) পুরুষকেই (ঈশ্বরকেই) কারণ বলা হয় ॥ ৮ ॥

মধ্ব—এষ কর্ত্তা ন ক্রিয়তে কারণং চ জগৎপ্রভু-রিতি ভারতে।

ব্রহ্মাদিভিঃ সর্গকরী শ্রীবিষ্ণুবলসংশ্রয়াৎ।
সুখদুঃখপ্রদো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ ॥
কর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখানাং করোত্যেকো হরিঃ স্বয়ম্।
ভোক্তৃত্বমাত্রহেতুত্বং জীবে নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি ॥ ৮ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ (হে) পুরুষোত্তম! অস্য (বিশ্বস্য) সদসৎ চ (স্থূলং সূক্ষ্মং চ কার্য্যং) যদাত্মকং (তয়োঃ) কারণয়োঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য অপি লক্ষণং ব্রূহি (কথয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেবহূতি কপিলদেবকে কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম, (আমি এতক্ষণে পুরুষের সংসার এবং তাহার কারণ প্রকৃতির বিষয় জ্ঞাত হইলাম; অধুনা জগতের কারণ ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।) এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য যাহা হইতে সম্পাদিত হয়, সেই প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ কি, তাহা আমাকে উপদেশ করুন্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাবেব প্রকৃতিপুরুষৌ বিশেষতো জিজ্ঞাসমানাহ—প্রকৃতেরিতি। অস্য বিশ্বস্য সদসচ্চ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কার্য্যং যদাত্মকম্ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই প্রকৃতি এবং পুরুষকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছাতে শ্রীদেবহূতি বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ' ইতি। 'অস্য'—এই বিশ্বের, 'সদ্ অসৎ চ'—স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য 'যদাত্মকং'—যাঁহা হইতে হয় (সেই সর্ব্বকারণ প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণনা করুন) ॥ ৯ ॥

মধ্ব—প্রকৃতিঃ পুরুষং চৈব বিধ্যনাদী ইতি চ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—যৎ (খলু) ত্রিগুণং (সত্ত্বাদি-গুণত্রয়সমাহারঃ) নিত্যং (প্রলয়েঽপি কারণ মাত্রাত্মনাবস্থিতং) তৎ (এব) অব্যক্তং (যতঃ) অবিশেষং (অনভিব্যক্তবিশেষং) প্রধানং (যতঃ) বিশেষবৎ (মহদাদিবিশেষ্যণামাশ্রয়স্তপত্বেন তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্) প্রকৃতিং (যতঃ) সদসদাত্মকং (সদসৎসু মহদাদিষু অনুগতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ) প্রাহুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কপিলদেব কহিলেন—যাহা সত্ত্বাদিগুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং প্রলয়েও কারণমাত্ররূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া নিত্য তাহাকেই পণ্ডিতগণ অনভিব্যক্ত-বিশেষ বলিয়া 'অব্যক্ত' মহদাদিবিশেষগণের আশ্রয় বলিয়া 'প্রধান' এবং কার্য্যকারণরূপ মহদাদিতে অনুগত স্বরূপ বলিয়া 'প্রকৃতি' এই তিন নামে অভিহিত করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রকৃতিং লক্ষয়তি—যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়-সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিঞ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তবিশেষং, প্রধান-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—বিশেষবৎ, স্বাংশকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপত্বেন তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। প্রকৃতি-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—সদসদাত্মকং, সদসৎসু কার্য্যকারণ-রূপেষু মহদাদিষু কারণত্বাৎ অনুগত আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ। প্রলয়েঽপি কারণমাত্রাত্মনাবস্থিতত্বান্নিত্যম্; যদ্বা, যত্তদনির্ব্বচনীয়ং শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রধানং তৎ প্রকৃতিং প্রাহুঃ। অনির্ব্বচনীয়ত্বমেবাহ —ত্রিগুণমপ্যব্যক্তং সগুণং খলু ব্যক্তীভবত্যেব, যথা সৎকার্য্যমসৎকারণং তত্তদাত্মকমপি নিত্যম্। তথাভূতং মৃদাদি খল্ব-নিত্যমেব দৃষ্টং তথৈব মহদাদি-বিশেষবদপি গুণ-সাম্যরূপত্বাদবিশেষং পৃথিব্যাদি-বিশেষবৎ দ্রব্যং খলু তদন্যদ্রূপমবিশেষং ন দৃষ্টমিতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছেন—'যৎ'—যাহা 'ত্রিগুণং'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সমাহার যেখানে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক, তাহাকেই অব্যক্ত, প্রধান এবং প্রকৃতি

বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'অব্যক্ত'—এই সংজ্ঞার হেতু বলিতেছেন—অবিশেষ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যরূপত্বহেতু (কারণাবস্থায় পৃথিব্যাদি) বিশেষ যেখানে প্রকাশ পায় নাই, 'প্রধান'—এই নামের হেতু—'বিশেষবৎ'—স্বাংশ কার্য্যরূপ মহদাদি বিশেষের আশ্রয়রূপ বলিয়া সেই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় পৃথিব্যাদি-বিশেষ-যুক্ত)। 'প্রকৃতি'—এই নাম হইবার হেতু বলিতেছেন—'সদসদাত্মকং', সৎ ও অসতে অর্থাৎ কার্য্য ও কারণরূপ মহদাদিতে অনুগত আত্মা বলিতে স্বরূপ যাহার, তাহা (অর্থাৎ যাহা কার্য্য-কারণরূপ, তাহা প্রকৃতি)। উহা প্রলয়কালেও কারণমাত্ররূপে অবস্থিত বলিয়া নিত্য। অথবা—'যৎ তৎ', অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, শ্রেষ্ঠত্বহেতু প্রধান, সেই প্রধানকেই পণ্ডিতগণ প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। অনির্ব্বচনীয়ত্বই বলিতেছেন—ত্রিগুণাত্মক হইলেও উহা অব্যক্ত হয়, সেইরূপ সদসদাত্মক অর্থাৎ সৎ বলিতে কার্য্য, এবং অসৎ বলিতে কারণ, তত্তদাত্মক হইয়াও নিত্য। তথাভূত হইলেও মৃত্তিকাদি অনিত্যই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহদাদি বিশেষযুক্ত (কার্য্যযুক্ত) হইলেও, গুণসাম্যরূপত্ব-হেতু অবিশেষ (কারণ), আবার পৃথিবী প্রভৃতির বিশেষরূপ (কার্য্যরূপ) দ্রব্য, তাহা হইতে অন্যরূপ অবিশেষ (কারণ) দৃষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

মধ্ব—ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং যত্তদ্বিন্দ্যাৎ সদসদাত্মকম্।

অসর্গা কেবলা ব্যক্তা সিসৃক্ষুরুভয়াত্মিকা।
ব্যক্তৈব কার্য্যরূপা তু প্রকৃতিস্ত্রিবিধা মতা।
কার্য্যতঃ সা প্রধানত্বাৎ প্রধানমিতি কীর্ত্যতে।
অবিশেষাদকার্য্যত্বাৎ সা চ শ্রীবিষ্ণুসংশ্রয়া॥

ইতি হরিবংশেষু। বিশেষঃ কার্য্যমুদ্দিষ্টং বিশেষাদ্ দৃশ্যতে যতঃ ইতি পাদ্মে ॥ ১০ ॥

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ চতুর্ভিঃ তথা দশভিঃ এতৎ চতুর্বিংশতিকম্ (এতানি চতুর্বিংশতিঃ যস্মিন্ গণে তৎ) গণং প্রাধানিকং (প্রধানকার্য্যাত্মকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং) বিদুঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—উক্ত প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমূহ পাঁচ এবং পাঁচ, চারি এবং দশ—এইরূপ সংখ্যাভেদে সংখ্যাত হইয়াছে ; জ্ঞানিগণ এই চব্বিশ তত্ত্বের গণকে প্রধানকার্য্যাধীশ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যেষাং তত্ত্বানাং লক্ষণং বক্তুং তানি গণয়তি - পঞ্চভিরিত্যাদি পঞ্চভিস্তথা পঞ্চভিশ্চতুর্ভির্দশভিশ্চ যো গণস্তং প্রাধানিকং বিদুরিত্যন্বয়ঃ। প্রাধানিকং প্রধানাদুদ্ভূতং গণং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং বিদুর্জ্ঞানিনঃ। গণং কীদৃশং এতানি মহাভূতাদীনি চতুর্ব্বিংশতির্যত্র তম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিবার জন্য তাহাদের গণনা করিতেছেন—'পঞ্চভিঃ' ইত্যাদি। পাঁচ, পাঁচ, চারি, দশ—ইহাদের দ্বারা যে গণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহাকে প্রাধানিক অর্থাৎ প্রধানের কার্য্যরূপ বলা হয়। 'প্রাধানিকং গণং'—প্রধান হইতে উদ্ভূত যে গণ অর্থাৎ ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ উপাসনার জন্য, ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। 'গণ' কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—এই সকল মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি যাহাতে রহিয়াছে (অর্থাৎ গণ বলিতে এখানে মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বুঝাইতেছে) ॥ ১১ ॥

মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্ম্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূঃ আপঃ অগ্নিঃ মরুৎ (বায়ুঃ) নভঃ (আকাশঃ) মহাভূতানি পঞ্চ এব গন্ধাদীনি (গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাখ্যানি) তন্মাত্রাণি (পৃথিব্যাদীনাং সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষাঃ) তাবন্তি (পঞ্চৈব) মে (মম) মতানি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র ও শব্দ তন্মাত্র—এই পঞ্চতন্মাত্র সকলও আমার অভিমতানুসারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তানি বিবৃণোতি ত্রিভিঃ। তাবন্তি পঞ্চৈব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিতেছেন—তিনটি শ্লোকে। 'তাবন্তি'—তদ্রূপ, পাঁচটি (গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষ গন্ধ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র ও শব্দ-তন্মাত্র—এই পাঁচটি তন্মাত্র) ॥ ১২ ॥

———

ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্‌রসন-নাসিকাঃ।
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রোত্রং ত্বগ্-দৃগ্-রসন-নাসিকাঃ বাক্ করৌ চরণৌ মেঢ্রং (উপস্থঃ) দশমঃ পায়ুঃ উচ্যতে (ইতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই সকল দশেন্দ্রিয়নামে কথিত ॥ ১৩ ॥

———

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(একমেব) অন্তরাত্মকং (অন্তঃকরণং পরন্তু) লক্ষণরূপয়া (ব্যবচ্ছেদিকয়া) বৃত্ত্যা মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চিত্তং ইতি (ইত্যেবং) চতুর্দ্ধা (চতুঃপ্রকারং) ভেদঃ লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এক অন্তঃকরণই আবার ভিন্ন বৃত্তি বা লক্ষণ অনুসারে 'মন', 'বুদ্ধি', 'অহঙ্কার' ও চিত্ত এই চারিপ্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তরাত্মকমন্তঃকরণম্। লক্ষণরূপয়া ব্যবচ্ছেদিকয়া বৃত্ত্যা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্তরাত্মক বলিতে অন্তঃকরণ। 'লক্ষণরূপয়া বৃত্ত্যা'—লক্ষণরূপা বলিতে ব্যবচ্ছেদিকা (যাহা দ্বারা ভেদ করা যায়) বৃত্তির দ্বারা (অর্থাৎ সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও চিন্তারূপ অবস্থা ভেদের দ্বারা) ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—বুদ্ধিরধ্যবসানায় সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
অভিমানো হ্যহংকারশ্চিত্তং স্মরণ-কারণম্ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৪ ॥

———

এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সগুণস্য (মহদাদিপ্রপঞ্চস্য) ব্রহ্মণঃ (যাবান্ অয়ং) সন্নিবেশঃ (অবস্থাবিশেষঃ) ময়া প্রোক্তঃ (সঃ) এতাবান্ এব সংখ্যাতঃ (গণিতঃ), যঃ কালঃ (সঃ) পঞ্চবিংশকঃ (প্রকৃতেঃ অবস্থাবিশেষঃ, যদ্বা, পুরুষঃ এব কালঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(হে মাতঃ), আমি যে ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তির পরিণাম মহদাদি প্রপঞ্চের বিষয় কীর্তন করিলাম—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পণ্ডিতগণদ্বারা এতগুলি সংখ্যাতেই গণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে কাল, (অথবা, পুরুষই সেই কালস্বরূপ), তাহা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সগুণস্য মহদাদিপ্রপঞ্চস্য। কালে তু মতদ্বয়মাহ—যঃ কালঃ স পঞ্চবিংশকঃ প্রকৃতেরেবাবস্থাবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সগুণস্য'—মহদাদি প্রপঞ্চের। কাল-বিষয়ে মতদ্বয় বলিতেছেন—যাহা কাল, তাহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, অর্থাৎ উহা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—হরিস্তু নির্গুণং ব্রহ্ম শ্রীর্ব্রহ্ম সগুণং স্মৃতা।
তদঙ্গজানি তত্ত্বানি তস্মাত্তদ্রূপমুচ্যতে ॥
ইতি হরিবংশেষু।
পুরুষো হৃদিস্থঃ পরমঃ কালঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
অথবা রুদ্রদেহস্থো হরিঃ কাল ইতীরিতঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৫ ॥

———

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—একে তু পৌরুষং (পুরুষস্য ভগবতঃ) প্রভাবং (বিক্রমম্ এব) কালং আহুঃ, যতঃ (কালাৎ) প্রকৃতিম্ (অবিদ্যাম্) ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য অতএব দেহাদৌ) অহঙ্কারবিমূঢ়স্য (অহঙ্কারেণ বিমূঢ়স্য ভ্রান্তস্য) কর্ত্তুঃ (জীবস্য) ভয়ং (ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। সেই কাল হইতেই প্রকৃতিপ্রাপ্ত

দেহাদিতে "আমি ও আমার"-জ্ঞানবিমূঢ় জীবের ভয় জন্মে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—একে তু পৌরুষং পুরুষস্যেশ্বরস্য প্রভাবং বিক্রমং কালমাহুঃ, কর্ত্তুর্জীবস্য যতো ভয়মিতি জীবক্ষোভকত্বেন কালো লক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একে তু'—কেহ কেহ, 'পৌরুষং'—পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর, তাঁহার প্রভাব বলিতে বিক্রমকেই 'কাল' নামে অভিহিত করেন। 'কর্ত্তুঃ'—কর্ত্তার, অর্থাৎ অহঙ্কার-বিমূঢ় জীবের 'যতঃ ভয়ম্'—যাহা হইতে ভয় হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা জীবের ক্ষোভকত্বরূপে (অর্থাৎ সংহারকত্ব-রূপে) কাল লক্ষিত হইল ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—পৌরুষং প্রভাবং পুরুষস্য প্রকর্ষেণ ভাবং ব্যাপ্তং রূপম্। একে সম্যগ্ জ্ঞানিনঃ—অপ্রাকৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানবি (দেবহূতে)! গুণ-সাম্যস্য (সত্ত্বাদিগুণত্রয়সাম্যরূপস্য অতএব) নির্ব্বি-শেষস্য (নামরূপাদিবিভাগরহিতস্য) প্রকৃতেঃ যতঃ চেষ্টা (সাম্যাবস্থাত্যাগঃ ভবতি) সঃ ভগবান্ (পুরুষ এব স্বাংশেন) কালঃ (কালয়তি ইতি কালঃ) ইতি (ইত্যেবং) উপলক্ষিতঃ (ব্যবহৃতঃ ভবতি, অতঃ তত্ত্বান্তরম্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে মনুপুত্রি দেবহূতে, আবার কাহারও মতে যাঁহা হইতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষপ্রকৃতির ক্ষোভ-চেষ্টা উদিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয় অংশে কলন-ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতিক্ষোভকত্বেনাপি তং লক্ষয়তি—প্রকৃতেরিতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতির ক্ষোভকত্ব-রূপেও কালকে বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাঁহার ঈক্ষণে সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতির গুণসমূহের ক্ষুব্ধতাবশতঃ জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয়, সেই ভগবানই কাল) ॥ ১৭ ॥

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ এষঃ আত্মমায়য়া সত্ত্বানাং (সর্ব্ব-প্রাণিনাম্) অন্তঃ পুরুষরূপেণ (অন্তর্য্যামিনিয়ন্তৃরূপেণ) বহিঃ (চ) কালরূপেণ সমন্বেতি (সম্যক্ তদ্বি-কাররহিতঃ এব অন্বেতি অনুস্যূতঃ বর্ত্ততে সঃ) ভগবান্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামি-পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব অন্তঃ পুরুষরূপেণান্তর্য্যামি-রূপেণ নিয়ন্তা সমন্বেতি সম্যক্ তদ্বিকার-রহিত এবানুস্যূতো বর্ত্ততে বহিশ্চ কালরূপেণ নিয়ন্তা সত্ত্বানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং। তদেবং প্রাধানিকো গণশ্চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যঃ, কালো জীবশ্চেতি দ্বৌ প্রকৃতিপুরুষৌ চ দ্বৌ মিলিত্বা অষ্টাবিংশতিস্তত্ত্বানি ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃ'—অতএব অন্তঃকরণে পুরুষরূপে বলিতে অন্তর্য্যামিরূপে নিয়ন্তা হইয়া, 'সমন্বেতি'—সম্যক্‌রূপে তাহার বিকাররহিত অবস্থা-তেই অনুস্যূত (সংগ্রথিত) আছেন, এবং বাহিরেও কালরূপে নিয়ামক (ভগবান্)। 'সত্ত্বানাং'—বলিতে সমস্ত প্রাণিগণের (অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে এবং বাহিরে কালরূপে বর্ত্তমান ভগবান্)। এইরূপে প্রধান হইতে উদ্ভূত গণ (তত্ত্ব) চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক, কাল এবং জীব দুই, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই—এইরূপে মিলিত হইয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব হয় ॥ ১৮ ॥

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবাৎ (জীবাদৃষ্টাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাঃ তস্যাং) স্বস্যাং (স্বকীয়ায়াং) যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ) বীর্য্যং (চিচ্ছক্তিম্) আধত্ত, সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্ষোভধর্ম্মপ্রবণ

প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থানে পরমপুরুষ জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং তত্ত্বেষু লক্ষয়িতব্যেষু প্রথমং চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—দৈবাৎ কালাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাস্তস্যাং যোনাবভিব্যক্তিস্থানে বীর্য্যং জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যং, সা প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বমসূত। হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিতে প্রথমতঃ চিত্তের উৎপত্তিপূর্ব্বক লক্ষণ বলিতেছেন—'দৈবাৎ'—কালক্রমে (অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ), 'ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণ্যাং'—ক্ষুভিত হইয়াছে ধর্ম্মসকল বলিতে সত্ত্বাদি গুণসমূহ যাহার, তাহাতে। 'যোনৌ'—অভিব্যক্তি-স্থানে (অর্থাৎ প্রকাশস্থানরূপ প্রকৃতি-যোনিতে)। 'বীর্য্যং'—বীর্য্য বলিতে জীবশক্তি নামক চৈতন্য। 'সা'—সেই প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন করিল, তাহা হিরণ্ময় বলিতে প্রকাশবহুল ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—প্রকৃতেঃ ক্ষোভকং রূপং দৈবং নারায়ণাত্মকম্।
প্রকৃতৌ মহতঃ স্রষ্টা পরমঃ পুরুষো মতঃ ॥
তদেব বাসুদেবাখ্যং মহত্তত্ত্বনিয়ামকম্।
সঙ্কর্ষণাখ্যস্তু হরিঃ সূক্ষ্মাহংকার-যামকঃ ॥
স্থূলাহংকারনিয়মো বিষ্ণুঃ প্রদ্যুম্ননামকঃ।
অনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ হরিঃ ॥
মহত্তত্ত্বাদি জীবাস্তু ব্রহ্মশেষাঙ্গজাস্তথা।
সূক্ষ্ম-স্থূল-বিভেদেন কামজাশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে ॥ ১৯-২৮ ॥

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসাপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—কূটস্থঃ (লয়বিক্ষেপশূন্যঃ) জগদঙ্কুরঃ (জগতঃ অঙ্কুর কারণস্থানীয়ঃ মহান্) আত্মগতং (স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং) বিশ্বম্ (অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চং) ব্যঞ্জম্ (ব্যঞ্জয়ন্ প্রকটয়ন্) তীব্রং (প্রলয়কালীনম্) আত্মপ্রস্বাপনং (আত্মানং প্রস্বাপয়তি, প্রচ্ছাদয়তি ইতি তৎ) তমঃ স্বতেজসা অপিবৎ (নাশিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—উক্ত মহত্তত্ত্ব প্রকাশবহুল ; উহা লয়-বিক্ষেপশূন্য জগতের অঙ্কুরস্বরূপ ; সেই মহত্তত্ত্বই আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করিয়া প্রলয়কালে যে ভীষণ তমঃ উহাকে প্রকৃতিতে বিলীন করিয়া থাকে, সেই তমকেও নিজ-প্রভাবদ্বারা পান অর্থাৎ লোপ করে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বমহঙ্কারাদি-প্রপঞ্চং আত্মগতং স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং ব্যঞ্জয়ন্ প্রকটয়ন্, সর্ব্বত্র পুংস্ত্বং তত্ত্ব-পদত্যাগেন মহানিত্যেতস্যৈব বিশেষ্যীকৃতত্বাৎ। কূটস্থঃ মনোবল্লয়বিক্ষেপশূন্যঃ আত্মানং প্রস্বাপয়তীতি তথা যত্তমঃ পূর্ব্বপ্রলয়সময়ে মহান্তং প্রকৃতৌ বিলাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বম্'—এখানে বিশ্ব বলিতে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চ। 'আত্মগতং'—আত্মগত অর্থাৎ নিজেতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত (যে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চ)। 'ব্যঞ্জয়ন্'—প্রকাশ করতঃ। এখানে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ ব্যঞ্জন্, কূটস্থ ও জগদঙ্কুর—এই স্থলে) পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশের কারণ—'মহত্তত্ত্বং'—ইহার তত্ত্ব-শব্দ পরিত্যাগ করতঃ 'মহান্'—এই পুংলিঙ্গের বিশেষণ হইয়াছে। 'কূটস্থ'—বলিতে মনের ন্যায় লয় ও বিক্ষেপ-শূন্য। 'আত্ম-প্রস্বাপনং'—আত্মাকে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্বকেও) আবৃত করে যে তমঃ (অজ্ঞান), তাহা, যে তমঃ পূর্ব্বে প্রলয়কালে মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে বিলীন করিয়াছিল, এই অর্থ। (যে প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব সেই তীব্র অজ্ঞানকে দূর করেন) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—অঙ্কে রময়তে যস্মাৎ কেশবো জগদঙ্কুরঃ।
মহান্তং যোঽসৃজজ্জীবং মোহকং চ তমোঽগ্রসৎ ॥
ইতি চ ॥ ২০ ॥

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ তৎ (সর্ব্বাগমপ্রসিদ্ধং) সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং (বিশদং) শান্তং (রাগাদিরহিতং) ভগবতঃ পদম্ (উপলব্ধিস্থানম্ অতএব অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়াভেদম্ অভিপ্রেত্য) বাসুদেবাখ্যং চিত্তং যৎ আহুঃ, তৎ মহদাত্মকম্ (এব বিদ্ধি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(হে মাতঃ), যে চিত্ত সত্ত্বগুণসমন্বিত,

বিশদ, রাগাদিবিরহিত, ভগবদুপলব্ধি স্থানভূত, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যত্তৎ প্রসিদ্ধং চিত্তং তন্মহদাত্মকং মহত্তত্ত্বমেব দেহে চিত্তরূপেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। স্বচ্ছং নির্ম্মলং শান্তং রাগাদিশূন্যং ভগবতঃ পদং উপাসনা-পীঠং যদ্ যং ভগবন্তং বাসুদেবাখ্যং আহুরিতি চিত্তা-হঙ্কারবুদ্ধিমনঃসু ক্রমেণ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধা উপাস্যদেবতাঃ চিত্তাদিশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞেয়াঃ। বিষ্ণুরুদ্রব্রহ্মচন্দ্রাস্ত্বধিষ্ঠাতারঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্তৎ'—সেই প্রসিদ্ধ চিত্ত, তাহা মহদাত্মক, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অবস্থান করে, এই অর্থ। 'স্বচ্ছ' বলিতে নির্ম্মল, শান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য, 'ভগবতঃ পদং'—ভগবানের উপাসনা পীঠ, অর্থাৎ ভগবানের উপলব্ধি-স্থান যে চিত্ত, সেই চিত্তকে (পণ্ডিতগণ) বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধ—ইহারা চিত্তাদি শুদ্ধির নিমিত্ত উপাস্যদেবতা জানিতে হইবে। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও চন্দ্র যথাক্রমে চিত্তাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ॥ ২১ ॥

মধ্ব—যদ্বাসুদেবাখ্যং ভগবদ্রূপং ততো মহাদাত্ম-কং চিত্তং জায়তে। সত্ত্ব-শব্দেন চোচ্যন্তে পূর্ণানন্দা-দয়ো গুণাঃ ইতি চ ॥ ২১ ॥

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা পরা (ভূসংসর্গাৎ প্রাক্তনী) অপাং প্রকৃতিঃ, (ফেনতরঙ্গাদি রহিতাবস্থা তথা) স্বচ্ছত্বং (ভগবদ্‌বিম্বগ্রাহিত্বম্) অবিকারিত্বং (লয়বিক্ষেপ-রাহিত্যং) শান্তত্বং (রাগাদিশূন্যত্বং) ইতি (এবংরূপা-ভিঃ) বৃত্তিভিঃ চেতসঃ (চিত্তস্য) লক্ষণং প্রোক্তম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যেমন জলের আদিম প্রকৃতি ভূমির সংসর্গভেদে মধুর, স্বচ্ছ ও শীতল হয়, সেইরূপ ভগ-বানের বিম্বগ্রাহিত্ব, লয়বিক্ষেপ-রাহিত্য, রাগাদিশূন্যত্ব প্রভৃতি বৃত্তিভেদে চিত্তের বিভিন্ন লক্ষণ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দেহস্থস্য চিত্তস্য সর্ব্বত্র স্বচ্ছত্বাদি-গুণো নোপলভ্যতে? তত্রাহ—স্বচ্ছত্বং ভগবদ্বিম্বগ্রাহিত্বং অবিকারিত্বং লয়বিক্ষেপরাহিত্যং শান্তত্বং রাগাদি-রাহিত্যমিতি লক্ষণং চেতসশ্চিত্তস্য বৃত্তিভিঃ স্বাভা-বিকীভিরেব প্রোক্তং। যথা অপাং পরা প্রকৃতিরুৎকৃষ্টঃ স্বভাবঃ, তেন খল্বাপঃ স্বচ্ছাঃ ফেনতরঙ্গাদিরহিতা মধুরাঃ শান্তা ভবন্তি। যথা চ ভূম্যাদিসংসর্গাদ-স্বচ্ছত্বাদিমত্যো ভবন্তি তথৈব চিত্তমপি দুর্ব্বিষয়ে আসক্তং চেতনাসংসর্গাদস্বচ্ছমপি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দেহ-স্থিত চিত্তের সর্ব্বত্র স্বচ্ছত্বাদি গুণ ত উপলব্ধি হয় না? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বচ্ছত্ব' অর্থাৎ ভগবদ্বিম্ব-গ্রাহিত্ব, 'অবিকারিত্ব' বলিতে লয়-বিক্ষেপ-রাহিত্য এবং 'শান্তত্ব' অর্থাৎ রাগাদি-শূন্যতা—এই সকল স্বাভাবিকী বৃত্তির দ্বারা চিত্তের লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। যেমন জলের পরা (অপরের সহিত অমি-লিতা) প্রকৃতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্বভাব, যাহার দ্বারা জল স্বচ্ছ অর্থাৎ ফেনের তরঙ্গশূন্য, মধুর ও শীতল হয়। আবার ভূমি প্রভৃতির সংসর্গে অস্বচ্ছত্বাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তও দুর্ব্বিষয়ে আসক্ত হইলে, চেত-নার অসংসর্গ-বশতঃ অস্বচ্ছও হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

মধ্ব—মহত্তত্ত্বগতো যোঽসৌ বাসুদেবাভিধো হরিঃ।
স চিত্তজনকঃ প্রোক্তঃ প্রাণিনাং চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
ইতি চ। চিত্তস্য স্বচ্ছত্বাদয়ঃ পৃথগ্‌গুণা উচ্যন্তে। স্বচ্ছত্বমিত্যাদি। স্তিমিতোদক-চিত্তাদেরবিকারোঽল্প-বিক্রিয়েতি তত্ত্ববিবেকে। বৃত্তিঃ স্বভাবো বৃত্তং চ স্থিতিরিত্যভিধীয়তে ইতি শব্দ-নির্ণয়ে। বৃত্তিভির্ল-ক্ষণং প্রোক্তমিতি স্বাভাবিকং লক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি ॥ ২৪ ॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদ্‌বীর্য্যসম্ভবাৎ (ভগবতঃ বীর্য্যং চিচ্ছক্তিঃ তেন সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তস্মাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারং ঘটয়তঃ) মহত্তত্ত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিঃ (ক্রিয়াসু শক্তিঃ যস্য সঃ) অহঙ্কারঃ ত্রিবিধঃ সমপদ্যত (বভূব) যতঃ (যস্মাৎ অহঙ্কারাৎ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ, মনসঃ ইন্দ্রিয়ানাং চ মহতাং ভূতানাং (আকাশাদীনাম্ অপি ভবঃ (উৎপত্তিঃ) যম্ (অহঙ্কারং) সাক্ষাৎ সহস্রশিরসম্ অনন্তং (বিষ্ণুং) সঙ্কর্ষ্যণাখ্যং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ং (ভূতেন্দ্রিয়মনসাং কারণং) পুরুষং প্রচক্ষতে ॥ ২৩-২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ চিচ্ছক্তিসম্ভূত পূর্ব্বোক্ত মহতত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ত্রিবিধ অহঙ্কার-তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। উক্ত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজসিক ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় ভূতগণের উৎপত্তি হয় ; 'সঙ্কর্ষণ' নামক যে পুরুষের সহস্র মস্তক এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ ॥ ২৩-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অহঙ্কারস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ —মহত্তত্ত্বাদিতি। ক্রিয়াশক্তিরিত্যুপলক্ষণং জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যেষ্বপি তস্য শক্তিমত্ত্বাৎ। যতো যেভ্যো বৈকারিক-তৈজস-তামসেভ্যো মন ইন্দ্রিয়ভূতানাং ক্রমেণ ভব উৎপত্তিঃ। তত্রোপাস্যদেবতামাহ—সহস্রেতি। যমিতি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়েন যৎস্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কারের উৎপত্তিপূর্ব্বক লক্ষণ বলিতেছেন—'মহত্তত্ত্বাৎ' ইত্যাদি। 'ক্রিয়াশক্তি'—বলিতে কার্য্য-কারণ-সামর্থ্য, ইহা উপলক্ষণ, জ্ঞান, ক্রিয়া, দ্রব্যসমূহেও তাহার শক্তি রহিয়াছে। 'যতঃ'—যাহাদের হইতে, অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস (রাজস) এবং তামস-ভেদযুক্ত অহঙ্কার হইতে মনঃ, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত-সকলের ক্রমশঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাতে (অর্থাৎ সেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় অহঙ্কারে) উপাস্যদেবতা বলিতেছেন—সহস্রশীর্ষা ইতি। 'যম্'—যাহাতে অবস্থিত, এই অর্থ, যেমন 'মঞ্চাঃ ক্রুশন্তি', অর্থাৎ মঞ্চ চিৎকার করিতেছে, বলিলে মঞ্চস্থিত জনগণ চিৎকার করিতেছে, এইরূপ বুঝায় ॥ ২৩-২৫ ॥

মধ্ব—জ্ঞানপ্রধানস্তু মহানহংকারঃ ক্রিয়াধিকঃ।
ইতরাপেক্ষয়া সোঽপি জ্ঞানাধিক ইতীরিতঃ॥
ইতি চ। দেবতাধিকৃতং যত্তদধিদৈবমিতি স্মৃতমিতি চ। বৈকারিকোঽধিদৈবমিত্যাদি পঞ্চম্যর্থে। সপ্তসু প্রথমা যত্র স্বাতন্ত্র্যং যদ্বিবক্ষিতমিতি শব্দ-নির্ণয়ে।

মনোরূপেণ কর্ত্তৃত্বং দেহরূপেণ কার্য্যতা।
ইন্দ্রিয়াত্মতয়া চৈব করণত্বমহংকৃতেঃ॥
যতো মনস্যহংভাবস্তস্মাৎ কর্ত্তৃমনঃ স্মৃতম্।
স্বভাবকর্ত্তৃজীবস্য ত্বাসন্নোপাধিতদ্ যতঃ॥
কর্ম্মজ্ঞানে করণতা যতঃ করণমিন্দ্রিয়ম্।
কার্য্যং দেহঃ সমুদ্দিষ্টমুৎপাদ্যত্বাৎ পুনঃ পুনঃ॥
শান্তরূপো দেবপিতা ঘোরঃ করণাসৃষ্টমুখঃ।
তাবজ্ জ্ঞানস্যাপ্রকাশান্মূঢ়ো ভূতপিতা স্মৃতঃ।
ত্রিরূপোঽয়মহঙ্কারঃ শেষ ইত্যেবং তং বিদুঃ।

ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ২৫-২৮ ॥

কর্ত্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ত্তৃত্বং (দেবতারূপেণ) করণত্বং (ইন্দ্রিয়রূপেণ) কার্য্যত্বং (ভূতরূপেণ) ইতি অহংকৃতেঃ (অহঙ্কারস্য) লক্ষণং স্যাৎ, (এবং) শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বং (শান্তত্বং সাত্ত্বিকত্বেন, ঘোরত্বং রাজসত্বেন, বিমূঢ়ত্বং তামসত্বেন) বা (অহংকৃতেঃ লক্ষণং স্যাৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—দেবতারূপে অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে ; এবং শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব কারণরূপ সত্ত্বাদি গুণানুসারে উহাতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ— কর্ত্তৃত্বং দেবতারূপেণ করণত্বমিন্দ্রিয়রূপেণ কার্য্যত্বং ভূতরূপেণ শান্তত্বাদিকং ত্রিগুণময়ত্বেন ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(ঐ অহঙ্কারের) দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে করণত্ব এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব রহিয়াছে। ত্রিগুণময়ত্ব-হেতু শান্তত্বাদি অর্থাৎ শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব—এই তিনটি ঐ অহঙ্কারে বর্ত্তমান

আছে। (অর্থাৎ এই তিনটি উহার সত্ত্বাদি তিন কারণের গুণ) ॥ ২৬ ॥

———

বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত ।
যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (অহঙ্কারাৎ) মনস্তত্ত্বম্ অজায়ত, যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং (যস্য মনসঃ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বিষয়চিন্তন-বিশেষচিন্তনাভ্যাং) কামসম্ভবঃ (কামস্য কামনা-রূপ-বৃত্তেঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ) বর্ত্ততে (ভবতি ইতি) ॥ ২৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বৈকারিক অহঙ্কার সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবণ হইলে, তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব জন্মে ; মনেরই সঙ্কল্প ও বিকল্প বৃত্তিদ্বয়দ্বারা কামের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যতো মনসঃ সঙ্কল্পঃ সামান্যতো বিষয়জিঘৃক্ষা সামান্যবিষয়স্যৈব বিবিধসঙ্কল্পনেন বিশেষতো জিঘৃক্ষা বিকল্পশ্চ তাভ্যাং কামস্য মনোরথস্য সম্ভবো ভবতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্-যতঃ'—যে মন হইতে 'সঙ্কল্প', অর্থাৎ সাধারণরূপে বিষয়গ্রহণের ইচ্ছা এবং সামান্য বিষয়েরই বিবিধ সঙ্কল্পের দ্বারা বিশেষভাবে গ্রহণের ইচ্ছা 'বিকল্প', তাহাদের হইতে কাম অর্থাৎ মনোভবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

———

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্ ।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যত্র মনসি স্থিতং) হৃষীকানাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) অধীশ্বরং শারদেন্দীবরশ্যামং (শারদং শরৎকালীনম্ ইন্দীবরং নীলোৎপলং তদিব শ্যামং) যোগিভিঃ শনৈঃ সংরাধ্যং (বশীকর্ত্তুং যোগ্যং) অনি-রুদ্ধাখ্যং হি বিদুঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মনই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীশ্বর ও 'অনিরুদ্ধ' নামে পরিজ্ঞাত ; অনিরুদ্ধদেব শারদীয় নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ ; যোগিগণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—যৎ যৎস্থং ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—'যৎস্থং', যে মনে অবস্থিত (ইন্দ্রিয়বর্গের অধীশ্বর অনিরুদ্ধকে জানেন) ॥ ২৮ ॥

———

তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি ।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সতি (সাধ্বি দেবহূতে) ! বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) তৈজসাৎ (রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ) দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানং (দ্রব্যস্ফুরণরূপং বিজ্ঞানং বুদ্ধিতত্ত্বস্য বৃত্তিরিত্যর্থঃ) বুদ্ধিতত্ত্বম্ অভূৎ । ইন্দ্রিয়াণাং অনুগ্রহঃ (অনুগ্রাহকত্বম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি, পূর্ব্বোক্ত তৈজসাহংকার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধি-তত্ত্বের উৎপত্তি হইল ; দ্রব্যের স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, ইহাই বুদ্ধি-তত্ত্বের স্বরূপ, বুদ্ধিতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যস্ফুরণরূপং বিজ্ঞানমিতি চিত্তব্যা-বৃত্ত্যর্থং চেতনারূপং বিজ্ঞানং তু চিত্তধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ। ইন্দ্রিয়ানামনুগ্রহ ইতি বুদ্ধ্যা বিনা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ন প্রবর্ত্তিতুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্যপি চিত্তাহঙ্কার-মনাংস্যপীন্দ্রিয়ানুগ্রাহকাণি তদপি বুদ্ধ্যা তদনুগ্রহবিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি শব্দং শৃণোমীত্যত্র প্রথমং চিত্তেন চেতনামাত্রং নিধীয়তে। বুদ্ধ্যা শব্দোঽয়মিতি স্ফূর্ত্তিঃ মনসা শব্দে জিঘৃক্ষা অহঙ্কারেণ তত্র স্বাভিমানার্পণ-মিতি ভেদঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যস্ফুরণ-বিজ্ঞানং'—দ্রব্য-সকলের প্রকাশরূপ বিজ্ঞান (বুদ্ধিতত্ত্ব), ইহা চিত্তের ব্যাবৃত্তির জন্য বলা হইল, কিন্তু চেতনারূপ বিজ্ঞান চিত্তের ধর্ম্ম জানিতে হইবে। 'ইন্দ্রিয়াণাম্ অনুগ্রহঃ' —(ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই) ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহকারিণী শক্তি, এই কথা বলায়, বুদ্ধি ব্যতীত পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ প্রবর্ত্তিত হইতে (কার্য্য করিতে) সমর্থ হয় না—এই অর্থ। যদিও চিত্ত, অহঙ্কার এবং মনও ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহক, তথাপি বুদ্ধির দ্বারা উহাদের অনুগ্রহবিশেষ জানিতে হইবে। যেমন—'শব্দ শ্রবণ করিতেছি'—ইত্যাদি স্থলে প্রথ-মতঃ চিত্তের দ্বারা চেতনামাত্র বিহিত হইল, বুদ্ধির দ্বারা একটা শব্দ—এইরূপ স্ফূর্ত্তি, মনের দ্বারা শব্দ-

গ্রহণের ইচ্ছা, অহঙ্কারের দ্বারা সেখানে স্বাভিমান অর্পণ—এই ভেদ ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—দ্রব্যস্ফুরণে যদ্বিশেষ-জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতং পৃথক্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সংশয়ঃ (একস্মিন্ অনেকপ্রকার-জ্ঞানং) বিপর্য্যাসঃ (মিথ্যাজ্ঞানং) নিশ্চয়ঃ (যথার্থ-প্রমাণ-জ্ঞানং) স্মৃতিঃ (স্মরণং) স্বাপঃ (নিদ্রা) ইতি এব চ (ইত্যেবং) পৃথক্ (অসাঙ্কর্য্যেণ) বৃত্তিতঃ (বৃত্তিভিঃ) বুদ্ধেঃ লক্ষণং উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়জ্ঞান, স্মরণ ও নিদ্রা—পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিভেদে বুদ্ধিতত্ত্বের এই কয়েকটি লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যস্ফুরণস্যৈব প্রপঞ্চঃ বিপর্য্যাসঃ মিথ্যাজ্ঞানং নিশ্চয়ঃ প্রমাণ-জ্ঞানং স্বাপো নিদ্রা। "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ইতি পাতঞ্জলোক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— দ্রব্যস্ফুরণেরই ব্যাপার সংশয়াদি, সংশয় (বলিতে একই ধর্ম্মিতে বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার জ্ঞান)। বিপর্য্যাস—মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়—প্রমা-জ্ঞান (অর্থাৎ যাহা যেরূপ, তৎপ্রকারক জ্ঞান), (স্মৃতি—অনুভববস্তু-বিষয়ক জ্ঞান), স্বাপ—বলিতে নিদ্রা, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অনুগ্রহরূপ বৃত্তিভেদে সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণজ্ঞান, স্মৃতি ও নিদ্রা—এই কয়েকটি বুদ্ধিতত্ত্বের লক্ষণ)। পাতঞ্জলেও উক্ত হইয়াছে—'প্রমাণ-বিপর্য্যয়'—ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

সামান্যং মনসা জাতং বিশেষাদ্বুদ্ধিজং ভবেৎ ॥
অচলঃ সংশয়ো বুদ্ধেশ্চলো মানস উচ্যতে।
চঞ্চলা তু স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চিত্তজৈব স্থিরা স্মৃতিঃ ॥
ইতি চ। যেন যজ্জায়তে বস্তু তত্তল্লক্ষণমুচ্যতে।
তৎস্বরূপং পৃথক্ চেতি দ্বিবিধং কবয়ো বিদুঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৩০ ॥

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়বিভাগেন উভয়বিধানি অপি) ইন্দ্রিয়াণি তৈজসানি (তৈজসাৎ রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ জাতানি) এব হি (যস্মাৎ) প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিঃ বুদ্ধেঃ (চ) বিজ্ঞান-শক্তিতা (অতঃ প্রাণস্য তৈজসত্বাৎ তৎক্রিয়াশক্তি-মতাম্ ইন্দ্রিয়াণামপি তৈজসত্বম্। তথা বুদ্ধেরপি তৈজসত্বাৎ তদীয়-জ্ঞানশক্তিমতামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজ-সত্বম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ভেদে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; যেহেতু, প্রাণের ক্রিয়াশক্তি এবং বুদ্ধির বিজ্ঞান-শক্তি (অতএব প্রাণ তৈজস হওয়ায় তদীয় ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়-গণেরও তৈজসত্ব সিদ্ধ, সেইরূপ বুদ্ধিও তৈজস হওয়ায় তদীয় জ্ঞানশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণেরও তৈজসত্ব সিদ্ধ হইল) ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেব তৈজসাহঙ্কারাজ্জাতানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বৈকারিকত্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেবকারঃ, দ্বিবিধানামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বে হেতুঃ—প্রাণস্যেতি। হি যস্মাৎ প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিরতঃ প্রাণস্য তৈজসত্বাত্তৎক্রিয়াশক্তিমতামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বম্। তথা বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা অতো বুদ্ধেঃ সবিকল্পক-জ্ঞানবৃত্তিত্বেন রজঃপ্রচুরত্বাৎ তৈজসত্বেন তদীয়জ্ঞানশক্তিমতামিন্দ্রিয়াণামপি তৈজসত্বম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেব'—তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতেই জাত ইন্দ্রিয়-সকল। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলের বৈকারিকত্ব (সাত্তিকত্ব) শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'এব'—কারের প্রয়োগ। (উহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে দুই প্রকার)। ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়েরই রাজসত্বে হেতু বলিতেছেন—'প্রাণস্য' ইতি। 'হি'—যেহেতু, 'প্রাণস্য'—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত প্রাণের তৈজসত্ব (রাজসত্ব) হেতু, সেই প্রাণের ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়সকলেরও রাজসত্ব। সেইরূপ বুদ্ধির বিজ্ঞানশক্তি, অতএব বুদ্ধির সবিকল্পক জ্ঞানবৃত্তিত্বহেতু রজোগুণের প্রাচুর্য্য-

বশতঃ রাজসত্ব, এইজন্য সেই রাজস-জ্ঞানের শক্তি-যুক্ত ইন্দ্রিয়সকলেরও রাজসত্বই ॥ ৩১ ॥

তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ ।
শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ (ভগবতঃ বীর্য্যেণ কালরূপতৎপ্রভাবেন চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ অতএব) বিকুর্ব্বাণাৎ তামসাৎ (তামসাহঙ্কারাৎ) শব্দমাত্রং (শব্দতন্মাত্ররূপং সূক্ষ্মং দ্রব্যম্) অভূৎ তস্মাৎ নভঃ (আকাশম্)। শ্রোত্রং তু শব্দগং (শব্দং গচ্ছতীতি তথা শব্দগ্রাহকম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তামস অহঙ্কার ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ কালরূপতৎপ্রভাবদ্বারা চালিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা হইতে শব্দ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হইল। এই শব্দ-গ্রহণকারী শ্রোত্রেন্দ্রিয়। (তাহার উৎপত্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ— ভগবদ্বীর্য্যং কালরূপস্তৎপ্রভাবস্তেন প্রেরিতাৎ স শব্দঃ কেন গৃহ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রোত্রং তৈজসাহঙ্কারকার্য্যং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং কর্ত্তৃ শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি তৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবদ্বীর্য্য-চোদিতাৎ'—ভগবানের বীর্য্য বলিতে কালস্বরূপ ভগবানের প্রভাব, তাহা কর্ত্তৃক পরিচালিত (তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং ঐ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়)। সেই শব্দ কাহার দ্বারা গৃহীত হয় ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—শ্রোত্র, অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য শ্রোত্রেন্দ্রিয় (কর্ত্তা), তাহাই শব্দকে গ্রহণ করে, (অর্থাৎ শ্রোত্রই শব্দের গ্রাহক) ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—

প্রধানবায়ুঃ সূত্রাত্মা মহতা সহ জায়তে।
তেজসশ্চ খজঃ স্পর্শ ইত্যাদ্যাস্তৎসুতাঃ স্মৃতাঃ।
তদাবিষ্টা অন্তর্জীবাস্তদাধারাশ্চ তদ্বলাঃ।
ইতি চ ॥ ৩২ ॥

অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।
তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থাশ্রয়ত্বং (অর্থবাচকত্বং) দ্রষ্টুঃ লিঙ্গত্বং (কুড্যান্তরিতস্য বক্তুঃ জ্ঞাপকত্বং) নভসঃ তন্মাত্রত্বং (সূক্ষ্মত্বং) শব্দস্য লক্ষণং কবয়ঃ বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আকাশের যে তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন, 'শব্দ'—অর্থের বাচক ও বক্তার জ্ঞাপক ॥৩৩

বিশ্বনাথ—শব্দস্য লক্ষণং কবয় আহুঃ। কিন্তৎ ? অর্থাশ্রয়ত্বং অর্থবাচকত্বং দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বং রামকৃষ্ণাদি-লীলাদ্রষ্টৃ-ব্যাসশুকাদিজ্ঞাপকত্বং ; যদ্বা, কুড্যান্তরি-তস্যাপি বক্তুর্জ্ঞাপকত্বং তথা নভসস্তন্মাত্রত্বং আকাশ-সূক্ষ্মরূপত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শব্দের লক্ষণ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কি সেই লক্ষণ ? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থাশ্রয়ত্বং'—অর্থবাচকত্ব (অর্থাৎ শব্দের অর্থ-বোধকত্ব), 'দ্রষ্টুঃ লিঙ্গত্বং'—দ্রষ্টার জ্ঞাপকত্ব, যেমন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদির লীলার দ্রষ্টা ব্যাস ও শুক-দেবের জ্ঞাপকত্ব, কিংবা—কুড্যান্তরস্থিত অর্থাৎ ভিত্তির ব্যবধানে থাকিয়া কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ উচ্চারণ-কর্ত্তার অস্তিত্ব-বাচকত্ব। সেইরূপ 'নভসঃ তন্মাত্রত্বং'—আকাশের সূক্ষ্মরূপত্ব। (অর্থাৎ শব্দের অর্থবোধকত্ব, উচ্চারণ-কর্ত্তার জ্ঞাপকত্ব, এবং আকা-শের সূক্ষ্মরূপত্ব—এই তিনটিকে শব্দের লক্ষণ বলা হয়) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—অর্থাশ্রয়ত্বং অর্থবিষয়ত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং (অবকাশদাতৃত্বং) বহিঃ অন্তরং (ব্যবহারাস্পদত্বং) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং (প্রাণাদীনাং ধিষ্ণ্যত্বং আশ্রয়ত্বম্, অথবা প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং আত্মনঃ মনসঃ চ নাড্যাদিছিদ্ররূপেণ ধিষ্ণ্যত্বং নভসঃ বৃত্তিলক্ষণং (বৃত্তিঃ কার্য্যমেব লক্ষ-ণম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণের অবকাশ-প্রদান এবং

বাহ্যাভ্যন্তররূপে ব্যবহারাস্পদ হওয়া এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়ত্ব—এই সকল আকাশের বৃত্তিই তাহার লক্ষণ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—আকাশস্য লক্ষণমাহ—ছিদ্রদাতৃত্বং অবকাশদাতৃত্বং বহিরন্তরং বহিরন্তরব্যবহারাস্পদত্বম্। প্রাণেন্দ্রিয়মনসাং ধিষ্ণ্যত্বং নাড্যাদিছিদ্ররূপেণাশ্রয়ত্বং নভসো বৃত্তিভির্ধর্ম্মৈর্লক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকাশের লক্ষণ বলিতেছেন—'ছিদ্র-দাতৃত্বং'—প্রাণিগণের অবকাশদান, 'বহিঃ অন্তরম্ এব'—বাহিরে এবং অভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া। প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মন—ইহাদের নাড়ী প্রভৃতি ছিদ্ররূপে আশ্রয়ত্ব, এই সকল আকাশের বৃত্তি ও ধর্ম্মভেদে লক্ষণ জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ।
স্পর্শোঽভবৎ ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—শব্দতন্মাত্রাৎ (শব্দঃ তন্মাত্রম্ অসাধারণঃ গুণঃ যস্য তস্মাৎ) কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ নভসঃ (সকাশাৎ) স্পর্শঃ (তন্মাত্রম্) অভবৎ, ততঃ (স্পর্শাৎ) বায়ুঃ (অভবৎ) স্পর্শস্য সংগ্রহঃ (সম্যক্ গ্রহণং যয়া ভবতি) সা ত্বক্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শব্দ-তন্মাত্ররূপ আকাশ কালগতিক্রমে বিকারপ্রাপ্ত হইলে উহা হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইল ; স্পর্শতন্মাত্র হইতে আবার বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হইল। ত্বক্ ইন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—শব্দ এব তন্মাত্রং যস্য তথাভূতান্নভসঃ সকাশাৎ, সংগ্রহঃ সম্যক্ গৃহ্যতেঽনয়েতি করণে অপ্। ত্বক্ ত্বগিন্দ্রিয়ং স্পর্শগ্রহণে করণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শব্দ-তন্মাত্রাৎ নভসঃ'—শব্দই যাহার তন্মাত্র (অর্থাৎ অসাধারণ জ্ঞান), তাদৃশ আকাশ হইতে (স্পর্শ-তন্মাত্র এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও স্পর্শজ্ঞান-দায়ক ত্বক্ উৎপন্ন হয়)। 'স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ'—সংগ্রহ বলিতে যাহার দ্বারা (যে ত্বকের দ্বারা) সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করা যায়। এখানে 'সংগ্রহ' শব্দ করণে অপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (ঋবর্ণান্ত, উবর্ণান্ত ও গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃভিন্ন বাচ্যে অপ্ প্রত্যয় হয়।) ত্বক্ বলিতে ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শের গ্রহণবিষয়ে করণ, এই অর্থ। (অর্থাৎ সেই ত্বগিন্দ্রিয় হইতে সম্যক্‌রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে) ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—

শব্দেনৈব যতো জ্ঞেয়ো হরির্লিঙ্গং তু তস্য তৎ।
স্পর্শাদ্যভাবাত্তন্মাত্রা নভসশ্চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥
স্পর্শাদয়শ্চ তন্মাত্রা ইতরে পূর্ব্বসংস্থিতেঃ।
তিষ্ঠত্যেকো গুণো ভূতে প্রত্যেকং পঞ্চসু স্থিতঃ ॥
শব্দো বর্ণাত্মকো নিত্যো ধ্বনিরাকাশসম্ভবঃ।
আকাশ এব সূক্ষ্মস্তু ধ্বনিরিত্যেব শব্দ্যতে।
স এব ব্যজ্যমানস্তু ভবেৎ কর্ণৈকগোচরঃ ॥
নভসঃ শব্দ-তন্মাত্রাচ্ছব্দমাত্রা গুণাঽভবন্।
স্পর্শাদয়োঽপি বায্বাদেঃ সূক্ষ্মাবস্থা প্রকীর্ত্তিতা ॥
সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াণি সন্ত্যেব স্যুঃ স্থূলান্যহংকৃতেঃ।
ভূতেভ্যশ্চোপচীয়ন্তে পুনর্ব্রহ্মশরীরতঃ ॥

ইতি চ ॥ ৩৫-৩৭ ॥

মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ।
এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মৃদুত্বং কঠিনত্বং চ শৈত্যম্ উষ্ণতম্ এব চ নভস্বতঃ (বায়োঃ) তন্মাত্রত্বং (অসাধারণ-গুণত্বং চ) এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং (স্বরূপলক্ষণম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য ও উষ্ণত্ব—ইহাই স্পর্শের স্বরূপ লক্ষণ ; ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ু-তন্মাত্র কহে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্পর্শস্য লক্ষণমাহ—স্পর্শত্বং স্বরূপ-লক্ষণমিত্যর্থঃ। নভস্বতো বায়োস্তন্মাত্রত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্পর্শের লক্ষণ বলিতেছেন—মৃদুত্ব প্রভৃতি। স্পর্শত্বই স্পর্শের স্বরূপ লক্ষণ। 'নভস্বতঃ'—বলিতে বায়ুর, অর্থাৎ ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ু-তন্মাত্র বলে ॥ ৩৬ ॥

চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—চালনং (বৃক্ষশাখাদেঃ প্রকম্পনং) ব্যূহনং (তৃণাদেঃ মিলনং) প্রাপ্তিঃ (সংযোগঃ) দ্রব্য-শব্দয়োঃ (দ্রব্যস্য গন্ধবতঃ ঘ্রাণং প্রতি তথা শৈত্যাদি-মতঃ স্পর্শনং প্রতি, শব্দস্য শোত্রং প্রতি) নেতৃত্বং, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্বম্ (উপোদ্বলকত্বং) বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণং (কর্ম্মণা কার্য্যেণ অভিলক্ষণম্) ।।৩৭।।

অনুবাদ—বৃক্ষের শাখাদি-সঞ্চালন, তৃণাদির সম্মেলন ও সংযোজন, এবং গন্ধযুক্ত দ্রব্যকে ঘ্রাণের প্রতি, শৈত্যাদি সমন্বিত দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি সংযোগ করা বায়ুর কার্য্য ; এতদ্ভিন্ন বায়ু ইন্দ্রিয় সঞ্চালনও করিয়া থাকে ।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—বায়োর্লক্ষণমাহ—চালনং বৃক্ষশাখাদেঃ। ব্যূহনং মেলনং তৃণাদেঃ। প্রাপ্তির্বস্তুমাত্রেণ সংযোগঃ। দ্রব্যশব্দয়োঃ দ্রব্যস্য গন্ধবতো ঘ্রাণং প্রতি, শৈত্যাদি-মতস্ত্বচং প্রতি, শব্দস্য শ্রোত্রং প্রতি নেতৃত্বম্। অত্র প্রাপ্তিঃ সংযোগ এব চালন-বূহ্যন-নেতৃত্বানি সংযোগ-বিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং সংজীব-কত্বং বায়োঃ কর্ম্মৈব অভি সর্ব্বতোভাবেন লক্ষণং, লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষণং করণে ল্যুট্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বায়ুর লক্ষণ বলিতেছেন—'চালনং'—বৃক্ষশাখাদির সঞ্চালন করা, 'ব্যূহনং'—বলিতে মিলন, অর্থাৎ তৃণাদির একত্র সংযোজিত ও মিলিত করা। প্রাপ্তি বলিতে বস্তুমাত্রের সহিত সংযোগ। 'দ্রব্যশব্দয়োঃ'—গন্ধযুক্ত দ্রব্যের ঘ্রাণের প্রতি, শীতলত্বাদি গুণযুক্ত দ্রব্যকে ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শের প্রতি, এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি 'নেতৃত্বং'—লইয়া যাওয়া প্রভৃতি বায়ুর কর্ম্ম। এখানে প্রাপ্তি সংযোগই, আর চালন, ব্যহন ও নেতৃত্ব—ইহা সংযোগ-বিশেষ বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বং'—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বলিতে সঞ্জীবকত্ব (প্রবর্ত্তকত্ব) বায়ুর কর্ম্মই, ইহা সর্ব্বতোভাবে বায়ুর লক্ষণ। লক্ষণ বলিতে যাহার দ্বারা চিহ্নিত অর্থাৎ বিশেষ করা হয়, তাহা লক্ষণ, ইহা করণে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। (সাধারণতঃ ভাববাচ্যে ল্যুট্ (অনট্) হয়, 'করণাধি-করণয়োশ্চ'—এই সূত্রে করণ ও অধিকরণেও ল্যুট্ প্রত্যয় হয়, ইহা ক্লীবলিঙ্গ) ।। ৩৭ ।।

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—স্পর্শতন্মাত্রাৎ (স্পর্শঃ তন্মাত্রং যস্য তস্মাৎ) দৈবেরিতাৎ (দৈবেন কালেন ঈরিতাৎ প্রেরিতাৎ) বায়োঃ (সকাশাৎ) রূপম্ (রূপতন্মাত্রম্) অভূৎ, ততঃ (তস্মাৎ) তেজঃ সমুত্থিতম্ (উৎ-পন্নম্) ; চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং) রূপোপলম্ভনং (রূপস্য উপলম্ভণং গ্রাহকমিত্যর্থঃ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত স্পর্শ-তন্মাত্ররূপ বায়ু দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে তাহা হইতে রূপতন্মাত্রের উৎ-পত্তি হইল ; তাহা হইতে তেজরূপ মহাভূত উৎপন্ন হইল। রূপের গ্রাহক দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু ইন্দ্রিয়ই রূপকে গ্রহণ করে ।। ৩৮ ।।

মধ্ব—প্রাপ্নোতি বায়ুঃ সর্ব্বং তু স্বত এব হরেস্তথা।
অতঃ প্রাপ্তিরিতি প্রাহুর্ব্বায়ুং ভূতপতিং প্রভুম্ ।।
প্রধানবায়ুরন্যেষু নিত্যাবিষ্টো যতস্ততঃ।
তদ্‌গুণাস্তেষু চোচ্যন্তে নীচতা নাস্য তৎকৃতেঃ ।।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স্বরূপমপি কর্ম্মেতি বিষয়ত্বাদু-দীর্যতে ইতি শব্দ-নির্ণয়ে ।। ৩৮ ।।

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) সাধ্বি, দ্রব্যাকৃতিত্বং (দ্রব্যস্য আকারসমর্পকত্বং) গুণতা (দ্রব্যোপসর্জনতয়া প্রতী-তিঃ), ব্যক্তিসংস্থাত্বং (ব্যক্তেঃ দ্রব্যস্য যা সংস্থা সন্নিবেশঃ সৈব সংস্থা যস্য তস্য ভাবঃ তত্ত্বং, দ্রব্যপরি-মাণেনৈব যৎপরিমাণপ্রতীতিরিত্যর্থঃ) তেজসঃ তেজস্ত্বং (অসাধারণত্বং) চ রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ (লক্ষণানি) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে সাধ্বি, দ্রব্যের আকার প্রদান, দ্রব্যের গুণরূপে প্রতীতি, দ্রব্যের যতটুকু সন্নিবেশ (পরিমাণ), সেই পরিমানেই তাহার প্রতীতি (জ্ঞান) ও তেজস্তত্ত্বের অসাধারণত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব—এই সকল রূপতন্মাত্রের লক্ষণ ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—রূপস্য লক্ষণমাহ—দ্রব্যস্যাকৃতিত্বং আকারসমর্পকত্বম্। গুণতা দ্রব্যোপসর্জ্জনতয়া প্রতীতিঃ শব্দস্য তু স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ। অপ্রত্যক্ষ-

দ্রব্যস্য স্পর্শাদেব স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ। রূপস্য তু নৈবম্। ব্যক্তিসংস্থাত্বং ব্যক্তের্দ্রব্যস্য যা সংস্থা সন্নিবেশ সৈব সংস্থা যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং দ্রব্যপরিমাণেনৈব যৎপরিমাণপ্রতীতিরিত্যর্থঃ। তেজসস্তেজস্ত্বং তন্মাত্রত্বম্, বৃত্তয়ো ধর্ম্মাঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রূপের লক্ষণ বলিতেছেন—'দ্রব্যাকৃতিত্বং'—দ্রব্যের আকৃতিত্ব বলিতে আকারের প্রকাশত্ব (জ্ঞান), 'গুণতা'—দ্রব্যের আশ্রয়ত্বরূপে প্রতীয়মানতা (জ্ঞান), শব্দের কিন্তু স্বতন্ত্ররূপেই প্রতীতি। অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের স্পর্শ হইতেই স্বতন্ত্রভাবেই প্রতীতি হয়। রূপের কিন্তু ঐরূপে প্রতীতি হয় না। 'ব্যক্তি-সংস্থাত্বং'—ব্যক্তি অথবা দ্রব্যের যে সংস্থা বলিতে সন্নিবেশ, তাহাই যাহার সংস্থা, তাহার ভাব সংস্থাত্ব, অর্থাৎ দ্রব্যের (স্থূল, সূক্ষ্ম, সরল, বক্র—এইরূপ) পরিমাণের দ্বারাই যাহার পরিমাণের প্রতীতি হয়, এই অর্থ। তেজের তেজস্ত্বই তন্মাত্রত্ব (অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম)—এই সকলই রূপের বৃত্তি বলিতে অসাধারণ লক্ষণ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

মধ্ব—ব্যক্তি সংস্থাতং ব্যক্ততেন স্থিতিঃ। গুণতাপ্রকাশত্বম্। আলোকো গুণ ইত্যেব প্রকাশশ্চেতি কথ্যতে ইত্যভিধানম্। তেজস্ত্বমথ চোগ্রত্বং ক্রৌর্য্যমিত্যপি চোচ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ৩৯ ॥

———

দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনম্।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—দ্যোতনং (প্রকাশনং) পচনং (তণ্ডুলাদেঃ) ক্ষুৎ তৃট্ (চ তদ্দ্বারেণ) পানম্ অদনং (চ) হিমমর্দ্দনং (শৈত্যনাশনং) শোষণং চ এতাঃ এব তু তেজসঃ বৃত্তয়ঃ (কার্য্যভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—দ্রব্য প্রকাশ করা, তণ্ডুলাদির পরিপাক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তজ্জনিত ভোজন, পান, শোষণ ও হিমমর্দ্দন—এই সকলই তেজের বৃত্তি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তেজসো লক্ষণমাহ—দ্যোতনং প্রকাশনং, পচনং তণ্ডুলাদেঃ, ক্ষুৎ ক্ষুধা, তৃট্ তৃষ্ণা তদ্দ্বারেণ অদনং পচনং চ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তেজের লক্ষণ বলিতেছেন—'দ্যোতনং'—(সূর্য্যাদির ন্যায়) প্রকাশকরণ, 'পচনং'—তণ্ডুলাদির পাককরণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (পিপাসা)—এই দুইটির দ্বারা ভোজন ও পান ॥ ৪০ ॥

———

রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবচোদিতাৎ (দৈবেন কালাদিনা চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ রূপমাত্রাৎ (রূপতন্মাত্রাৎ) তেজসঃ রসমাত্রম্ (রসতন্মাত্রং) অভূৎ, তস্মাৎ (রসাৎ) অম্ভঃ (জলম্ অভূৎ); জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়ং) রসগ্রহঃ (রসস্য গ্রহঃ গ্রহণং ততঃ ভবতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—রূপ-তন্মাত্র তেজ দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রসতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল; রসতন্মাত্র হইতে আবার জলরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হইল; রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা উক্ত রসের গ্রাহক ॥ ৪১ ॥

———

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুম্ল ইতি নৈকধা।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ রসঃ (মধুরঃ এব সন্) ভৌতিকানাং (সংসর্গিদ্রব্যাণাং) বিকারেণ কষায়ঃ মধুরঃ তিক্তঃ কটু অম্লঃ ইতি (ইত্যাদিঃ) ন একধা (লক্ষণেন সহ ষড়্ধা) বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ঐ রস একমাত্র মধুর হইয়াও তৎসংসর্গি ভৌতিকদ্রব্যের গুণভেদে কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—রসস্য লক্ষণমাহ—কষায় ইতি। কষায়াদিষু লবণোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। ভৌতিকানাং সংসর্গিদ্রব্যাণাং য একো মধুর এব সন্ এবমনেকধা ভিদ্যতে স রস ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রসের লক্ষণ বলিতেছেন—'কষায়ঃ' ইতি, কষায় প্রভৃতির মধ্যে লবণকেও গ্রহণ করিতে হইবে। রস একমাত্র মধুর হইয়াও সাংসর্গিক দ্রব্যসকলের বিকারবশতঃ, কষায়াদি ভেদে বিকার-বিশিষ্ট হইয়া বহুপ্রকারে বিভিন্ন হয়—এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোদনম্ ।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্লেদনং (আর্দ্রীকরণং) পিণ্ডনং (মৃদাদেঃ পিণ্ডীকরণং) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তিকারত্বং) প্রাণনাপ্যায়নোদনং (প্রাণনং জীবনম্ আপ্যায়নং তৃড়্‌বৈক্লব্যনিবর্ত্তনম্ উদনং মৃদুকরণং) তাপাপনোদঃ (সূর্য্যাদিজনিত-তাপনিবর্ত্তনং) ভূয়স্ত্বং (কূপাদাবুদ্ধৃ-তস্যাপি পুন পুনঃ উদ্‌গমঃ) ইমাঃ (ক্লদনাদয়ঃ) অম্ভসঃ বৃত্তয়ঃ (কার্য্যভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, জীবিতকরণ, তৃষ্ণাজড়িত বৈক্লব্য-নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপ-নিবারণ এবং বারংবার উদ্ধৃত হইলেও কূপাদিতে পুনঃপুনঃ উদ্‌গমন—এই সকল জলের বৃত্তি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ভসো লক্ষণমাহ—ক্লেদনমার্দ্রীকরণং পিণ্ডনং মৃদাদেঃ পিণ্ডীকরণং তৃপ্তিস্তৃপ্তিদাতৃত্বম্। প্রাণনং জীবনং "আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আপ্যায়নং তৃড়্‌বৈক্লব্যনিবর্ত্তনং, উদনং মৃদুকরণম্—উন্দনমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ভূয়স্ত্বং কূপাদা-বুদ্ধৃতস্যাপি পুনঃ পুনরুদ্‌গমঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলের লক্ষণ বলিতেছেন—'ক্লেদনং'—আর্দ্রীকরণ (আর্দ্র করা, ভিজান), মৃত্তিকা-দির পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তি বলিতে তৃপ্তিদান। 'প্রাণনং'—জীবন (জীবন রক্ষা), শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"আপোময়ঃ প্রাণঃ", অর্থাৎ জলময় জীবন। 'আপ্যা-য়ন' বলিতে তৃষ্ণাজনিত বৈক্লব্য নিবারণ, 'উদন' বলিতে মৃদুকরণ, এই স্থলে 'উন্দনং'—এইরূপ পাঠান্তরেও একই অর্থ। 'ভূয়স্ত্বং'—কূপাদি হইতে উদ্ধৃত (জল তোলা) হইলেও পুনঃ পুনঃ উদগত হওয়া—এই সমস্ত জলের অসাধারণ ধর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—উদনং বিন্দুভাবঃ স্যাৎ স্যন্দনং স্রবণং স্মৃতমিত্যভিধানম্। পৃথিবাগ্ন্যপেক্ষয়াভূয়স্ত্বং দেহে ॥ ৪৩ ॥

রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ ।
গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—দৈব-চোদিতাৎ (দৈবেন চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ রসমাত্রাৎ অম্ভসঃ গন্ধমাত্রং অভূৎ; তস্মাৎ পৃথ্বী (অভূৎ) ঘ্রাণঃ গন্ধগঃ (গন্ধং প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—রসতন্মাত্ররূপ জল কালপ্রেরিত হইয়া বিকৃত হইলে উহা হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল; ঐ গন্ধতন্মাত্র হইতে ভূমিরূপ মহাভূত উৎপন্ন হইল। ঘ্রাণেন্দ্রিয় উক্ত গন্ধতন্মাত্রের গ্রাহক ॥ ৪৪ ॥

করম্ভপূতিসৌরভ্য-শান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্ ।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্‌গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (এব) গন্ধঃ দ্রব্যাবয়ব-বৈষ-ম্যাৎ (সংসর্গি-দ্রব্যাণাং অবয়ব-বৈষম্যাদ্বিকারাৎ) করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ (করম্ভঃ মিশ্র-গন্ধঃ যথা ব্যঞ্জনাদীনাং হিঙ্গ্বাদি সংস্কারেণ, পূতিঃ দুর্গন্ধঃ, সৌরভ্যং কর্পূরাদেঃ, শান্তঃ শতপত্রাদেঃ, উগ্রঃ লশুনাদেঃ, অম্লঃ তিন্তিড়্যাদেঃ ইত্যাদিভিঃ ভেদৈঃ) পৃথক্ বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গি-দ্রব্যের ভেদ-নিবন্ধন মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ কর্পূরাদির সুগন্ধ, পদ্মাদির শান্ত গন্ধ, লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির উৎকট গন্ধ, তিন্তি-ড়্যাদির অম্লগন্ধ—এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—গন্ধস্য লক্ষণমাহ—করম্ভো মিশ্রগন্ধঃ যথা ব্যঞ্জনাদীনাং হিঙ্গ্বাদি-সংস্কারে, পূতির্দুর্গন্ধঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গন্ধের লক্ষণ বলিতেছেন—'করম্ভ' বলিতে মিশ্রগন্ধ, যেমন হিঙ্গু (হিং) প্রভৃতির সংযোগে ব্যঞ্জনাদির গন্ধ। 'পূতি'—বলিতে দুর্গন্ধ ॥ ৪৫ ॥

ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্ ।
সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ ভাবনং (প্রতিমাদিরূপেণ সাকারতাপাদনং) স্থানং (জলাদিবিলক্ষণতয়া আশ্রয়ান্তর-নৈরপেক্ষ্যেণ স্থিতিঃ) ধারণং (জলাদ্যা-ধারত্বং) সদ্বিশেষণং (সতাং আকাশাদীনাং বিশেষ-ণম্ অবচ্ছেদকত্বং) সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ (সর্ব্বেষাং

সত্ত্বানাং প্রাণিনাং তৎগুণানাঞ্চ পুংস্ত্বাদীনাম্ উদ্ভেদঃ পরিণামবিশেষৈঃ প্রকটীকরণম্) পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণং (পৃথিব্যাঃ বৃত্তিঃ কার্য্যম্ এব লক্ষণম্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ-কারণত্ব, জলাদিকে পৃথক্ করিয়া অন্য নৈরপেক্ষে স্থিতি, জলাদির আধার হওয়া, আকাশাদির অবচ্ছেদন এবং নিখিল প্রাণীর ও তাহাদের পুংস্ত্বাদি গুণের প্রকটীকরণ—এই সকল পৃথিবীর বৃত্তি ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথিব্যা লক্ষণমাহ—ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য ভাবনং প্রতিমানির্ম্মাণকারণত্বম্। স্থানং জলাদিবিলক্ষণতয়া নৈরপেক্ষ্যেণ স্থিতিঃ। ধারণং জলাদ্যাধারত্বম্। সতামাকাশাদীনাং বিশেষণং বিশেষণহেতুঃ মলিনমাকাশং ধূষরোহনিলঃ ইত্যাদিপ্রতীতির্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং তদ্‌গুণানাঞ্চ পুংস্ত্বাদীনামুদ্ভেদঃ পরিণামবিশেষৈঃ প্রকটীকরণম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন—'ভাবনং ব্রহ্মণঃ', ব্রহ্মের ভাবন বলিতে পরমেশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ-করণত্ব (অর্থাৎ মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা)। 'স্থানং'—জলাদির অপেক্ষা না রাখিয়া পৃথক্‌রূপে অবস্থান। 'ধারণ' বলিতে জলাদির আধার। 'সদ্বিশেষণং'—সৎ বলিতে আকাশাদি, তাহাদের বিশেষণ, অর্থাৎ বিশেষণের হেতু, যাহা হইতে মলিন আকাশ, ধূষর বায়ু ইত্যাদি প্রতীতি হয়। 'সর্ব্বসত্ত্ব-গুণোদ্ভেদঃ'—সকল প্রাণিগণের এবং তাহাদের পুংস্ত্বাদি গুণসমূহের উদ্ভব, অর্থাৎ পরিণামবিশেষের দ্বারা প্রকাশতা—(এই সকল ভূমির অসাধারণ ধর্ম্ম) ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—ভাবনমুৎপাদকত্বম্। ব্রহ্মস্থানং তু পৃথিবী শরীরে ব্রহ্মদর্শনাৎ ইতি কাপিলেয়ে। সদ্বিশেষণ—বিশেষেণ ব্যক্তত্বম্। অসদব্যক্তনামস্যাদ্ব্যক্তং সদিতি চোচ্যতে ইতি ব্রাহ্মে। সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ শরীরে হি সর্ব্বপ্রাণিনাং গুণা ব্যজ্যন্তে সংসারাবস্থায়াম্।

শরীরং পার্থিবং জ্ঞেয়মিন্দ্রিয়াণ্যৌদকানি তু।
তৈজসঃ কোষ্ঠগো বহ্নিশ্ছিদ্রমাকাশসম্ভবম্।
প্রাণা বায়ুময়াঃ সর্ব্বে প্রত্যেকং পঞ্চধা পুনঃ ॥

ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৪৬ ॥

নভোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে।
বায়োর্গুণবিশেষোহর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—নভোগুণবিশেষঃ (নভসঃ গুণবিশেষঃ শব্দঃ) যস্য অর্থঃ (বিষয়ঃ) তৎ শ্রোত্রম উচ্যতে ; বায়োঃ গুণবিশেষং (স্পর্শঃ) যস্য অর্থঃ তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আকাশের গুণবিশেষ 'শব্দ' যাহার বিষয়, তাহাই শ্রোত্র-নামে কথিত। ঐরূপ বায়ুর গুণবিশেষ 'স্পর্শ' যাহার বিষয়, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে ত্বক্ বলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোত্রাদীনাং শব্দাদিগ্রাহকত্বমুক্তম্। তেষাঞ্চ লক্ষণং তদেবেত্যাহ—নভসো গুণবিশেষঃ শব্দো যস্যার্থো বিষয়স্তৎশ্রোত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের শব্দগ্রাহকত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণও তাহাই, অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই শ্রোত্রাদির লক্ষণ, ইহা বলিতেছেন—'নভসঃ গুণ-বিশেষঃ'—আকাশের গুণবিশেষ শব্দ, যাহার 'অর্থ', অর্থাৎ বিষয়, তাহা শ্রোত্র ॥ ৪৭ ॥

তেজোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে।
অম্ভোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমের্গুণবিশেষোহর্থো যস্য ঘ্রাণঃ স উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তেজোগুণবিশেষঃ যস্য অর্থঃ তৎ চক্ষুঃ উচ্যতে। অম্ভোগুণবিশেষঃ (রসঃ) যস্য অর্থঃ তৎরসনং বিদুঃ। ভূমেঃ গুণবিশেষঃ (গন্ধঃ) যস্য অর্থঃ সঃ ঘ্রাণঃ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তেজের গুণবিশেষ 'রূপ' যাহার বিষয়, তাহাকে চক্ষু, জলের গুণবিশেষ 'রস' যাহার বিষয়, তাহাকে রসনা, ভূমির গুণবিশেষ 'গন্ধ' যাহার বিষয়, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, পঞ্চসু ভূতেষু মধ্যে যথোত্তরং গুণাধিক্যমাহ—পরস্য কারণস্য ধর্ম্মঃ শব্দাদিঃ অপরস্মিন্ কার্য্যে বায়্বাদৌ কারণান্বয়াদ্দৃশ্যতে, তত্রাকাশেহন্যান্বয়াভাবাদেক এব শব্দঃ, বায়ৌ দ্বৌ শব্দস্পর্শৌ। তেজসি ত্রীণি শব্দস্পর্শরূপাণি। জলে চত্বারঃ শব্দস্পর্শরূপরসাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, (আকাশাদি) পঞ্চভূতের মধ্যে যথোত্তর পর পর গুণাধিক্য বলিতেছেন। পরবর্ত্তী কারণের ধর্ম্ম শব্দাদি, অপরের কার্য্যে অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিতে কারণরূপে যুক্ত—দেখা যায় ; (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ, পর পর ভূতে বর্ত্তমান থাকে), কিন্তু আকাশে অন্য অন্বয়ের (কারণের) অভাববশতঃ একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিনটি গুণ। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটি গুণ ॥ ৪৮ ॥

পরস্য দৃশ্যতে ধর্ম্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—পরস্য (কারণস্য আকাশাদেঃ) ধর্ম্মঃ (শব্দাদিঃ) অপরস্মিন্ (কার্য্যে বায্বাদৌ) সমন্বয়াৎ (উপাদানতয়ানুবৃত্তত্বাৎ) হি (যতঃ) দৃশ্যতে, অতঃ (হেতোঃ) ভাবানাং (আকাশাদীনাং সর্ব্ব অপি) বিশেষঃ (শব্দাদিগুণঃ) ভূমৌ এব উপলভ্যতে (দৃশ্যতে, তত্রাকাশাদি-চতুর্ণাং অন্বয়াৎ জলাদিষু যথান্বয়মেব, ন সর্ব্বঃ ; আকাশে তু অন্যান্বয়াভাবাৎ একঃ শব্দঃ এব) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় কারণের বিশেষ গুণ কার্য্যেত দৃষ্ট হইয়া থাকে ; সেই জন্য আকাশাদি ভূতচতুষ্টয়ের বিশেষ গুণসমূহ একমাত্র ভূমিতেই পাওয়া যায় ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমৌ পঞ্চৈব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইত্যাহ—অত ইতি। ভাবানামাকাশাদীনাং বিশেষঃ সর্ব্ব এব গুণঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটিই গুণ রহিয়াছে, তাহা বলিতেছেন —'অতঃ', সেইজন্য আকাশাদি চারি পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ ভূমিতেই দেখা যায় ॥ ৪৯ ॥

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যদা এতানি মহদাদীনি (মহৎ, অহঙ্কারঃ, পঞ্চ মহাভূতানি ইতি) সপ্ত অসংহত্য (অমিলিত্বা স্থিতানি তথাভূতেভ্যঃ কার্য্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ তদা) কালকর্ম্মগুণোপেতঃ (কালঃ ক্ষোভকরঃ, কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং, গুণঃ প্রকৃতিঃ তৈঃ উপেতঃ সহিতঃ) জগদাদিঃ (ভগবান্) উপাবিশৎ (প্রথমং সংহননকারিণ্যা শক্ত্যা সর্ব্বতত্ত্বং সম্মেলনার্থমাবিশৎ) ॥৫০॥

অনুবাদ—এই সকল মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত ছিল তখন জগাদির মূলকারণ ঈশ্বর কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া উহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কারণোৎপত্তিমুক্ত্বা কার্য্যোৎপত্তিমাহ—এতানি তত্ত্বানি অসংহত্য অমিলিত্বা যদা স্থিতানি তদা জগদাদিরীশ্বরঃ প্রাবিশৎ প্রথমং সংহননকারিণ্যা শক্ত্যা সর্ব্বতত্ত্বসম্মেলনার্থমবিশৎ। ততো বর্ষসহস্রান্তে তদন্তর্য্যামিত্বেন প্রাবিশদিতি জ্ঞেয়ম্। কালঃ ক্ষোভকঃ কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং গুণঃ প্রকৃতিস্তৈঃ সহিতঃ। সপ্তেতি প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোক্তম্। প্রবেশস্তু সর্ব্বেষ্বেব বিবক্ষিতঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে কারণের উৎপত্তি বলিয়া, কার্য্যের উৎপত্তি বলিতেছেন—'এতানি', এই তত্ত্বসকল (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত —সপ্ত পদার্থ) যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত ছিল, তখন 'জগদাদিঃ'—ঈশ্বর, প্রথমে সংহননকারিণী (সংযোজন-কর্ত্রী) শক্তির দ্বারা সকল পদার্থের একত্র সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত, ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর সহস্র বর্ষ পরে, তাহাতে অন্তর্য্যামিত্ব-রূপে প্রবিষ্ট হইলেন, ইহা জানিতে হইবে। কাল—ক্ষোভক ধর্ম্ম, কর্ম্ম—জীবের অদৃষ্ট, এবং গুণ বলিতে (সত্ত্বাদি গুণময়ী) প্রকৃতি, ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়া (ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন)। 'সপ্ত'—ইহা প্রাধান্যের অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রবেশ সকলের অভ্যন্তরেই ইহা বিবক্ষিত ॥ ৫০ ॥

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তেন (ভগবৎপ্রবেশেন) অনুবিদ্ধেভ্যঃ (ক্ষুভিতেভ্যঃ) যুক্তেভ্যঃ (পরস্পরং

মিলিতেভ্যঃ তত্ত্বেভ্যঃ) অচেতনম্ (অধিষ্ঠাতৃচেতন-রহিতম্) অণ্ডং উত্থিতং (উৎপন্নং) যস্মাৎ (অণ্ডাৎ) অসৌ বিরাট্ পুরুষঃ (হিরণ্য গর্ভাত্মকঃ সমষ্টিজীবঃ) উদতিষ্ঠৎ (প্রাদুরভূৎ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবৎপ্রবেশহেতু ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল ; তখন সেই সকল হইতে এক অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট্ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—তেন তৎপ্রবেশেন অনুবিদ্ধেভ্য আদৌ ক্ষুভিতেভ্যস্তৎক্ষণাদেব যুক্তেভ্যো মিলিতেভ্যস্তত্ত্বেভ্যোঽণ্ডমুত্থিতমুৎপন্নম্। যস্মাদ্বিরাট্ পুরুষো হিরণ্য-গর্ভাত্মকঃ সমষ্টিজীবঃ উদতিষ্ঠৎ নিদ্রামিবাতিক্রম্য সচেতনো বভূব ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—সেই ভগবানের প্রবেশের হেতু, 'অনুবিদ্ধেভ্যঃ'—প্রথমতঃ ক্ষুভিত, তারপর তৎক্ষণাৎ পরস্পর মিলিত সেই মহত্তত্ত্বাদি হইতে (অচেতন) অণ্ড উত্থিত হইল। 'যস্মাৎ'—যে অচেতন অণ্ড হইতে, 'অসৌ বিরাট্'—এই বিরাট্-পুরুষ, অর্থাৎ হিরণ্যাগর্ভাত্মক সমষ্টি-জীব, 'উদ-তিষ্ঠৎ'—আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ যেন নিদ্রা অতি-ক্রম করিয়া সচেতন হইলেন ॥ ৫১ ॥

এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রাধানেনাবৃতৈর্বহিঃ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—এতৎ বিশেষাখ্যং অণ্ডং বহিঃ প্রধানেন (বহিঃস্থিতপ্রকৃত্যাবরণেন) আবৃতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈঃ (ক্রমশঃ উত্তরোত্তরং অধিকৈঃ) দশোত্তরৈঃ (পৃথ্বী-তত্ত্বাৎ উত্তরোত্তরদশগুণাধিকৈঃ) তোয়াদিভিঃ (তোয়-তেজোবায়্বাকাশাহঙ্কারমহত্তত্ত্বৈঃ) পরিবৃতম্। ভগবতঃ হরেঃ রূপং (মায়িকং) যত্র (অন্তে) অয়ং (দেব-মনুষ্যাদিঃ) লোকবিতানঃ (চতুর্দ্দশ লোকবিস্তারঃ অস্তি হরেরিতি পুরুষাভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ঐ অণ্ডের নাম বিশেষ, উহা বহির্ভাগে প্রকৃতিদ্বারা আবৃত ; অভ্যন্তরে পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দশগুণ পরিবর্দ্ধিত জলাদি ভূতদ্বারা বেষ্টিত ও ভগ-বান্ হরির মায়িক রূপস্বরূপ। ঐ অণ্ডেই চতুর্দ্দশ-ভুবন বিস্তৃত রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অণ্ডমিতি। বিশেষ ইত্যাখ্যা নাম যস্য তৎ, দশগুণাধিকৈরুত্তরোত্তরৈঃ বহিঃস্থিতপ্রকৃত্যা-বরণেনাবৃতৈঃ। রূপং মায়িকম্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অণ্ডম্' ইতি। 'বিশেষাখ্যং' —'বিশেষ' এই আখ্যা অর্থাৎ নাম যাহার, সেই অণ্ড, 'দশোত্তরৈঃ'—বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্দ্ধিত এবং প্রকৃতির আবরণের দ্বারা পরিবৃত। 'রূপং'—রূপ বলিতে ভগবান্ হরির মায়িক রূপ ॥ ৫২ ॥

হিরন্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—সলিলেশয়াৎ (জলে স্থিতাৎ) হিরণ্ময়াৎ (প্রকাশবহুলাৎ) অণ্ডকোষাৎ উত্থায় (ঔদাসীন্যং বিহায়) তম্ আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) মহাদেবঃ (মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চ ভগবান্) খং (ছিদ্রং) বহুধা নির্ব্বি-ভেদ (পৃথক চকার) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—সেই মহান্ দেব জলশায়িত ঐ হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করি-লেন এবং ঐ অণ্ডেই অধিষ্ঠান করিয়া বহুপ্রকার ছিদ্রভেদ প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নধ্যাত্মাদি-বিভাগমাহ—হির-ণ্ময়াদিতি। আবিশ্য অধিষ্ঠায় মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চ বহুবিধং খং ছিদ্রং নির্ব্বিভেদ পৃথক্ পৃথক্ চকার ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অণ্ডে অধ্যাত্মাদি বিভাগ বলিতেছেন—'হিরণ্ময়াৎ' ইতি। 'আবিশ্য'—বলিতে অধিষ্ঠান করিয়া। 'মহাদেবঃ'—মহান্ দেব বহুবিধ ছিদ্র, 'নির্ব্বিভেদ'—ভেদ করিলেন অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

মধ্ব—অচেতনাদ্যতস্ত্বণ্ডাদ্ব্রহ্মা সমজনি স্ফুটম্।
অতো ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহুর্বিরাড্ ব্রহ্মা প্রকাশনাৎ ॥
ইতি চ ॥ ৫৩ ॥

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিরাজঃ) প্রথমং মুখং নিরভিদ্যত, ততঃ বাণী (বাগিন্দ্রিয়ং), বাণ্যা (সহ) বহ্নিঃ (দেবতা) (তত্র প্রাবিশৎ), অথো নাসে (নাসিকাচ্ছিদ্রে নিরভিদ্যেতাং), এতয়োঃ (নাসাচ্ছিদ্রয়োঃ অধিষ্ঠানভূতয়োঃ) প্রাণোতঃ (প্রাণেন উতঃ স্যূতঃ বিশিষ্টঃ সন্) ঘ্রাণঃ (ইন্দ্রিয়মভবৎ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—ঐ অণ্ডের প্রথমে মুখ উৎপন্ন হইল, পরে বাক্য ইন্দ্রিয় হইল, অতঃপর বাক্যের সহিত অগ্নি দেবতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে নাসাছিদ্রদ্বয় এবং ঐ নাসাদ্বয় হইতে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মিল ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—বাণ্যা সহ বহ্নিরভবৎ প্রাবিশৎ। নাসে নিরভিদ্যেতাং প্রাণোতঃ প্রাণেন স্যূতঃ সন্ ঘ্রাণঃ। এতয়োর্নাসয়োরভবদিত্যনুষঙ্গঃ। প্রাণোত ইতি বিশেষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু লিঙ্গবিপরিণামেন দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাণ্যা'—বাক্যের সহিত, অগ্নি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। 'নাসে'—নাসিকাদ্বয় উৎপন্ন হইল এবং ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণ-বায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। 'প্রাণোতঃ'—প্রাণবায়ু-যুক্ত, এই বিশেষণ সকল ইন্দ্রিয়েই লিঙ্গ-বিপরিণামের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

— ——

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যো ন্যভিদ্যেতাং
কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—ঘ্রাণাৎ বায়ুঃ (তদ্দেবতা চ অভবৎ (প্রাবিশৎ), অক্ষিণী (চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে) অভিদ্যেতাম্, এতয়োঃ চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং অভবৎ), তস্মাৎ (তদনন্তরং) সূর্য্যঃ (দেবতা প্রাবিশৎ), কর্ণৌ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে) ন্যভিদ্যেতাং ততঃ শ্রোত্রং (ইন্দ্রিয়ং) দিশঃ (দেবতাঃ প্রাবিশন্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—ঘ্রাণের পর বায়ু দেবতা প্রাণের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহার পর চক্ষুগোলকদ্বয় প্রকটিত হইল, অনন্তর চক্ষু ইন্দ্রিয় ও চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য প্রবিষ্ট হইলেন ; তাহার পর কর্ণগোলকদ্বয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল ; পরে উহাতে দিক্‌সমূহ দেবতারূপে প্রবেশ করিল ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঘ্রাণাদনন্তরং বায়ুরাবিশৎ। এবমেবাগ্রেঽপি পঞ্চম্যন্তানাং তদনন্তরমিতি ব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। সূর্য্যোঽনুভিদ্যেতাং ন্যভিদ্যেতামিতি পাঠদ্বয়ম্ ॥৫৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘ্রাণাদ্ বায়ুঃ'—ঘ্রাণের পর বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই প্রকার পরেও পঞ্চম্যন্ত পদসমূহের 'তাহার পর'—এইরূপ ব্যাখ্যা জানিতে হইবে। 'সূর্য্যঃ ন্যভিদ্যেতাম্'—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য নির্ভিন্ন হইলেন, এখানে 'অনুভিদ্যেতাং' এবং 'ন্যভিদ্যেতাম্'—এইরূপ পাঠান্তরে একই অর্থ ॥ ৫৫ ॥

———

নির্ব্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্র্বাদয়স্ততঃ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্ব্বিভিদে ততঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ বিরাজঃ ত্বক্ (অধিষ্ঠানং) নির্ব্বিভেদ (নির্ভিন্না) ততঃ রোমশ্মশ্র্বাদয়ঃ (রোমাদয়ঃ ইন্দ্রিয়স্থানাপন্নাঃ জ্ঞেয়াঃ, ততঃ) ওষধয়ঃ (দেবতাঃ) আসন্ (প্রাবিশন্) ততঃ চ শিশ্নং (অধিষ্ঠানং) নির্ব্বিভেদে (ভিন্নং জাতম্) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের ত্বক্ অধিষ্ঠান জন্মিল, তদনন্তর রোম, শ্মশ্রু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে ও ওষধিসকল দেবতারূপে প্রকাশ পাইল, পরে উপস্থেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল ॥ ৫৬ ॥

———

রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (শিশ্নাৎ) রেতঃ (শুক্রং) আপঃ আসন (জাতাঃ), ততঃ চ গুদম্ (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত, গুদাৎ (গুদোৎপত্তেঃ অনন্তরম্) অপানঃ (পায়ুরিন্দ্রিয়ং) আসীৎ, আপনাৎ (অনন্তরং) লোকভয়ঙ্করঃ মৃত্যুঃ (তত্র দেবতা আসীৎ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—ঐ শিশ্ন হইতে রেতঃ ও জল উৎপন্ন হইল ; তৎপরে পায়ু নির্ভিন্ন হইল ; ঐ পায়ু হইতে অপান বায়ু এবং অপান হইতে লোকভয়ঙ্কর মৃত্যু প্রকাশিত হইল ॥ ৫৭ ॥

— ——

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্ ।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ—হস্তৌ (করদ্বয়ে) নিরভিদ্যেতাং, তাভ্যাং (তয়োঃ) বলং (ইন্দ্রিয়ং আসীৎ) ততঃ (তস্য) স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ দেবতা আসীৎ) পাদৌ নিরভিদ্যেতাং, তাভ্যাং (তয়োঃ) গতিঃ (গত্যাখ্যং ইন্দ্রিয়ং আসীৎ), ততঃ (তত্র) হরিঃ (বিষ্ণুঃ) (দেবতা আসীৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দুইহস্ত বহির্ভূত হইল ; ঐ দুইহস্ত হইতে বলশক্তি প্রকাশ পাইল ; তৎপরে ইন্দ্র দেবতারূপে আবির্ভূত হইলেন ; তাহার পর চরণদ্বয় বাহির হইল ; দুই চরণ হইতে গতিশক্তি উদ্ভূত হইল, তৎপরে বিষ্ণু দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বরাট্ ইন্দ্রঃ । হরিঃ হরিণা আবিষ্টো দেববিশেষ ইতি সন্দর্ভঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বরাট্'—ইন্দ্র । 'হরিঃ'—এখানে হরি বলিতে তাঁহার আবেশ অবতার দেবতা-বিশেষ—ইহা সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—যজ্ঞনামা তু দেবোহপি বিজ্ঞেয়ঃ পাদদেবতা ।
তদাবিষ্টো হরির্নিত্যং তমাহুঃ পাদদৈবতম্ ।
তস্যেন্দ্রিয়াভিমানিত্বং কুতঃ পূর্ণমলাত্মনঃ ॥
ইতি চ ॥ ৫৮ ॥

নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্ ।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিরাজঃ) নাড্যঃ (অধিষ্ঠান-ভূতাঃ) নিরভিদ্যন্ত তাভ্যঃ (তাসু) লোহিতম্ (ইন্দ্রিয়স্থানীয়ম্) আভৃতম্ (জাতং) ততঃ (তস্য) নদ্যঃ (দেবতাঃ) সমভবন্, উদরম্ (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের নাড়ীসকল উদ্ভূত হইল, ঐ সকল নাড়ী হইতে রক্তসঞ্চালক ইন্দ্রিয় ও ঐ রক্ত হইতে নদীসকল দেবতারূপে প্রকাশ পাইল, ক্রমে তাহার উদর আবিষ্কৃত হইল ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ— লোহিতং রক্তাদিসঞ্চারকমিন্দ্রিয়ং আভৃতং জাতম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোহিতং'—রক্তাদি সঞ্চা-লক ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল ॥ ৫৯ ॥

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তত্র) ক্ষুৎপিপাসে (ইন্দ্রিয়-স্থানীয়ে) স্যাতাম্ এতয়োঃ (ক্ষুৎপিপাসয়োঃ দেবতা) তু সমুদ্রঃ অভূৎ (বভূব), অথ (চ) অস্য হৃদয়ং (কমলাকারং) ভিন্নং, হৃদয়াৎ (হৃদয়ে) মনঃ (ইন্দ্রিয়ম্) উত্থিতম্ (স্থতম্) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহাতে ক্ষুৎপিপাসা প্রকাশ পাইল, ঐ দুই হইতে সমুদ্র উৎপন্ন হইল ; পরে বিরাট্ পুরুষের হৃদয় উৎপন্ন হইল ; তাহা হইতে মন উত্থিত হইল ॥ ৬০ ॥

মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ ।
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্ত্যস্ততোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—মনসঃ চন্দ্রমা (দেবতা) জাতঃ, (বুদ্ধ্যাদীনামপি হৃদয়মেবাধিষ্ঠানং) বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়ং) বুদ্ধেঃ গিরাং পতিঃ (ব্রহ্মা দেবতা) অহঙ্কারঃ (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ (তত্র) রুদ্রঃ (দেবতা) চিত্তং (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ (তত্র) চৈত্ত্যঃ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ বাসুদেবঃ অধিষ্ঠাতা) অভবৎ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—মন হইতে চন্দ্রমা দেবতা, হৃদয় হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত উৎপন্ন হইল ; বুদ্ধি হইতে বাক্‌পতি ব্রহ্মা দেবতা আবির্ভূত হইলেন ; অহঙ্কার হইতে রুদ্র দেবতা এবং চিত্ত হইতে চৈত্ত্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বাসুদেব আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয় এব মন আদ্যন্তঃকরণচতুষ্টয়-স্যাধিষ্ঠানং, গিরাং পতির্ব্রহ্মা । চৈত্ত্যঃ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবঃ স এব চিত্তে উপাস্যদেবতা চ । স এব সমষ্টি-জীবস্য হিরণ্যগর্ভস্য প্রদ্যুম্নত্বেনান্তর্য্যামী । স এব ব্যষ্টিজীবানামনিরুদ্ধত্বেনান্তর্য্যামীতি ভাগবতা-

মৃতাজ্জ্ঞেয়ম্। ন তু চিত্তাধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞো জীব ইতি বাচ্যঃ, তস্য কর্ত্তৃত্বকরণত্বাদ্যভাবস্য সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতত্বাৎ। "আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ইত্যাদাবপি চৈত্ত্য-শব্দেনান্তর্য্যামিন এবোক্তিঃ। কুচিচ্চ চৈত্ত্য-শব্দেন জীবাভিমানং তু চিত্তোপাধিত্বাদেব, ন তু চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়ই মন প্রভৃতি (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—ইহারা) অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠান। 'গিরাং পতিঃ'—বাক্যের পতি ব্রহ্মা। 'চৈত্ত্যঃ'—চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব এবং তিনিই চিত্তে উপাস্যদেবতা। তিনিই সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভের প্রদ্যুম্ন-রূপে অন্তর্য্যামী। তিনিই (সেই বাসুদেবই) ব্যষ্টি জীবসকলের অনিরুদ্ধ-রূপে অন্তর্য্যামী ইহা ভাগবতামৃত হইতে জানিতে হইবে। এখানে চৈত্ত্য-শব্দে চিত্তের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব—এইরূপ বলা চলে না, কারণ তাহার (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের) কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বাদির অভাবই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে (১১।২৯।৬)—"আচার্য্য-চৈত্ত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—অর্থাৎ যে আপনি বাহিরে আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব-রূপে এবং অন্তরে চৈত্ত্যবপুঃ অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয়বাসনা নিরস্ত করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন—ইত্যাদি (উদ্ধবের উক্তির) স্থলেও 'চৈত্ত্য'—শব্দে অন্তর্য্যামীই উক্ত হইয়াছে। কোথাও যে চৈত্ত্য-শব্দের দ্বারা জীবের অভিমান—এইরূপ বলা হয়, উহা চিত্তের উপাধিত্ব-হেতুই, কিন্তু চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে নহে—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৬১ ॥

মধ্ব—চৈত্ত্যোঽপি ভগবান্ বিষ্ণুরন্তর্য্যামী চতুর্মুখাৎ।
স্বেচ্ছয়া ব্যক্তিমগমৎ ততোঽসৌ ব্রহ্মজঃ স্মৃতঃ ॥ ॥ ৬১ ॥

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—অভ্যুত্থিতাঃ (সাত্ত্বিকাৎ অহঙ্কারাৎ জাতাঃ) এতে হি (প্রসিদ্ধাঃ) দেবাঃ (যদা) অস্য (বিরাজং) উত্থাপনে (বহিশ্চেষ্টা-এম্পাদনে) ন এব অশকন্ (তদা) তং (বিরাজং) উত্থাপয়িতুং খানি (স্বস্বস্থানানি) ক্রমাৎ বিবিশুঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—এই সকল দেবতা উদ্ভূত হইয়াও বিরাট্ পুরুষকে উত্থিত করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন তাঁহারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে যথাক্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামন্তর্য্যামিন এব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং দর্শয়িতুমুক্তমেব প্রবেশং সর্ব্বেষাং পুনরাহ—এত ইত্যাদিনা ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা অন্তর্য্যামীরই সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব দেখাইবার জন্য, পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনরায় সকলের (স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে) প্রবেশের কথা বলিতেছেন—'এতে' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৬২ ॥

বহ্নির্ব্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—বহ্নিঃ (দেবতা) বাচা (ইন্দ্রিয়েণ সহ) মুখং ভেজে, তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, বায়ুঃ (দেবতা) ঘ্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ) সহ নাসিকে (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—বহ্নি বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মুখে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন না; তৎপরে বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ॥ ৬৩ ॥

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—আদিত্যঃ চক্ষুষা অক্ষিণী (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ। দিশঃ শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষুরন্ধ্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না; অনন্তর দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত

কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ॥ ৬৪ ॥

ত্বচং রোমভিরোষধ্যা নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বচং রোমভিঃ (সহ) ওষধ্যাঃ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, আপঃ রেতসা (শুক্রেণসহ) শিশ্নং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—ঔষধিসকল লোমরূপ ইন্দ্রিয়সহ ত্বকে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ; অনন্তর জলরাশি শুক্র আশ্রয় করিয়া উপস্থে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না ॥ ৬৫ ॥

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৬॥

অন্বয়ঃ—মৃত্যুঃ অপানেন (সহ) গুদং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ; ইন্দ্রঃ বলেন হস্তৌ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—মৃত্যু অপানবায়ুসহ পায়ুদেশে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। শেষে ইন্দ্র বলশক্তি ইন্দ্রিয়-সহ হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিরাট্ পুরুষ তাহাতেও উঠিলেন না ॥ ৬৬ ॥

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুঃ গত্যা (ইন্দ্রিয়েণ সহ) এব চরণৌ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, নদ্যঃ লোহিতেন নাড়ীঃ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অবশেষে বিষ্ণু গতিশক্তিসহ পদদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না ; নদীসকল রক্তসহ নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন না ॥ ৬৭ ॥

মধ্ব—যজ্ঞান্তস্থঃ স্বয়ংপাদৌ বিশন্নোত্থাপয়ৎ হরি।
শক্তোঽপি ব্রহ্মবায্বোস্তু বলজ্ঞপ্ত্যৈ জনার্দ্দনঃ।
তৎস্থ উত্থাপয়ামাস ব্রহ্মদেহং বিশন্ প্রভুঃ ॥
॥ ৬৭ ॥

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৮॥

অন্বয়ঃ—সিন্ধুঃ ক্ষুৎতৃড়্ভ্যাম্ (সহ) উদরং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, চন্দ্রঃ মনসা হৃদয়ং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ উদরে প্রবেশ করিল, কিন্তু বিরাট্ তাহাতেও উত্থান করিলেন না ; অনন্তর চন্দ্র মনসহ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তথাপি বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না ॥ ৬৮ ॥

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা বুদ্ধ্যাপি হৃদয়ং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ; রুদ্রঃ অভিমত্যা হৃদয়ং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা বুদ্ধিসহ সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ; তখন রুদ্র অভিমানসহ আবার সেই হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু বিরাট্ পুরুষ তখনও উঠিলেন না ॥ ৬৯ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। "যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব্ব এতীতি" শ্রুতিঃ। বৃহস্পতিঃ পুরোধাশ্চ ব্রহ্মা চ ব্রহ্মণঃ পতিরিত্যভিধানম্ ॥ ৬৯ ॥

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—চৈত্যঃ (চিত্তাধিষ্ঠাতা) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (বাসুদেবঃ) চিত্তেন (স্বশক্তিভূতেন ইন্দ্রিয়েণ সহ) হৃদয়ং (হৃদয়কমলং স্বাধিষ্ঠানং) যদা প্রাবিশৎ, তদা এব বিরাট্ পুরুষঃ সলিলাৎ উদতিষ্ঠৎ (সলিলম্ অধিষ্ঠায় কার্য্যক্ষমঃ জাতঃ) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—অবশেষে চিত্তাধিষ্ঠাতা অন্তর্য্যামী পুরুষ যখন চিত্তসহ হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট্ পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—চৈত্ত্যো বাসুদেবঃ স এব ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতমিতি" গীতোক্তেঃ ॥ ৭০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চৈত্ত্যঃ'—চৈত্ত্য বলিতে বাসুদেব, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। যেহেতু শ্রীগীতাতে (১৩।৩) উক্ত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি", অর্থাৎ হে ভারত! তুমি আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে বিদিত হও, ইত্যাদি ॥ ৭০ ॥

মধ্ব—অংশেন সুপ্তো ব্রহ্মাপি অংশেন নিরগাৎ তথা।
স্বদেহাদ্বায়ুসহিতো বিষ্ণুনা চ জগৎপ্রভু ॥
তমুত্থাপয়িতুং দেবাস্তানৃতে ত্রীন্ মহাবলান্।
নাশক্নুবস্তেকসংস্থাস্ততস্তেঽববিশংস্ত্রয়ঃ ॥
উদতিষ্ঠদ্ব্রহ্মদেহস্তদা তেষাং প্রভাবতঃ।
বিশেষেণ হরেরেব প্রভাবেন শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥
চিত্তাভিমানী ব্রহ্মৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্তদ্‌গতো হরিঃ।
প্রাণবায়ুরিতি প্রোক্তস্তয়োরীশো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

তথ্য—**ক্ষেত্রজ্ঞ**—শ্রীগীতা ১৩শ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের বিচার আছে—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥

ভগবৎসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুপুরাণের ৬অং ৭অ, ৬০-৬২ শ্লোক—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ৭০ ॥

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (জীবাত্মনা) বিনা প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ যথা প্রসুপ্তং পুরুষং (মনুষ্যাদিম্) ওজসা (স্ববলেন) উত্থাপয়িতুং ন প্রভবন্তি, (তথা বুদ্ধ্যাদয়ঃ দেবাঃ অপি ক্ষেত্রজ্ঞপ্রবেশমন্তরেণ বিরাজম্ উত্থাপয়িতুং ন অশক্নুবন্) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—যেমন জীবাত্মা বিনা প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিজবলে প্রসুপ্ত মনুষ্যাদি দেহকে জাগরিত করিতে পারে না, সেরূপ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাও ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবের প্রবেশ বিনা বিরাট্ দেহকে কার্য্যক্ষম করিতে পারিলেন না ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ—সমষ্টি-বিরাড়্‌দেহস্য ব্যষ্টিদেহং দৃষ্টান্তয়তি যথেতি। যেন চিত্তাধিষ্ঠাত্রা পরমেশ্বরেণ বিনা প্রসুপ্তং ব্যষ্টিং যথা উত্থাপয়িতুং ন শক্নুবন্তি, তথৈব যেন বিনা সমষ্টিবিরাড়পি নোদতিষ্ঠদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমষ্টি-বিরাট্ দেহের উত্থাপন বিষয়ে ব্যষ্টিদেহের দৃষ্টান্ত দিতেছেন—**'যথা'** ইত্যাদি। 'যেন'—চিত্তের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যে পরমেশ্বর ব্যতীত বহ্নি প্রভৃতি দেবগণও সমষ্টি-বিরাট্‌কে উত্থিত (কার্য্যক্ষম) করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৭১ ॥

তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন (ইতি প্রথমম্ ঈশ্বরে ভক্তিঃ ততঃ অন্যত্র বিরক্তিঃ ততঃ ঈশ্বরানুভবরূপং জ্ঞানং ততঃ) যোগপ্রবৃত্তয়া ধিয়া (ভক্তিযোগেন প্রবৃত্তেন একাগ্রেন চিত্তেন যজ্‌জ্ঞানং তেন) অস্মিন্ আত্মনি (শুদ্ধমনসি) তং প্রত্যাগাত্মানং (স্বপ্রকাশ-ভগবৎস্বরূপং) বিবিচ্য চিন্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমে পরমেশ্বরে ভক্তি, তজ্জনিত ইতর বিষয়ে বিরক্তি ও জ্ঞান, তাহা হইতে

একাগ্রচিত্ত এবং তাহা হইতে যে জ্ঞান, তাহাদ্বারা এই শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপ বিচারপূর্ব্বক চিন্তা করিবে ।। ৭২ ।।

বিশ্বনাথ—সংখ্যানুকথনস্য প্রয়োজনমাহ— তং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যগ্‌জ্ঞানগম্যং পরমাত্মানং অস্মিন্‌ কার্য্যকারণসংঘাতে আত্মনি দেহে জীবাত্মন্যেব বা চিন্তয়েৎ ।। ৭২ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্‌ ।
ষড়্‌বিংশোঽয়ং তৃতীয়েঽস্মিন্‌ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্‌।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংখ্যানুকথনের প্রয়োজন বলিতেছেন—'তং প্রত্যগাত্মানং'—প্রত্যগাত্মা বলিতে প্রত্যক্‌-(অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানগম্য পরমাত্মাকে (অন্তর্য্যামিকে), 'অস্মিন্‌ আত্মনি'—এই কার্য্য-কারণ-সংঘাতরূপ দেহে, অথবা জীবাত্মাতেই চিন্তা করিবে ।। ৭২ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২৬ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩।২৬ ।।

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—
প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ।। ১ ।।

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-সাধন-বিস্তৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকদ্বারা মোক্ষ-রীতি নিরূপিত হইতেছে ।

জীবাত্মা নির্ব্বিকার,—সূর্য্যকিরণকণসমূহ জলে পতিত হইলেও যেমন জলধর্ম্মাক্রান্ত হয় না, জীবাত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণের সহিত লিপ্ত না হইয়াও থাকিতে পারেন । কিন্তু যখন জীব প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইয়া পড়ে, তখনই সে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হয় এবং উচ্চনীচ বহু যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । যিনি সংসার পদবী অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও তীব্র-বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করেন । তাঁহার দেহে ও দেহের আনুষঙ্গিক স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' অসদাগ্রহ আদৌ থাকে না । যেরূপ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া কাষ্ঠকেই দগ্ধ করে, তদ্রূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন ও ভগবৎকথা-শ্রবণে পরিপুষ্ট তীব্র ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা পুরুষের প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ দূরীভূত হয় । তিনি ব্রহ্মলোকাবধি কোনও লোক বা অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন না ; ভক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া নিত্যধামে গমন করেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ অপি (প্রাকৃত-দৈব মনুষ্যাদি-শরীরে স্থিতোঽপি) নির্গুণত্বাৎ অকর্ত্তৃত্বাৎ অবিকারাৎ (রাগাদি-বিকারাভাবাৎ চ) জলার্কবৎ (জলে প্রতিবিম্বিত-সূর্য্য ইব) প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (তৎকৃতৈঃ পুণ্যপাপাদিভিঃ সুখদুঃখাদিভিঃ চ) নাজ্যতে (ন লিপ্যতে) । (যথা জলগতাঃ কম্পাদয়ঃ প্রতিবিম্বিতে অর্কে প্রতীয়মানা অপি বস্তুতঃ অর্কগতা ন ভবন্তি, তথা অন্তঃকরণগতা এব প্রাকৃত-সুখদুঃখাদয়ঃ অধ্যাসেন আত্মনি প্রতীয়ন্তে ন তু তত্র বস্তুতঃ সন্তীত্যর্থঃ) ।। ১ ।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব বলিলেন—

মাতঃ, জলমধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকিরণ যেরূপ জলের সহিত লিপ্ত হয় না, শুদ্ধজীবাত্মাও সেইরূপ দেহগত হইয়াও অবিকারত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও নির্গুণত্বহেতু সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃত গুণের সহিত অসম্পৃক্তভাবে থাকিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তবিংশে ভক্তিমিশ্রজ্ঞানসাধনবিস্তৃতেঃ।
পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকাচ্চ মোক্ষরীতিরুদীর্য্যতে ॥০॥

বিবেকজ্ঞানেন মোক্ষমুপপাদয়িতুং জীবাত্মানং প্রকৃতের্বিবিক্তত্বেন দর্শয়তি—প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো জীবঃ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্নির্গুণত্বাদকর্ত্তৃত্বং ততোঽবিকারিত্বং তস্মাদ্ধেতোর্নাজ্যতে। জলার্কবৎ জলস্থঃ সূর্য্যমণ্ডলকিরণ ইব, ন বস্তুতো জলধর্ম্মাক্রান্তঃ—যদা হি পবননিবন্ধনো জলস্য কম্পঃ স্যাৎ, তদা তদনুগতস্য জলার্কস্যাপি কম্পঃ স্যাৎ। যদুক্তং "জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যত" ইতি, অতএব মনসঃ সম্যক্ শুদ্ধৌ সত্যাং ত্বংপদার্থোঽপি শুদ্ধ্যতীতি। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিতি শাস্ত্রম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান-সাধনের বিস্তৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকের দ্বারা মোক্ষ-রীতি বলা হইতেছে ॥ ০ ॥

বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবাত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখাইতেছেন—'প্রকৃতিস্থঃ অপি', প্রকৃতিস্থ বলিতে প্রকৃতির কার্য্য দেব, মনুষ্যাদির শরীরে অবস্থিত হইলেও পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মা, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে নির্গুণত্ব-হেতু অকর্ত্তৃত্ব, তাহাতে অবিকারিত্ব (রাগ-লোভাদি বিকারের অভাবত্ব), অতএব প্রকৃতির গুণ যে পাপ-পুণ্যাদি ও সুখ-দুঃখাদি, তাহাতে লিপ্ত হয় না। 'জলার্কবৎ'—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমণ্ডলের কিরণের ন্যায়, বস্তুতঃ কিন্তু জলের ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত নহে। যখন বায়ুর দ্বারা জলের কম্পন হয়, তখন তদনুগত জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বেরও কম্পন বোধ হয়। যদ্রূপ শ্রীভাগবতে (১০।১।৪৩) শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"জ্যোতি র্যথৈব" ইত্যাদি, অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ যেমন জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘটাদিতে অথবা জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুবেগের অনুগত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ দেহাভিমানী জীব নিজ অবিদ্যার দ্বারা রচিত দেহগেহাদিতে অনাদি কর্ম্ম-মূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনের সম্যক্‌রূপে শুদ্ধি হইলে, ত্বংপদার্থ ও (জীবাত্মাও) শুদ্ধ হয়। মনই মনুষ্য-গণের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—ইহাই শাস্ত্র ॥ ১ ॥

স এব যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরুষঃ) এব যর্হি (যদা) প্রকৃতেঃ গুণেষু (প্রাকৃত-সত্ত্বরজোস্তমোগুণেষু) অভিবিসজ্জতে (সর্ব্বতোভাবেন আসজ্জতে), (তর্হি) সঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারমোহিতধীঃ সন্) 'অহং কর্ত্তা' (আত্মানং সুখদুঃখফলভোগকর্ত্তারম্) ইতি মন্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু সেই জীবই যখন আবার সুখ-দুঃখাদিরূপ প্রকৃতির গুণে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া পড়েন, তখনই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন ॥২॥

বিশ্বনাথ—তস্যাভিমাননিবন্ধন এব সংসার ইত্যাহ—স এবেতি দ্বাভ্যাম্। যর্হি জাগরস্বপ্নয়োঃ ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই জীবের অভিমান-বশতঃই (অর্থাৎ দেহ, গেহাদিতে আমি, আমার—এই-রূপ অভিমান-হেতুই) সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহ), ইহা বলিতেছেন—'স এব', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'যর্হি'—যখন, অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্ন-কালে ॥ ২ ॥

তথ্য—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥গীঃ ৩।২৭॥২॥

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তেন (কর্ত্তৃত্বাভিমানেন) প্রাসঙ্গিকৈঃ (প্রকৃতিসঙ্গকৃতৈঃ) কর্ম্মদোষৈঃ (পুণ্যপাপাত্মকৈঃ) অবশঃ (বিহ্বলঃ অতএব) অনির্বৃতঃ (সুখং অলভমানঃ সন্) সদসন্মিশ্রযোনিষু (দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু)

সংসারপদবীং (জন্মমরণাদি-লক্ষণাং) অভ্যেতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানে অবশ হইয়া জীব প্রকৃতির সংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম বহু যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং কর্ম্মায়ত্ত সুখদুঃখোপভোগে নিবৃত্ত হইতে না পারিয়া সংসার-পদবী প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিপ্রসঙ্গভবৈঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রাসঙ্গিকৈঃ'— প্রকৃতির সংসর্গ হইতে উত্থিত দেহাদি-কৃত (পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মদোষে) ॥ ৩ ॥

তথ্য—শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণে করেন আদর ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
'আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥

চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ৩ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) যথা স্বপ্নে অর্থে (কর্ম্মরূপে অবিদ্যমানেঽপি অনর্থাগমঃ (অনর্থস্য স্বশিরচ্ছেদাদিরূপস্য আগমঃ প্রাপ্তিঃ জাগরণম্ অন্তরেণ) ন নিবর্ত্ততে, তথা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ অস্য (জীবাত্মনঃ) সংসৃতিঃ (মনুষ্যাদিষু ভ্রমণং তত্র সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎকারশ্চ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে জীব এত আসক্ত হয় যে, স্বপ্নাবস্থায় যেমন অসত্যবস্তুও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ অবাস্তব বস্তুসকলও অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের নিকট বাস্তববস্তু বলিয়া ভ্রম হয়; সুতরাং তাদৃশ পুরুষের সংসারনিবৃত্তি হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বকারণত্বাদ্যভাবাদ্বস্তুতঃ কর্ম্মাভাবেঽপি দেহকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ কথং বন্ধস্তত্রাহ—অর্থে কর্ম্মরূপে বস্তুনি বস্তুতোঽবিদ্যমানেঽপি কর্ত্তৃত্বাভিমানেন বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নে খল্বনর্থস্যাপ্যধিগমঃ সাভিমানবিষয়ধ্যানপরিপাকাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জীবের কর্ত্তৃত্ব ও কারণত্বাদির অভাবহেতু বস্তুতঃ কর্ম্মেরও অভাব, তাহা হইলে দেহকৃত কর্ম্মসকলের দ্বারা কিরূপে জীবাত্মার বন্ধন হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থে', কর্ম্মরূপ বস্তু বস্তুতঃ অবিদ্যমান হইলেও কর্ত্তৃত্বের অভিমানবশতঃ বিষয়সমূহের চিন্তা করিতে করিতে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্বপ্নে', যেমন স্বপ্নে অনর্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু-সকলের যে আগমন হয়, তাহা অভিমান বিষয়ের ধ্যানের পরিপাকেই হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

মধ্ব—অজ্ঞানং সুপ্তিশব্দোক্তং স্বপ্নশ্চৈব বিপর্য্যয়ঃ ইতি ভারতে ॥ ৪ ॥

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (তস্মাৎ) এব অসতাং (দুষ্টানাং ইন্দ্রিয়াণাং) পথি (বিষয়মার্গে) প্রসক্তং (প্রকর্ষেণ সক্তং) চিত্তং, তীব্রেণ ভক্তিযোগেন বিরক্ত্যা চ শনৈঃ বশং নয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতএব চিত্ত বিষয়পথে ধাবিত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতো বিষয়ধ্যানমনর্থহেতুরতো মনো নিয়ন্তব্যমিত্যাহ—অত ইতি। ভক্তিশ্চ যোগশ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তেন, তীব্রেণ বলিষ্ঠেন ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু বিষয়ের ধ্যানই অনর্থের হেতু, অতএব মনকেই সংযত (নিয়মিত) করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'অতঃ' ইতি। 'ভক্তি-যোগেন'—ভক্তি এবং যোগ, তাহাদের দ্বারা, এখানে দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে। 'তীব্রেণ'—তীব্র বলিতে বলিষ্ঠ, (অর্থাৎ সুদৃঢ়া ভক্তি ও একান্ত বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে ক্রমশঃ বশীভূত করিতে হইবে।)॥ ৫॥

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ॥ ৬॥
সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্ব্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা॥ ৭॥
যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ।
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥ ৮॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্ব্বন্নসদাগ্রহম্।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৯॥
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্॥ ১০॥
মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ (যোগমার্গৈঃ) অভ্যসন্ (পুনঃ পুনঃ চিত্তং একাগ্রীকুর্ব্বন্) শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ময়ি (ভগবতি) সত্যেন (ফলাভিসন্ধিরহিতেন) ভাবেন (প্রেম্না) মৎকথাশ্রবণেন চ (চকারাৎ কীর্ত্তন-স্মরণাদিনা), সর্ব্বভূতসমত্বেন (সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন সমদৃষ্টয়া) নির্ব্বৈরেণ (বৈরত্যাগেন) অপ্রসঙ্গতঃ (সর্ব্বত্র আসক্তিত্যাগেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (অষ্টাঙ্গেন) মৌনেন (বৃথালাপবর্জ্জনেন) মহীয়সা (ঈশ্বরে অর্পিতেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ববর্ণাশ্রমবিহিত-ধর্ম্মেণ) যদৃচ্ছয়া (প্রযত্নং বিনা) উপলব্ধেন (প্রাপ্তেন অন্নাদিনা) সন্তুষ্টঃ মিতভুক্ (পরিমিতম্ এব ভুঞ্জানঃ) মুনিঃ বিবিক্তশরণঃ (একান্তবাসী) শান্তঃ (রাগাদিহীনঃ) মৈত্রঃ (সর্ব্বেষাং হিতেচ্ছু) করুণঃ (দয়াবান্) আত্মবান্ (ধৈর্য্যবান্) সানুবন্ধে (পুত্রকলত্রাদিষু অনুবন্ধসহিতে) অস্মিন্ দেহে অসদাগ্রহম্ (অহং-মমাভিমানম্) অকুর্ব্বন্ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টং তত্ত্বং যাথাত্ম্যং যেন তেন) জ্ঞানেন, নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানঃ (নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানানি জাগ্রদাদীনি যস্য সঃ অতএব) দূরীভূতান্যদর্শনঃ (দূরীভূতম্ অন্যস্য ভগবদ্ব্যতিরিক্তস্য দর্শনং যস্য সঃ) আত্মদৃক্ চক্ষুষা অর্কম্ ইব আত্মনা (অহঙ্কারাবছিন্নেন) আত্মানম্ (শুদ্ধং) উপলভ্য মুক্তলিঙ্গং (দেহাদ্যুপাধিবিনির্মুক্তম্) অসতি (মিথ্যাভূতে অহঙ্কারে) সদাভাসং (সদ্রূপেণ আভাসমানং) ততঃ (কারণস্য প্রধানস্য) বন্ধুং (অধিষ্ঠানং) অসচ্চক্ষুঃ (অসতঃ কার্যস্য চক্ষুরিব প্রকাশকং) সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ (সর্ব্বেষু কার্য্যকারণেষু অনুস্যূতম্ অদ্বয়ং পরিপূর্ণং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)॥৬-১১॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগপ্রধান যোগমার্গদ্বারা চিত্তকে পুনঃ পুনঃ একাগ্র করিয়া শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে আমাতে অকপট প্রেম, আমার কথা-শ্রবণ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, নির্ব্বৈরতা, অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য' বৃথা প্রজল্প-পরিত্যাগ ও অব্যক্তমনোবেগ-ধারণ, ঈশ্বরার্পিত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম, যদৃচ্ছা-লব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, পরিমিতাহার, একান্তে বাস, সমগুণ, মৈত্র, কারুণ্য ধৃতি, দেহে অথবা দেহের আনুষঙ্গিক পুত্রকলত্রাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ অসদাগ্রহশূন্যতা, এবং প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বোপলব্ধিযোগ্য জ্ঞানদ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। জ্ঞানী শুদ্ধচিৎকণ জীবাত্মা ভক্তিযোগে পূর্ণচৈতন্যনিধি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহার মনের সংকল্প-বিকল্পাদি ধর্ম্ম এবং ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত বাহ্য দর্শন থাকে না; সুতরাং যেরূপ চক্ষুগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দ্বারা গগনস্থ সূর্য্য প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ তিনিও শুদ্ধজীবাত্ম চৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতে তিনি উপাধিস্পর্শশূন্য মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সদ্রূপে ভাসমান, কারণরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান, মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের প্রকাশক এবং কার্য্য ও কারণাদি নিখিল বস্তুতে অনুস্যূত পরিপূর্ণস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন॥ ৬-১১॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং প্রপঞ্চয়ন্ জ্ঞানেন মোক্ষপ্রকারমাহ—যমাদিভির্যোগপথৈঃ অভ্যসন্ অভ্যাসেন চিত্তমেকাগ্রীকুর্ব্বন্ জীবাত্মা পরমাত্মানমুপলভ্য সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ং তং প্রতিপদ্যতে ইতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ। ময়ি

সত্যেন ভাবেন মদ্রূপ-নাম-লীলাদীনাং সত্যত্বদৃষ্ট্যা ময়ি যঃ সত্যো ভাবঃ সত্যত্বভাবনা তেন, ন তু মায়া-শবলিত-ব্রহ্মত্বদৃষ্ট্যা ময্যায়ত্যামসত্যত্বভাবনয়েত্যর্থঃ। তথাত্বে, "ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ। পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" ইতি, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" ইতি, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি, "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইত্যাদিভ্যো ভগবদ্বিগ্রহাদৌ চিদানন্দভিন্নত্বভাবনা-লক্ষণাবজ্ঞয়া জ্ঞানিনামপি মোক্ষাভাবাবগতেঃ। মহীয়সা ঈশ্বরার্পিতেন। বিবিক্তশরণঃ একান্তবাসী, আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ। অসদাগ্রহং অহং-মমতাম্। প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টং তত্ত্বং যেন তাদৃশেন জ্ঞানেন নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানানি জাগ্রদাদীনি যস্য সঃ। ততশ্চ জ্ঞানী শুদ্ধেন জীবাত্মনৈব পরমাত্মানং ভক্ত্যৈবানুভূয় তমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ—উপলভ্যেতি। আত্মনা শুদ্ধজীবেন চিৎকণেন আত্মানং পরমাত্মানং পূর্ণচৈতন্যনিধিং উপলভ্য ভক্ত্যানুভূয় চক্ষুষা পাটলাদিদোষরহিতেন জ্যোতিঃকণেন অর্কং জ্যোতির্নিধিমিব। আত্মদৃক্ জ্ঞানী প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি। অত্র পাটলাদিদোষরহিতেনাপি চক্ষুষা যথোলূকাদিরর্কং ন পশ্যতি, কিন্তু তদ্ভিন্নো মনুষ্যাদিরেবার্কং পশ্যতি, তথৈব শুদ্ধেনাপি জীবাত্মনা ভক্তিরহিতো জ্ঞানী পরমাত্মানং নানুভবতি কিন্তু ভক্তিমানেবানুভবতি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তং কীদৃশং মুক্তৈর্লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে ইতি তমিত্যনেনানুভবজ্ঞানবিষয়ীভূতত্বং তস্যোক্তম্। অসতি নশ্বরে জগতি সদেব ভাসতেঽন্তর্য্যামিত্বেনেতি তম্। সতঃ কারণস্য বন্ধুং পতিং অসতঃ কার্য্যস্য মহদাদেশ্চক্ষুরিব প্রকাশকং সর্ব্বেষু কার্য্যকারণেষ্বনুস্যূতং পরিপূর্ণং অদ্বয়মেকমিতি বিশেষণপঞ্চকেনানুভবজ্ঞানপূর্ব্বদশায়াং তস্য শাস্ত্রোত্থজ্ঞানবিষয়ীভূতত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥ ৬-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিবৃত করিবার জন্য জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের প্রকার বলিতেছেন—'যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ', যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি) যোগমার্গের দ্বারা, 'অভ্যাসন্'—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র (একনিষ্ঠ) করিয়া, জীবাত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতঃ, 'সর্ব্বত্র অনুস্যূত সেই অদ্বয়-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হন'—ইহা ষষ্ঠ শ্লোকের (১১ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) সহিত অন্বয় হইবে। 'ময়ি সত্যেন ভাবেন'—আমার রূপ, নাম, লীলাদির সত্যত্ব (নিত্যত্ব) দৃষ্টিতে আমাতে যে সত্য ভাব, অর্থাৎ সত্যত্ব ভাবনা, তাহার দ্বারা, কিন্তু মায়া-শবলিত (মায়োপহিত) ব্রহ্মত্ব-দৃষ্টিতে পরে আমাতে অসত্য-ভাবনার দ্বারা নহে, এই অর্থ। সেইরূপ হইলে—"ত্বয্যস্তভাবাদ্" (ভাঃ ১০।২।৩২) ইত্যাদি, অর্থাৎ গর্ভস্তুতিতে দেবগণ বলিলেন—হে অরবিন্দাক্ষ ! যাঁহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ এবং তাঁহারা বহুজন্মের তপস্যার দ্বারা মোক্ষ-সন্নিহিত পদ প্রাপ্ত হইয়াও, আপনার শ্রীচরণ-যুগলে অনাদর-বশতঃ অধঃপতিত হন। তথা—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতম্" (১।৫।১২), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও অচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিত অর্থাৎ হরিভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে, অধিক শোভা পায় না (অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না), ঈশ্বরে অনর্পিত নিরন্তর অমঙ্গল রূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম্ম, ইহারা হরি-ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? শ্রীগীতাতে (৯।১১) উক্ত হইয়াছে—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া' ইত্যাদি, অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া, ভক্তজনের ইচ্ছাবশতঃ প্রকটিত আমার শুদ্ধসত্ত্বময়ী নরাকৃতি শ্রীবিগ্রহকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীভাগবতে (১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি", অর্থাৎ শ্রীচমস নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মোহবশতঃ নিজেদের উৎপাদনকারী সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে ভজনা করে না, কিংবা তাঁহাকে জানিয়াও উপেক্ষা করে, তাহারা কৃতঘ্নতা-দোষে দূষিত হইয়া স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃ-পতিত হয়। ইত্যাদি প্রমাণবশতঃ শ্রীভগবানের

বিগ্রহাদিতে চিদানন্দ-ভিন্নত্ব ভাবনারূপ (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবান্—এইরূপ ভাবনা না করায়) অবজ্ঞার ফলে, জ্ঞানিগণেরও মোক্ষের অভাবই অবগত হওয়া যায়। 'মহীয়সা'—মহীয়ান্, অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের দ্বারা। 'বিবিক্তশরণঃ'—একান্তবাসী (নির্জ্জনে বাসকারী)। 'আত্মবান্' বলিতে ধৈর্য্যযুক্ত। 'অসদাগ্রহ' বলিতে অনিত্য দেহাদিতে আমি, আমার—এইরূপ আগ্রহ (না করিয়া)। প্রকৃতি ও পুরুষের (হেয় ও উপাদেয়ত্বরূপে) 'দৃষ্টতত্ত্বেন জ্ঞানেন'—দৃষ্ট হইয়াছে তত্ত্ব অর্থাৎ যাথাত্ম্য যাহাতে, তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা, 'নিবৃত্ত-বুদ্ধ্যবস্থানঃ'—নিবৃত্ত হইয়াছে বুদ্ধি অর্থাৎ মনের জাগ্রদাদি অবস্থান যাঁহার, তিনি।

তারপর জ্ঞানী শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই অনুভব করতঃ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন, ইহা বলিতেছেন—'উপলভ্য', ইত্যাদি। 'আত্মনা'—এখানে আত্মা বলিতে শুদ্ধ-জীব অর্থাৎ চিৎকণ, তাহার দ্বারা, পূর্ণচৈতন্যনিধি পরমাত্মাকে ভক্তির দ্বারা অনুভব করিয়া, 'চক্ষুষা'—পাটলাদি দোষ-রহিত জ্যোতিঃকণের দ্বারা, 'অর্কং'—জ্যোতিঃ-সমুদ্রের ন্যায় পরমাত্মাকে আত্মদর্শী জ্ঞানী উপলব্ধি করেন। (লোকে যেমন নেত্রস্থিত সূর্য্যদ্বারা আকাশের সূর্য্যকে অবলোকন করে, সেইরূপ 'আত্মদৃক্', অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি বাহ্যদৃষ্টিরহিত আত্মদর্শী জ্ঞানী নিজের বুদ্ধিতে অবস্থিত চৈতন্যদ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে (ব্রহ্মকে) ভক্তির দ্বারাই অনুভব করিতে পারেন।) এখানে পাটলাদি দোষরহিত চক্ষুর দ্বারাও যেমন উলূক (পেঁচা) প্রভৃতি সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন মনুষ্য প্রভৃতিই সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধ জীবাত্মার (শুদ্ধ চৈতন্যের) দ্বারাও ভক্তি-রহিত জ্ঞানী পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু ভক্তিমান্ জনই অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভাঃ ১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র অহৈতুকী ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (শ্রীগীতা ১৮।৫৫), অর্থাৎ আমি যেরূপ ও যাহা, সাধক একমাত্র পরমা ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন (অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব করেন)।

কিরূপ তাঁহাকে ? তাহাতে বলিতেছেন—'মুক্ত-লিঙ্গং', মুক্তগণের দ্বারা জ্ঞাত হন যিনি, তাঁহাকে ইহার দ্বারা তাঁহার (সেই পরমাত্মার) অনুভব জ্ঞানের বিষয়ীভূতত্ব উক্ত হইল। 'অসতি সদাভাসং'—অন্তর্য্যামিত্ব-হেতু এই নশ্বর জগতে সতের ন্যায় যিনি প্রকাশমান, তাঁহাকে। 'সতঃ বন্ধুং'—সৎ অর্থাৎ কারণের (প্রধানের) যিনি বন্ধু বলিতে পতি (অধিষ্ঠান), 'অসচ্চক্ষুঃ'—মহদাদি অসৎকার্য্যের যিনি চক্ষুর মত প্রকাশক, তাঁহাকে। সমস্ত কার্য্য ও কারণসমূহে যিনি অনুস্যূত অর্থাৎ পরিপূর্ণ, সেই অদ্বয় (স্বজাতীয় দ্বিতীয়-রহিত) একমাত্র আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করে। এখানে (সদাভাস, স্বতো বন্ধু, অসচ্চক্ষুঃ, সর্ব্বানুস্যূত ও অদ্বয়)—এই পাঁচটি বিশেষণের দ্বারা অনুভব-জ্ঞানের পূর্ব্বদশাতে, তাঁহার শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূতত্ব জ্ঞাপিত হইল ॥ ৬-১১ ॥

মধ্ব—বুদ্ধেরবস্থানং হি নিদ্রাদি ॥ ১০ ॥

তথ্য—সতঃ বন্ধুম্—'সৎ'-শব্দে কারণ বা প্রধান ; 'বন্ধু'-শব্দে অধিষ্ঠান। সুতরাং শুদ্ধজীবস্বরূপ হইতে ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যবিশেষ প্রতিপন্ন হইল (শ্রীধর) ॥১১॥

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা জলস্থঃ (জলে স্থিতঃ) আভাসঃ (সূর্য্যপ্রতিবিম্বঃ যদা গৃহান্তর্ব্বর্তিভিত্তৌ স্ফুরতি, তদা গৃহকোণস্থিতৈঃ পুরুষৈঃ ভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্থিতঃ আভাসঃ দৃশ্যতে), স্থলস্থেন (স্থলে স্থিতেন) স্বাভাসেন (সূর্য্য-প্রতিবিম্বেন যথা জলস্থঃ আভাসঃ) অবদৃশ্যতে (লক্ষ্যতে) যথা (চ) জলস্থেন দিবি স্থিতঃ সূর্য্যঃ অবদৃশ্যতে (লক্ষ্যতে), এবং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ (দেহেন্দ্রিয়মনোভিঃ অবচ্ছিন্নৈঃ) স্বাভাসৈঃ (আত্ম-প্রতিবিম্বৈঃ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণং) অহঙ্কারঃ সদাভাসেন (সতঃ ব্রহ্মণঃ আভাসঃ যস্মিন্ তেন রূপেণ)

লক্ষিতঃ (ভবতি), অনেন চ অহঙ্কারেণ সদাভাসবতা) সত্যদৃক্ (পরমার্থজ্ঞপ্তিরূপঃ আত্মা লক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ)॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—জলমধ্যে প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহাভ্যন্তরস্থ ভিত্তিগাত্রে পরিস্ফুরিত হইলে সেই গৃহকোণস্থ পুরুষ যেমন স্থলস্থ ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করিয়া জলস্থ সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন এবং জলস্থ প্রতিবিম্বযোগ হইতে যেমন গগনস্থ সূর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই ত্রিবিধ অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রতিবিম্বদ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারযুক্ত জীবপ্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, পরে সেই জীবাত্মার ভক্তিযুক্ত প্রকাশদ্বারা সত্যজ্ঞানানন্দ পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং জীবাত্মৈব কেন প্রকারেণ জ্ঞাতব্যস্ততস্তেন পরমাত্মা চেত্যত্র সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। জলে স্থিত আভাসঃ প্রতিবিম্বাকারো নিষ্কম্পঃ সূর্য্যপ্রকাশো যদা গৃহান্তর্বর্তি-স্বচ্ছভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্ফুরতি, তদা গৃহকোণস্থিতৈঃ পুরুষৈঃ প্রথমং স্থলস্থ আভাসো দৃশ্যতে, ততশ্চ কুতোহয়ং প্রকাশ ইতি পরামৃষদ্ভিস্তৈস্তেন স্থলস্থেন স্বাভাসেন শোভনসূর্য্যপ্রকাশেন জলস্থো নিষ্কম্প আভাসোহবদৃশ্যতে লক্ষ্যতে। পুনশ্চায়মপ্যাভাসঃ কুত ইতি তথা তেনৈব প্রকারেণ তেন জলস্থেন স্বাভাসেন শোভনপ্রকাশেন দিবি স্থিতঃ সূর্য্যোহবদৃশ্যতে। এবমেব বিবেকিভিঃ প্রথমং ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি চৈতন্যবত্ত্বাৎ পরমাত্মপ্রকাশবন্তি দৃশ্যন্তে, ততশ্চ জড়েষ্বেষু পরমাত্মপ্রকাশোহয়ং কুতোহস্তি ইতি ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ ভূতেন্দ্রিয়মনোবর্ত্তিভিঃ স্বাভাসৈস্ত্রিবৃদহঙ্কার উপাধিত্বেন বর্ত্ততে যস্য স জীবাত্মা পরমাত্মনঃ প্রকাশসংভূতঃ কিরণরূপো লক্ষিতঃ। ততশ্চানেন জীবাত্মনা সদাভাসেন সতা ভক্তিমতা প্রকাশেন সত্যদৃক্ সত্যজ্ঞানানন্দঃ পরমাত্মা লক্ষিত উপলব্ধঃ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে জীবাত্মাই কিপ্রকারে জানা যায়, এবং তারপর তাহার দ্বারা পরমাত্মা—ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা জলস্থঃ'—জলে স্থিত আভাস (সূর্য্য-প্রতিবিম্ব), অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আকার নিষ্কম্প সূর্য্যের প্রকাশ যখন গৃহান্তর্ব্বর্ত্তী স্বচ্ছ ভিত্তি প্রভৃতি স্থলে পরিস্ফুরিত হয়, তখন সেই গৃহের কোণস্থিত পুরুষ প্রথমে স্থলস্থ আভাস (ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব-স্ফূর্ত্তি) দেখিয়া থাকেন, তারপর কোথা হইতে এই প্রকাশ—এইরূপ পর্য্যালোচনা করতঃ, 'স্থলস্থেন স্বাভাসেন'—সেই স্থলস্থিত শোভন সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা, জলস্থ নিষ্কম্প আভাস লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তারপর পুনরায় এই আভাস কোথা হইতে আসিল—এই চিন্তা করতঃ সেই প্রকারেই সেই জলস্থ শোভন প্রকাশের দ্বারা (অর্থাৎ জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দ্বারা), আকাশে স্থিত সূর্য্য দেখিয়া থাকেন। এই প্রকার বিবেকিগণ প্রথমতঃ ভূত (দেহ), ইন্দ্রিয় ও মন—এই তিনটিকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া পরমাত্মার প্রকাশরূপে দেখিয়া থাকেন। তারপর এই সকল জড়ে পরমাত্মার প্রকাশ কোথা হইতে আসিল ? এই-চিন্তা করতঃ, 'ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ'—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোবর্ত্তী স্বাভাস দ্বারা (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন —এই তিন আধারস্থিত আত্ম-প্রতিবিম্ব দ্বারা), 'ত্রিবৃদহঙ্কারঃ'—ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উপাধিরূপে যাহার বর্ত্তমান, সেই জীবাত্মাকে, পরমাত্মার প্রকাশ-সম্ভূত কিরণরূপ বলিয়া লক্ষ্য করেন। তারপর এই জীবাত্মা 'সদাভাসেন'—সদাভাস বলিতে ভক্তিযুক্ত প্রকাশের দ্বারা, 'সত্যদৃক্'—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

মধ্ব—শেষস্য প্রতিবিম্বাস্তু দেবাঃ শেষস্তু ব্রহ্মণঃ।
স পরব্রহ্মণশ্চৈব তে স্ববিম্বপ্রদর্শকাঃ।
ততঃ স্ববিম্বদ্বারেণ পরমাত্মপ্রদর্শনম্ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৩ ॥

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেহহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৫ ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোহবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (নিদ্রাবস্থায়াং) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষু (ভূতানি, সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণি, ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ, আদিঃ অহঙ্কারঃ তেষু) অসতি (অসৎতুল্যে অব্যাকৃতে) নিদ্রয়া লীনেষু (সৎসু) যঃ তত্র

(তদা) বিনিদ্রঃ নিরহংক্রিয়ঃ দ্রষ্টা অহংকরণে (অহঙ্কারেঽপি) নষ্টে (সতি স্বয়ং) অনষ্টঃ (অপি) নষ্টবিত্তঃ ইব (যথা স্বয়ম্ অনষ্টঃ অপি) আতুরঃ (ব্যাকুলঃ সন্) নষ্টবৎ (ভবতি তথা) মৃষা (এব) আত্মানং (নষ্টবৎ) মন্যমানঃ (ভবতি, ন তথা প্রকাশতে), তদা সাহংকারস্য (অহঙ্কারসহিতস্য) দ্রব্যস্য (কার্য্যকারণ-সংঘাতস্য) যঃ অনুগ্রহঃ (প্রকাশকঃ) অবস্থানম্ (আশ্রয়ম্) (তম্) আত্মনম্ অসৌ (বিবেকিজনঃ) এবং প্রত্যবমৃষ্য (বিচারেণ বিবিচ্য) আত্মানং প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ।। ১৪-১৬ ।।

অনুবাদ—সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি নিদ্রাবশে অসৎপ্রকৃতিতে লীন হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনি অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াদির অসৎপ্রকৃতিতে লীনাবস্থানসময়ে সেই দ্রষ্টা জীব বিনষ্ট হন না ; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট হইলে ধনবান্ যেরূপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবও আপনাকে অকারণে নষ্ট বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ বিশেষভাবে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত-ভাবযুক্ত পুরুষ কার্য্য ও কারণসমূহের প্রকাশক ও আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ।। ১৪-১৬ ।।

বিশ্বনাথ—ননু অর্কেণ চক্ষুষৈবার্ক ইবাত্মনৈব ভক্তিমতা জ্ঞানিনা পরমাত্মানুভূয়তে ইতি সত্যং জানীমঃ ; কিন্তু চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদিকমিব তং জীবাত্মানং ত্রিবৃদহঙ্কারাৎ পৃথগ্‌ভূতং সাক্ষাদ্দর্শয়েত্যপেক্ষায়ামাহ —ভূতেতি ত্রিভিঃ। ভূতাদিষু অসতি অনভিব্যক্তত্বাদ-সত্তুল্যে প্রধানে নিদ্রয়া লীনেষু সৎসু যস্তত্র তদা বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ তমাত্মানং জীবং প্রতিপদ্যতে লোকোঽনুভবতীতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নন্বলং তর্হি যোগাভ্যাসেন মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিলয়ে সতি যঃ কেবলাত্মানুভবো যোগাভ্যাসফলরূপস্তং খলু নিদ্রৈব কারয়তীতি তত্রাহ—মন্যমান ইতি। তদা ভূতাদীনামহঙ্কার্য্যাণামহঙ্কারস্য চ লয়াদহঙ্করণে নষ্টে সতি দ্রষ্টা জীবো দৃশ্যানামভাবাদ্দর্শনে চ নষ্টে সতি স্বয়মনষ্টোঽপি আত্মানং নষ্টবন্মৃষা মন্যমানো য ইত্যবিদ্যাবন্তং জীবং সুষুপ্তাবুৎপ্রেক্ষতে নষ্টবিত্ত ইব ন তু নষ্টবিত্তা-সক্তিরিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—যোগাভ্যাসেন জীবোপাধি-ভূতানাং তত্ত্বানামাত্যন্তিকে লয়ে সত্যেব জীবঃ স্বীয়-রূপানন্দময়ো ভবতি, ন তু নৈমিত্তিকয়োঃ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ। যথা বিত্তে নষ্টে সত্যাকিঞ্চনাং সুখং ন ভবতি কিন্তু বিত্তাসক্তাবেব নষ্টায়াং সত্যাং, তথৈব জীবস্য নৈষ্কর্ম্ম্যং বিনা সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরুপাধিনাশেঽপি ন স্বরূপপ্রাপ্তির্নৈষ্কর্ম্ম্যঞ্চ ভক্তিজ্ঞানাভ্যাং বিনা ন ভবেদিতি সুষুপ্তৌ অবিদ্যা-তৎসংস্কারাণাঞ্চ বিদ্যমানত্বাৎ কেবলাত্মানুভবোঽপ্যকিঞ্চিৎকরঃ ইতি। ননু সুষুপ্তৌ ন কিঞ্চিদনুভূয়তে, মৈবং সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ-বেদিষমিতি বিশেষজ্ঞানং বিনা কেবলস্যাত্মনঃ প্রতি-সন্ধানাদিত্যাহ—এবমিতি। কিঞ্চ, সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য ভূতেন্দ্রিয়াদিসংঘাতস্য দেহস্য যোঽবস্থানং আশ্রয়ঃ যমেব জীবাত্মানমাশ্রিত্য অহঙ্কারাদয়ো ভোগ্যেষু বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তথা য এব জীবাত্মা অনুগ্রহঃ স্বীয়ভোক্তৃত্বলক্ষণধর্ম্মপ্রদানাদনুগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ।। ১৪-১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নেত্র-স্থিত সূর্য্যের দ্বারা আকাশের সূর্য্য-দর্শনের ন্যায়, আত্মার (চিৎকণের) দ্বারাই ভক্তিমান্ জ্ঞানী পরমাত্মাকে অনুভব করেন—ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদির মত সেই জীবাত্মাকে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার হইতে পৃথক্‌ভাবে সাক্ষাৎ দর্শন করান, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ভূত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। ভূতাদি অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, 'অসতি'—অসৎ অর্থাৎ অনভিব্যক্ত বলিয়া অসত্তুল্য প্রধানে (প্রকৃতিতে) নিদ্রার দ্বারা লীন হইলে, যিনি (দ্রষ্টা জীব) বিনিদ্র (জাগরিত) ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, 'তং আত্মানং প্রতিপদ্যতে'—তাহাকে আত্মা বলিয়া জনগণ অনুভব করিয়া থাকেন—ইহা তৃতীয় শ্লোকের (১৬ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) সহিত অন্বয় হইবে। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে যোগাদি অভ্যাসের কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির লয় হইলে যোগাভ্যাসের ফলরূপ যে কেবল আত্মানুভব, তাহা নিদ্রাই করাইতেছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মন্যমানঃ' ইতি, (অর্থাৎ তৎকালে সেই দ্রষ্টা জীব, সুষুপ্তি-অবস্থায় আপনার উপাধি-অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও, ধনলোভী ব্যক্তি যেরূপ ধন-

নাশে নিজেকে নষ্ট বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ অকারণ নিজেকে নষ্ট বলিয়া সম্ভাবনা করে।) সেই সময় অহঙ্কারের কার্য্য ভূতাদি এবং অহঙ্কারের লয়বশতঃ অহঙ্কার নষ্ট হইলে, দ্রষ্টা জীব দৃশ্য বস্তুর অভাবে এবং দর্শন নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও, নিজেকে নষ্টের মত (অর্থাৎ নিজেই যেন নষ্ট হইল এইরূপ) অকারণ মনে করিয়া থাকে। এখানে অবিদ্যাযুক্ত জীবকে সুষুপ্তিতে উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে —'নষ্টবিত্তঃ ইব' নষ্টবিত্তের মত অর্থাৎ যাহার ধন বিনষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ লোকের ন্যায়। এখানে বিত্ত নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ লোকের বিত্তের আসক্তি নষ্ট হয় নাই—এই অর্থ। এইপ্রকার অর্থ—যোগাদি অভ্যাসের ফলে জীবের উপাধিরূপ তত্ত্ব-সকলের আত্যন্তিক লয় হইলেই জীব নিজ স্বরূপানন্দময় হয়, কিন্তু নৈমিত্তিক সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে নহে। যেরূপ ধন নাশ হইলে লোকে অকিঞ্চন (নিষ্কাম) সুখ অনুভব করে না, কিন্তু ধনের আসক্তি নষ্ট হইলে অকিঞ্চনতাজনিত সুখ লাভ করে। সেইরূপ জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য (ভগবান ব্যতীত অন্যত্র মমতা শূন্যতা) ব্যতীত, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে উপাধি নাশ হইলেও নিজ স্বরূপের প্রাপ্তি হয় না এবং নৈষ্কর্ম্ম্যও ভক্তি এবং জ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব সুষুপ্তিদশাতে অবিদ্যা ও তাহার সংস্কার-সমূহ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, তখন কেবল আত্মানুভবও অকিঞ্চিৎকরই।

যদি বলেন—দেখুন, সুষুপ্তিতে কিছুই অনুভূত হয় না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবং'—না, এইরূপ বলা চলে না, কারণ 'আমি সুখেই নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে, অতএব বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত কেবল আত্মার অনুসন্ধান (অনুচিন্তন) হয়। (অর্থাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত পুরুষের যখন ঐরূপ স্মরণ হয়, তখন বোধ হইতেছে, সুষুপ্তিকালে কেবল আত্মা সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাহা না থাকিলে ঐরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।) তাহাই বলিতেছেন—'এবম্' ইতি (অর্থাৎ ঐ আত্মাই সাহঙ্কার দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্য-কারণসমূহের প্রকাশক এবং তাহার আশ্রয়। ঐরূপ অহঙ্কার দৃশ্য হয় বলিয়া অহঙ্কার-ব্যতি-রিক্ত অহঙ্কার-দ্রষ্টা আত্মাকে জানিতে পারা যায়।) আরও, 'সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য'—অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাত শরীরে যে অবস্থান (আশ্রয়), অর্থাৎ যে জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কারাদি ভোগ্য বিষয়-সকলে প্রবর্ত্তিত হয়—এই অর্থ। সেইরূপ যে জীবাত্মা অনুগ্রহ, অর্থাৎ স্বীয় ভোক্তৃত্ব-লক্ষণ ধর্ম্ম প্রদানের দ্বারা অনুগ্রাহ্য (অনুগ্রাহক)—এই অর্থ ॥ ১৪-১৬ ॥

মধ্ব—অসতি প্রলয়ে। যো বিনিদ্রঃ স সত্যদৃক্। যোঽহনষ্টোঽহনষ্টবন্নাজ্ঞাশিষমিতি মন্যমানঃ। স আতুরো দ্রষ্টৃজীবঃ। সাহঙ্কারং দ্রব্যং জীবঃ তস্যা-বস্থানমনুগ্রাহকশ্চ পরমাত্মা ॥ ১৪-১৬ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহূতিরুবাচ—(হে) ব্রহ্মন্, (হে) প্রভো, (পুরুষব্যতিরেকেণ প্রকৃতেঃ ত্যাগাভাবাৎ, প্রকৃতি ব্যতিরেকেণ পুরুষস্য অভিব্যক্ত্যভাবাৎ ইতি) অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাৎ (পরস্পরং দৃঢ়তরসম্বন্ধাৎ) অনয়োঃ (প্রকৃতিপুরুষয়োঃ উভয়োঃ অপি) নিত্যত্বাৎ চ পুরুষং প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ ন বিমুঞ্চতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতি কহিলেন,—হে প্রভো, হে ব্রহ্মন্, প্রকৃতি পুরুষকে কখনও ত্যাগ করেন না; কারণ, তাঁহারা একে অন্যের আশ্রিত, এবং পরস্পরের আশ্রয় নিত্য ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তেরপি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভির্মোক্ষো দুর্ল্লভ এবেত্যত্র যুক্তিমাহ—পুরুষমিতি। অন্যোন্যেতি পুরুষঃ শক্তিমত্ত্বাৎ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলার্থং স্বশক্তিং প্রকৃতিমপাশ্রয়তে। প্রকৃতিরপি শক্তিত্বাৎ স্বীয়ং পুরুষমাশ্রয়ত এবেত্যর্থঃ। দ্বয়োরেকতরস্য নশ্বরত্বে বিমঞ্চতু নাম, তচ্চ নেত্যাহ—নিত্যত্বাদিতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ভক্তের পক্ষেও জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা মোক্ষ দুর্ল্লভই, এই বিষয়ে যুক্তি বলিতেছেন—'পুরুষম্' ইত্যাদি। (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতভাবে নিত্য সংযোগ রহিয়াছে। এইজন্য প্রকৃতি কখনও পুরুষকে ত্যাগ করে না। তাহা হইলে কিরূপে মুক্তি হইবে?) 'অন্যোঽন্যাপাশ্রয়ত্বাৎ'—অর্থাৎ পরস্পর

দৃঢ়তর সম্বন্ধত্ব-হেতু। পুরুষ শক্তিমান্ (শক্তিযুক্ত) বলিয়া বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি লীলার নিমিত্ত নিজশক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রকৃতিও শক্তিত্ব বলিয়া স্বীয় পুরুষকে (প্রভুকে) আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে—এই অর্থ। উভয়ের মধ্যে একজনও নশ্বর হইলে, পরিত্যাগ সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা নহে, কারণ 'নিত্যত্বাৎ'—উভয়েই নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর, (এই হেতু) ॥ ১৭ ॥

যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ভূমেঃ গন্ধস্য চ যথা চ অপাং রসস্য চ ব্যতিরেকতঃ (বিশ্লেষতঃ, পৃথক্) ভাবঃ (সত্তা অবস্থানং) ন (ভবতি), তথা বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্য (পুরুষস্য) চ ব্যতিরেকতঃ (ভাবঃ) ন (ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যেরূপ পৃথিবী ও গন্ধের মধ্যে একের অসদ্ভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না, যেরূপ জল ও রসের পরস্পর সম্বন্ধ নিত্য, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষে একের অভাবে অন্যের সত্তা সম্ভব হয় না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যতিরেকতো ভাবঃ সত্তা নাস্তি গন্ধস্য কদাচিদপক্ষয়-দর্শনাদ্দৃষ্টান্তান্তরং অপামিতি, বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরস্য পুরুষস্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যতিরেকতঃ'—একের অভাবে অপরের 'ভাবঃ'—অর্থাৎ সত্তা থাকিতে পারে না। গন্ধের কখনও অপক্ষয় দৃষ্ট হয় বলিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অপাম্' অর্থাৎ যেমন রস ও জলের সত্তা ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ 'বুদ্ধেঃ', অর্থাৎ প্রকৃতির এবং পুরুষের মধ্যেও (একের অভাবে অন্যের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না) ॥ ১৮ ॥

অকর্ত্তুঃ কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—অতঃ অকর্ত্তুঃ (কর্তৃত্বরহিতস্য) পুরুষস্য (প্রকৃতেঃ কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু) অয়ং কর্ম্মবন্ধঃ (জন্মাদিলক্ষণঃ) যৎ আশ্রয়ঃ (যে গুণাঃ আশ্রয়ো যস্য সঃ যদধীনঃ) তেষু (প্রকৃতিগুণেষু) সৎসু (প্রকৃতেঃ নিত্যত্বাৎ তদসাধারণগুণেষু সত্ত্বাদিষু অপি নিত্যতয়া সর্ব্বদৈব বর্ত্তমানেষু সৎসু) অতঃ (সংসারবন্ধাৎ) পুরুষস্য কৈবল্যং (মোক্ষঃ), কথং (ঘটতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও প্রকৃতির যে গুণে আসক্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন, সেই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও পুরুষের মুক্তি কিরূপে সম্ভব? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ—অকর্ত্তুরিতি। যে গুণা আশ্রয়ো যস্য সঃ। তেষু প্রকৃতেগুর্ণেষু সৎসু পুরুষস্য জীবস্য অতএব হেতোঃ কথং কৈবল্যম্ ॥১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অকর্ত্তুঃ' ইতি, অর্থাৎ পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও, 'যদাশ্রয়ঃ'—প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া, পুরুষের এই কর্ম্মবন্ধ (অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমান) হইয়াছে, প্রকৃতির সেই গুণ বিদ্যমান থাকিতে পুরুষের অর্থাৎ জীবের কিপ্রকারে মুক্তি হইতে পারে? ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—নিত্যদৃক্ পরমাত্মাসৌ মৃতবদ্ যো ন কিঞ্চন।
জানাতি জীবঃ স জ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা তদাশ্রয়ঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ১৯ ॥

ক্বচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্ত্বাবমর্শেন (আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন) ক্বচিৎ (পুরুষবিশেষে অবস্থাবিশেষে চ) নিবৃত্তম্ (অনুসন্ধানাভাবেন নিবৃত্তপ্রায়মপি) উল্বণং ভয়ং (সংসারভয়ং) অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ (নিমিত্তস্য প্রকৃতিগুণস্য সত্ত্বাদেঃ অনিবৃত্তত্বাৎ) পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে (উপস্থিতং ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কখনও কখনও তত্ত্ববিচার দ্বারা কোন কোন পুরুষের অত্যুগ্র সংসারভয় বিদূরিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার কারণ নষ্ট না হওয়ায় পুনর্ব্বার সেই ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব কুচিন্নিবৃত্তপ্রায়স্যাপি সংসার-ভয়স্যোদ্ভবো দৃশ্যতে ইত্যাহ—কুচিদিতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কখনও নিবৃত্তপ্রায় কোন কোন পুরুষের সংসার-ভয়ের উদ্ভব দেখা যায়, ইহা বলিতেছেন—'কুচিদিতি', (অর্থাৎ কখন কখন তত্ত্ববিচারের দ্বারা কোন কোন পুরুষের সংসারভয় প্রায় নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহার কারণ (প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণ) একেবারে নিবৃত্ত না হওয়ায়, পুনরায় সেই সংসারভয় উৎপন্ন হয়।) ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্ ॥ ২১ ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ ২২ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ— অনিমিত্তনিমিত্তেন (নিমিত্তং ফলং তদনিমিত্তম্ অপ্রবর্তকং যস্মিন্ তেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ববর্ণাশ্রমোচিত-ধর্ম্মেণ) অমলাত্মনা (নির্ম্মলেন মনসা) চিরং শ্রুত-সংভৃতয়া (শ্রুতেন কথাশ্রবণেন সংভৃতয়া পুষ্টয়া অতএব) ময়ি তীব্রয়া ভক্ত্যা দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টং তত্ত্বং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ যাথাত্ম্যং যেন তেন) জ্ঞানেন বলীয়সা বৈরাগ্যেণ চ তপোযুক্তেন (তপসা যুক্তেন অষ্টাঙ্গেন) যোগেন তীব্রেণ আত্মসমাধিনা (আত্ম-বিষয়ক-সমাধিনা) অহর্নিশং তু দহ্যমানা (অভি-ভূয়মানা) পুরুষস্য (মোহিকা) প্রকৃতিঃ (অবিদ্যা-জনিতং লিঙ্গশরীরং) অগ্নেঃ যোনিঃ (আবির্ভাবহেতুঃ) অরণিঃ (কাষ্ঠং) ইব (যথা) (স্বতঃ আবির্ভূতে-নাগ্নিনা) দহ্যমানা (বিনশ্যতি), (তথা) শনকৈঃ (সাধনতারতম্যানুসারেণ) ইহ (অস্মিন্ এব জন্মনি) তিরোভবিত্রী (তিরোহিতা ভবিত্রী ভবতি) ॥২১-২৩॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—মাতঃ, নির্ম্মল-মনে ফলাভিসন্ধিরহিত নিষ্কাম স্বধর্ম্ম পালনদ্বারা এবং আমার কথাশ্রবণে পরিবর্দ্ধিত মদ্বিষয়ক সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ দ্বারা, তত্ত্বপ্রদর্শক জ্ঞান, কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা-যুক্ত যোগ এবং দৃঢ় চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা পুরুষের নিসর্গ অহর্নিশ দগ্ধ হইতে থাকে; সুতরাং অগ্নির উৎপত্তি-স্থানভূত কাষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎ-পন্ন হইয়া যেরূপ কাষ্ঠকেই পুনরায় দগ্ধ করে, তদ্রূপ পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২১-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হে মাতর্ন প্রকৃতির্জীবস্য বন্ধহেতুঃ, কিন্তু তদীয়গুণাধ্যাস এব, স চাবিদ্যাকৃত এব, অতএবাবিদ্যানিবৃত্তৌ মোক্ষো ঘটতে। কুচিদ্ভয়-স্যোদ্ভবস্তু সাধনবৈকল্যাদিত্যভিপ্রেত্য সাধনাতি শয়ং কথয়ন্ পরিহরতি। নিমিত্তং ফলং তদভাবোঽনিমিত্তমেব নিমিত্তং প্রবর্ত্তকো যত্র তেন অমলঃ শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণং যতঃ স্যাত্তেন। তীব্রয়া স্বভাবাদেব সর্ব্বতস্তেজস্বিন্যা শ্রুতসংভৃতয়া মৎকথা শ্রবণপরিপুষ্টয়া। প্রকৃতির্লিঙ্গদেহঃ পুরুষস্য এভিঃ সাধনৈর্দহ্যমানা তিরোভবতি। অগ্নেরিতি, অরণিঃ কাষ্ঠম্। অগ্নির্যথা কাষ্ঠাদেবোৎপদ্য কাষ্ঠং দহতি, তথৈব জ্ঞানং লিঙ্গদেহাদুৎপদ্য তমেব দহতি ॥ ২১-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মাতঃ! প্রকৃতি জীবের বন্ধনের (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদির) কারণ নহে, কিন্তু প্রকৃতির (সত্ত্বাদি) গুণের প্রতি অধ্যাসই কারণ, এবং সেই অধ্যাস (আমি, আমার এইরূপ অভি-নিবেশ) অবিদ্যা-কৃতই। অতএব অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে জীবের মুক্ত হওয়া সম্ভব। কখনও সংসার-ভয়ের উদ্ভব কিন্তু সাধনের বৈকল্যবশতঃই হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে সাধনের আতিশয্য কথনপূর্ব্বক উহা (দেবহূতির বাক্য) পরিহার করিতেছেন—'অনিমিত্ত-নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ'—নিমিত্ত বলিতে ফল, তাহার অভাব অনিমিত্ত, তাহাই নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রবর্ত্তক যেখানে, (অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত, নিষ্কাম) স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা। 'অমলাত্মনা'—শুদ্ধ অন্তঃ-করণ যাহাতে হয়, তাদৃশ (স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা)। 'তীব্রয়া'—স্বভাবতঃই সর্ব্বতোভাবে তেজস্বিনী, 'শ্রুত-সংভৃতয়া ভক্ত্যা'—(সাধুমুখে) আমার কথা শ্রবণাদি-জনিত পরিপুষ্ট ভক্তিযোগের দ্বারা। 'প্রকৃতিঃ'—জীবের লিঙ্গদেহ, পূর্ব্বোক্ত সাধনের দ্বারা 'দহ্যমানা' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভিভূয়মানা হইয়া ক্রমশঃ তিরো-

হিত হইতে পারে। 'অগ্নেঃ' ইতি, যেমন অগ্নি কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়া ঐ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞান লিঙ্গদেহ (প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাহাকে দগ্ধ করে ॥ ২১-২৩ ॥

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভুক্তভোগা (ভুক্তো ভোগো যস্যাঃ অতএব) পরিত্যক্তা নিত্যশঃ দৃষ্টদোষা চ (দৃষ্টঃ দোষঃ দুঃখহেতুত্বং যস্যাঃ সা) ঈশ্বরস্য (স্বতন্ত্রস্য) স্বে মহিম্নি (পরমানন্দরূপে) স্থিতস্য (পুরুষস্য) অশুভং (সংসারভয়ং) (পুনঃ) ন ধত্তে (ন সম্পাদয়তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তখন পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সততই প্রকৃতির নানা দোষ দর্শন করিতে থাকেন ; সুতরাং প্রকৃতি পরিত্যক্ত হইয়া নিত্যানন্দপ্রাপ্ত পুরুষের আর অশুভ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাবশিষ্টাপি দহ্যমানারণিবল্লিঙ্গ-দেহরূপা প্রকৃতিঃ খল্বেবম্ভূতা চেন্নাপকুরুত ইত্যাহ—ভুক্তো ভোগো বহুধা স্বর্গনরকাদির্যস্যা অতএব বিবেকিনা চর্ব্বিতবত্ত্যক্তা তদপি দৈবাদাপতন্তী চেদ্দৃষ্টো দোষো যস্যাঃ সা। ঈশ্বরস্য নিত্যমেবং সদসদ্বিবেচনে ভুক্ত্বা পরিত্যজনে দোষদর্শনে চ সমর্থস্য স্বে মহিম্নি স্বীয়ে মহত্ত্বে গুরূপদিষ্টসাধুবর্ত্মনি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও দহ্যমান কাষ্ঠের ন্যায় লিঙ্গদেহ-রূপা প্রকৃতি এইরূপ অভিভূয়মানা হইয়া পুরুষের আর কোন অপকার করিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন—'ভুক্তভোগা', ভুক্ত হইয়াছে বহুপ্রকার স্বর্গ, নরকাদি ভোগ যাহার (লিঙ্গদেহের), অতএব বিবেকিগণ চর্ব্বিত বস্তুর ত্যাগের ন্যায় উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও যদি দৈববশতঃ উপনীত হয়, তখন 'দৃষ্টদোষা'—দৃষ্ট হইয়াছে দোষ যাহার, সেই প্রকৃতি, (অর্থাৎ পুরুষ তখন সততই প্রকৃতির দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন)। 'ঈশ্বরস্য'—এখানে ঈশ্বর বলিতে সমর্থবান্ পুরুষের, অর্থাৎ নিত্যই সৎ ও অসৎ বিবেচনের দ্বারা ভোগ করিয়া, পরিত্যাগ করিতে এবং উহার দোষসমূহ দর্শন করিতে সক্ষম যে পুরুষ এবং যিনি নিজ মহত্ত্বে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের উপদিষ্ট সাধুজনের পথে অবস্থিত, (তাদৃশ পুরুষের প্রকৃতি আর অশুভ (বন্ধন) উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২৪ ॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যথা হি অপ্রতিবুদ্ধস্য (নিদ্রামুপগতস্য) পুংসঃ প্রস্বাপঃ (স্বপ্নঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (বহূন্ অনর্থান্ বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি ইতি তথাভূতঃ অপি) সঃ এব প্রতিবুদ্ধস্য (সংস্কারবশেন স্ফুরন্ অপি) বিমোহায় ন এব কল্পতে (সমর্থঃ নৈব ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যখন নিদ্রিত থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট অনর্থসকল তখনই তাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে ; কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল সংস্কারবশতঃ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অবিবেকাবস্থায়ামনর্থহেতুর্যঃ, স খলু বিবেকে সতি ন তথৈবেত্যাহ—যথেতি দ্বাভ্যাম্। প্রস্বাপঃ স্বপ্নঃ বহ্বনর্থান্ ব্যাঘ্রসর্পাদিদংশান্ বিভর্ত্তি প্রতিবুদ্ধস্য সংস্কারবশেন স্ফুরন্নপি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ--অবিবেক অবস্থায় যাহা অনর্থের হেতু, বিবেক উৎপন্ন হইলে সেইরূপ অনর্থ হইতে পারে না, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। 'প্রস্বাপঃ'—স্বপ্ন (নিদ্রিতকালে পুরুষের) বহু অনর্থ, অর্থাৎ ব্যাঘ্র, সর্পাদির দংশন প্রভৃতি নানা বিভীষিকা সংঘটিত করে, কিন্তু 'প্রতিবুদ্ধস্য'—জাগ্রত ব্যক্তির সংস্কারবশে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইলেও, তাহা আর মোহ উৎপাদন করিতে পারে না, (সেইরূপ আমাতে চিত্ত সমর্পণকারী আত্মারাম তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ প্রকৃতি, কোনরূপেই তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২৫ ॥

এবং বিদিত-তত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ ।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (রীত্যা) বিদিততত্ত্বস্য (বিদিতং তত্ত্বং যেন তস্য অতএব) আত্মারামস্য ময়ি (পরমেশ্বরে) মানসং (মনঃ) যুঞ্জতঃ (পুরুষস্য) প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ (অপি) নাপকুরুতে (মোহং কর্ত্তুং নৈব শক্নোতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবান্, জীব ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে চিত্ত সংযোগ করিয়া আত্মারাম হন, প্রকৃতি আর কখনও তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা ।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ ॥ ২৭ ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা ।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥ ২৮॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—বহুজন্মনা (বহূনি জন্মানি যস্মিন্ তেন) কালেন যদা অধ্যাত্মরতঃ (স্বরূপনিষ্ঠঃ) মুনিঃ (বিবেকী অতএব) আব্রহ্মভুবনাৎ সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্যঃ চ মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থঃ (প্রতিবুদ্ধঃ বিজ্ঞাতঃ অর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ যেন, বিদিতাত্মতত্ত্বঃ) ভূয়সা (মহতা) মৎপ্রসাদেন নিঃশ্রেয়সং (নিরতিশয়ানন্দং) কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং (মদধীনং) স্বসংস্থানং (দেহাদিব্যতিরিক্তং স্বরূপং) ইহ এব স্বদৃশা (আত্মজ্ঞানেন) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্নাঃ সংশয়াঃ মিথ্যাজ্ঞানানি যস্য সঃ) ধীরঃ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) প্রাপ্নোতি লিঙ্গবিনির্গমে (লিঙ্গশরীরনাশে সতি) যৎ গত্বা (প্রাপ্য) যোগী (পুনঃ সংসারং প্রতি) ন নিবর্ত্তেত (ন নিবর্ত্ততে) ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পুরুষ বহুজন্ম ধরিয়া বহু যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভগবদাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জাত-বৈরাগ্য, মননশীল ও আমার প্রতি প্রীতিসহকারে আমার ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া আমার যথেষ্ট কৃপাপ্রভাবে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তখন এই জন্মেই অতিশীঘ্র আমার আশ্রয়ভূত দেহাদি-ব্যতিরিক্ত স্বরূপ, নিরতিশয় আনন্দময়, নিত্যানন্দাখ্য ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; সেই সময় আত্মজ্ঞানদ্বারা তাহার সংশয় ছিন্ন ও লিঙ্গ-শরীরের নাশ হওয়ায় যে স্থানে গমন করিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ স্থানে গমন করেন ॥ ২৪-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসংস্থানং দেহাদিব্যতিরিক্তং স্বরূপং কৈবল্যাখ্যং ব্রহ্ম। অহমেবাশ্রয়ো যস্য তৎ। যদুক্তং —"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি। স্বদৃশা শুদ্ধাত্মজ্ঞানেন লিঙ্গাদ্বিনির্গমে লিঙ্গশরীরে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বসংস্থান'—বলিতে দেহাদি ব্যতিরিক্ত স্বরূপ, যাহা কৈবল্য নামক ব্রহ্ম, তাহা মদাশ্রয়, অর্থাৎ আমিই (ভগবানই) যাহার আশ্রয়। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (শ্রীগীতা ১৪।২৭), অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। 'স্বদৃশা' বলিতে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের দ্বারা, 'লিঙ্গ-বিনির্গমে—লিঙ্গ হইতে বিনির্গম হইলে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে, এই অর্থ ॥ ২৭-২৯ ॥

যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো
মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যা-
দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে প্রকৃতিবিবেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে) মাতঃ, (এবং ভক্তৌ ত্বণিমাদয়ঃ সিদ্ধয়োঽন্তরায়রূপাঃ ভবন্তি) যোগোপচিতাসু (যোগেন সমৃদ্ধাসু) অনন্যহেতুষু (ন যোগাৎ অন্যো হেতুর্যাসাং তাসু) মায়াসু (ভোগ্যবস্তুষু) যদা সিদ্ধস্য (নিষ্পন্নযোগস্য) চেতঃ ন বিষজ্জতে, অথ (তদা) আত্যন্তিকী (পরমপুরুষার্থরূপা) মে (মদীয়া) গতিঃ স্যাৎ যত্র (যস্যাং) মৃত্যুহাসঃ

(মৃত্যোঃ গর্ব্বঃ) ন ভবতি, (বিষয়াসক্তৌ তু সিদ্ধোঽপি ময়া বশীকৃতঃ) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশো ঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এইরূপ অবস্থা-লব্ধ পুরুষের যখন যোগসমৃদ্ধ অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যেও চিত্ত আসক্ত হয় না—একমাত্র আমাতেই চিত্ত নির্ব্বন্ধিত থাকে, তখন ঐ পুরুষ মৎসম্বন্ধিনী আত্যন্তিকী গতি প্রাপ্ত হন। ঐ গতি প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আর মৃত্যুর হাস্যাস্পদ বস্তু হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাণিমাদিসিদ্ধিপর্য্যন্তা বিবিধা ভোগা অন্তরায়রূপা ভবন্তি, তাসু যোগী ন বিষজ্জেদিত্যাহ—যদা যোগী উপচিতাসু সমৃদ্ধাসু মায়াসু বিবিধভোগ্য-বস্তুষু সিদ্ধস্য চেতো ন বিসজ্জতে, তদা আত্যন্তিকী গতির্ম্মুক্তিঃ স্যাৎ। মায়াসু কীদৃশীষু ন যোগাদন্যো হেতুর্যাসাং তাসু। যত্র যস্যাং গতৌ সত্যাং মৃত্যোর্হাসো ন ভবতি। বিষয়াসক্তৌ তু সিদ্ধোঽপি ময়া বশীকৃত ইতি মৃত্যোর্হাসো গর্ব্বো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে সপ্তবিংশোঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অণিমাদি সিদ্ধি পর্য্যন্ত বিবিধ ভোগ অন্তরায়রূপ (ভজনের বিঘ্নস্বরূপ) হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে যোগী কখনই আসক্ত হইবেন না, ইহা বলিতেছেন—যদা, যখন যোগের দ্বারা সমৃদ্ধ (অণিমাদি) বিবিধ ভোগ্যবস্তুসকলে যোগ-নিষ্পন্ন যোগীর চিত্ত আসক্ত হয় না, তখন যোগী আত্যন্তিকী গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 'মায়াসু কীদৃশীষু'—কি প্রকার মায়াতে ? তাহাতে বলিতেছেন—'অনন্যহেতুষু'—যোগ ব্যতীত অন্য কারণ নাই যাহার, তাদৃশ মায়ার ভোগ্যবস্তুসকলে, (অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি যোগের দ্বারাই লব্ধ এবং যোগ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ নাই, এইজন্য তাহাতে আর চিত্ত আসক্ত হয় না)। 'যত্র'—যে গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলে, আর মৃত্যুর হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। বিষয়ের আসক্তিতে কিন্তু সিদ্ধ হইলেও আমার দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এইজন্য মৃত্যুর হাস্য বলিতে গর্ব্ব হয়—এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে-তাৎপর্য্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ধ্যানশোভিত অষ্টাঙ্গযোগ-বর্ণনদ্বারা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বরূপজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিস্তৃতরূপে সাংখ্যজ্ঞান বর্ণনা করিয়া কপিলদেব সংক্ষেপতঃ ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কপিলদেব দেবহূতিকে সাবলম্বন-যোগের লক্ষণ বর্ণন করিয়া নির্ম্মল যোগসমাহিতচিত্তে ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি-ধ্যানের কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীহরি নিজ ভৃত্যগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার যে নিত্যস্বরূপবিগ্রহ ইহ প্রপঞ্চে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যানই কর্ত্তব্য। প্রথমে ভগবানের রাতুলচরণ চিন্তা করিতে হইবে; ঐ চরণের প্রভায় পুরুষের অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়; ঐ চরণ হইতে সরিৎপ্রবরা সংসার-তাপনাশিনী গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিব শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। পরে ভগবানের জানুদ্বয়, নাভিহ্রদ, লোকপালগণের আশ্রয়স্থল বাহুযুগল, অসংখ্যতেজঃশালী চক্র ও শ্বেতবর্ণ শঙ্খ, কণ্ঠদেশস্থ বনমালা, জীবের তত্ত্বস্বরূপ কৌস্তুভমণি এবং ক্রমে ক্রমে ভগবানের অবলোকন, হাস্য, উচ্চহাস্যাদি ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানদ্বারা হৃদয়াকাশে জ্ঞানভাস্কর উদিত হইলে ভক্তিযোগী স্বীয় প্রেমরসাপ্লুত চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন; তখন আর তাঁহার দেহাত্মাভিমান থাকে না। অগ্নি, বিস্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট জলন্ত কাষ্ঠ ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও যেমন বস্তুতঃ উভয়েই অগ্নি হইতে পৃথক্, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা হইতে দ্রষ্টৃস্বরূপ ভগবান্ নিত্য পৃথক্। লোক যেমন সূক্ষ্মভূতসমূহকে মহাভূতস্বরূপে অবস্থিত অনুভব করিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তিযোগীও সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ও পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—হে নৃপাত্মজে, (মনুকন্যে দেবহূতে!) (যোগো হি দ্বিবিধঃ সবীজঃ নির্ব্বীজঃ চ)। সবীজস্য (সাবলম্বনস্য) যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে, যেন এব বিধিনা (বিহিতেন যোগেন) মনঃ প্রসন্নং (বিশুদ্ধং সৎ) সৎপথং (সতঃ ভগবতঃ মার্গং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন—হে মনুরাজপুত্রি, এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিব শ্রবণ করুন্; এই যোগবিধির দ্বারা মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টস্বঙ্গেষু যোগস্য ধ্যানং বিস্তার্য্য বর্ণ্যতে।
অষ্টাবিংশে যতো যোগী মুক্তিং বিন্দেদযত্নতঃ ॥
স্বভক্তিমুপদিশ্যৈবং সাংখ্যমুক্ত্বা তদন্বিতম্।
অষ্টাঙ্গযোগং তন্মিশ্রমারেভে বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ০ ॥
সবীজস্য সাবলম্বনস্য ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে যোগী যাহাতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ-যুক্ত যোগের ধ্যান বিস্তৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বর (ভগবান্ কপিলদেব) এই প্রকারে নিজ ভক্তির উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তদ্‌যুক্ত (ভক্তি-যুক্ত) সাংখ্যের কথা বলিয়া, সেই ভক্তি-মিশ্র অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ॥ ০ ॥

'সবীজস্য'—সাবলম্বন অর্থাৎ সকারণ ভগবদ্‌ভক্তিযোগের লক্ষণ এক্ষণে বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

মধ্ব—স বীজো বৈষ্ণবো যোগো নির্ব্বীজস্ত্বন্যদৈবতঃ।
বীজং বিষ্ণুর্হি জগতঃ শাখাদ্যাশ্চান্যদেবতাঃ ॥
ইতি কৌর্ম্মে ॥ ১ ॥

স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ২ ॥

গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥ ৩ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহং।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চনম্ ॥ ৪ ॥
মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥ ৫ ॥
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শক্ত্যা (যথাশক্তি) স্বধর্ম্মাচরণং বিধর্ম্মাৎ (স্বধর্ম্মবাধকাৎ) চ নিবর্ত্তনং দৈবাৎ (প্রারব্ধাৎ) লব্ধেন (অন্নাদিনা) সন্তোষঃ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম (আত্মবিদাং চরণার্চ্চনং) গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিঃ চ (গ্রাম্যঃ ত্রৈবর্গিকঃ ধর্ম্মঃ তস্মাৎ নিবৃত্তিঃ) তথা মোক্ষধর্ম্মরতিঃ (মোক্ষধর্ম্মাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ঃ তেষু রতিঃ) মিতমেধ্যাদনং (মিতং চ তন্মধ্যং শুদ্ধঞ্চ তস্য অদনং) শশ্বৎ বিবিক্তক্ষেমসেবনং (বিবিক্তং বিজনং ক্ষেমং নির্ব্বাধং তস্য স্থানস্য সেবনম্) অহিংসা (প্রাণিমাত্রদ্রোহত্যাগঃ) সত্যম্ অস্তেয়ং (চৌর্য্যাভাবঃ) যাবদর্থপরিগ্রহঃ (যাবতা অর্থঃ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রস্য পরিগ্রহঃ) ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং (বিশুদ্ধিঃ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠাদিঃ) পুরুষার্চ্চনং (পুরুষস্য হরেঃ অর্চ্চনং) মৌনং (মিতভাষিত্বং) সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং (সতঃ আসনস্য জয়েন স্থৈর্য্যং) শনৈঃ প্রাণজয়ঃ (প্রাণায়ামেন প্রাণবায়োঃ বশীকরণম্) ইন্দ্রিয়াণাং মনসা বিষয়াৎ হৃদি প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহৃত্য অবস্থাপনং) স্বধিষ্ণ্যানাং (প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাং মধ্যে) একদেশে (একস্মিন্ দেশে) মনসা (সহ) প্রাণধারণং (প্রাণস্য ধারণং ধারণা) বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং (বৈকুণ্ঠস্য হরেঃ লীলানাম্ অভিধ্যানম্) তথা আত্মনঃ (মনসঃ) সমাধানম্ (আত্মাকারতা) এতৈঃ (পূর্ব্বশ্লোকপঞ্চোক্তৈঃ স্বধর্ম্মাচারণাদিভিঃ) অন্যৈঃ চ (ব্রতদানাদিভিঃ) পথিভিঃ (উপায়ৈঃ) জিতপ্রাণঃ (জিতাঃ প্রাণাঃ যেন তথাভূতঃ (অতন্দ্রিতঃ) অনলসঃ সন্) অসৎপথম্ (অসতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পথি বর্ত্তমানম্ অতএব) হি দুষ্টং মনঃ শনকৈঃ বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত ॥ ২-৭ ॥

অনুবাদ—যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচরণ, বিধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, দৈবলব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, ভগবৎতত্ত্ববিদ্‌গণের চরণসেবন, ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রৈবর্গিক গ্রাম্যধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষধর্ম্মে রতি, পরিমিত অথচ পবিত্র দ্রব্য-ভক্ষণ, নিরন্তর নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে অবস্থান করিয়া হরিভজন, অহিংসা সত্য, অচৌর্য্য, যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি, বেদাধ্যয়ন, ভগবদর্চ্চন, বৃথাপ্রজল্প-পরিত্যাগ, আসনজয়-পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন, মনদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন, মনের সহিত প্রাণকে মূলাধারাদি স্বাধিষ্ঠানের মধ্যে একদেশে ধারণ, অধোক্ষজ শ্রীহরির লীলার শ্রাবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, মনের সংকল্প ও বিকল্প-ভাব দূরীভূত করিয়া আত্মাভিন্ন স্বরূপে পরিণতকরণ, জিতপ্রাণ ও অনলস হইয়া ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত উপায় এবং এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়দ্বারা উন্মার্গগামী, অস্থির মনকে বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে যুক্ত করিবে ॥ ২-৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র যমনিয়মানাহ ত্রিভিরক্ষরদ্বয়াধিকৈঃ। তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহব্রহ্মচর্য্যমৌনানি যমাঃ। তদন্যানি স্বধর্ম্মাচরণাদীনি নিয়মাঃ। গ্রাম্যস্ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মঃ। মিতমেধ্যাদনমিতি তত্র মিতং নাম ' "দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ" ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। বিবিক্তং নির্জ্জনং ক্ষেমং নির্ভয়ঞ্চ যৎ-স্থানং তত্র স্থিতিঃ। যাবতা অর্থঃ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রস্য ন ত্বধিকস্য বস্তুনঃ পরিগ্রহঃ। আসনাদীন্যঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সত আসনস্য জয়েন স্থৈর্য্যম্। স্বধিষ্ণ্যানাং প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাং মধ্যে একস্মিন্ দেশে মনসা সহ প্রাণস্য ধারণং ধারণা। লীলাভিধ্যানং লীলাসহিত-পাদাদ্যবয়বধ্যানম্। আত্মনো মনসঃ সমাধানং সমাধিরাত্মাকারতা। অন্যৈশ্চ দানব্রতাদিভিঃ পথিভিরুপায়ৈঃ যুঞ্জীত ধ্যানে যোজয়েৎ ॥ ২-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে (অর্থাৎ সবীজ যোগের মধ্যে) যম ও নিয়ম বলিতেছেন—(মৌন—এই) দুইটি অক্ষর অধিক তিনটি শ্লোকের দ্বারা। তন্মধ্যে অহিংসা (সকল প্রাণিতে দ্রোহবর্জ্জন), সত্য (যথার্থভাষণ), অস্তেয় (পরস্ব অপহরণ না করা), পরিগ্রহ (যতটুকু দ্রব্যের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ততটুকু দ্রব্যের স্বীকার), ব্রহ্মচর্য্য (উপস্থ-সংযম)

এবং মৌন (মৌনব্রত অর্থাৎ ভগবৎকথা ব্যতীত প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য কথা না বলা)—এই কয়েকটি যম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম)। তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য স্বধর্ম্ম আচরণ প্রভৃতি নিয়ম। গ্রাম্য ধর্ম্ম বলিতে ভগবৎসম্বন্ধ ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। মিত (পরিমিত) ও মেধ্য অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত বিশুদ্ধ অন্নাদি ভোজন। তন্মধ্যে মিত বলিতে যেমন স্মৃতি-প্রসিদ্ধ বাক্য—"অন্নের (খাদ্য দ্রব্যের) দ্বারা দুই ভাগ পূরণ করিবে, এক ভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে। অপর চতুর্থ ভাগ বায়ুর চলাচলের জন্য খালি রাখিবে।" 'বিবিক্ত-ক্ষেম-সেবনং'—বিবিক্ত বলিতে নির্জ্জন (বহির্ম্মুখ জন-সঙ্গরহিত) এবং ক্ষেম অর্থাৎ নির্ভয় (বাধা-রহিত) যে স্থান, সেখানে অবস্থান। 'যাবদর্থ-পরি-গ্রহ'—যতটা প্রয়োজন তাবন্মাত্রের গ্রহণ, কিন্তু তাহার অধিক বস্তুর গ্রহণ না করা। আসন প্রভৃতি অঙ্গ-সকল বলিতেছেন—তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'সদাসন-জয়ঃ স্থৈর্য্যম্'—সৎ (অর্থাৎ সচ্ছন্দ স্বস্তিকাদি) আসনের জয়ের (অভ্যাসের) দ্বারা (শরীরের) স্থিরতা। 'স্বধিষ্ণ্যানাম্'—প্রাণের স্থান মূলাধারাদির মধ্যে কোন একদেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণই ধারণা। 'লীলাভিধ্যানং'—লীলার সহিত ভগবানের শ্রীচরণাদি অবয়বসমূহের ধ্যান। 'অন্যৈশ্চ'—এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অন্য দান, ব্রতাদি, 'পথিভিঃ' —উপায়ের দ্বারা, (অসৎপথে প্রবৃত্ত দুর্দ্দমনীয় মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির দ্বারা) 'যুঞ্জীত'—ধ্যানে নিয়োগ করিবে ॥ ২-৭ ॥

মধ্ব—সমাধিরপ্রযত্নেন মনসঃ সংস্থিতির্ভবেৎ ইতি চ ॥ ৭ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিজিতাসনঃ (চিরমুপবিশন্নপি ক্লম-রহিতঃ) শুচৌ দেশে আসনং (কুশাজিনচেলোত্তরং) প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্ স্বস্তিকং (স্বস্তিকাসনেন) ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ সমভ্যসেৎ (প্রাণজয়াভ্যাসং কুর্য্যাৎ) ॥৮॥

অনুবাদ—পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে আসন বিস্তার করতঃ যথাসুখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযমের অভ্যাস করিবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আসনাদীনি বিবৃণোতি। আসনং কুশাজিনচেলোত্তরং, তস্মিন্ স্বস্তিকং স্বস্ত্যেব যথা স্যাদেবমাসীনঃ; যদ্বা, স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট ইত্যর্থঃ। যথা চ—"উরু-জঙ্ঘান্তরাধায় পাদাগ্রে জানুমধ্যগে। যোগিনো যদবস্থানং স্বস্তিকস্তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥" সমভ্য-সেৎ প্রাণমিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আসন প্রভৃতি বিবৃত করিতে-ছেন—'আসনং', (অর্থাৎ পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি) কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আস্তরণ করিয়া আসন করিবে, এবং তাহাতে 'স্বস্তিকং'—অর্থাৎ স্বচ্ছন্দতা লাভ যাহাতে হয়, এমন আসনে আসীন হইয়া, কিম্বা—স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এই অর্থ। স্বস্তিক আসন, যথা—"উভয় জানু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় পাদাগ্রভাগ (পদতল) স্থাপন করিয়া যোগীর যে অবস্থান, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্বস্তিক আসন বলিয়া থাকেন।" 'সমভ্যসেৎ'—প্রাণ সংযমের অভ্যাস করিবে ॥ ৮ ॥

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পূরকুম্ভকরেচকৈঃ (তৈঃ) প্রতিকূলেন (রেচককুম্ভকপূরকৈঃ বা চ প্রাণায়ামৈঃ) প্রাণস্য মার্গং (নাড্যাদি তথা) শোধয়েৎ, যথা (অস্থিরং অপি) চিত্তং স্থিরং (সৎ) অচঞ্চলং (ভবেৎ) ॥৯॥

অনুবাদ—পূরক, কুম্ভক ও রেচক এবং প্রতি-লোমক্রমে রেচক, কুম্ভক ও পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর গতাগতির পথনড্যাদিকে এরূপভাবে শোধন করিবে, যাহাতে চিত্ত স্থির হইয়া পুনর্ব্বার চঞ্চল না হয় ॥৯॥

বিশ্বনাথ—বাহ্যবায়োরন্তর্বাময়া নাসয়া প্রবেশনং পূরকঃ। প্রবেশিতস্য ধারণং কুম্ভকঃ। দক্ষিণয়া নাসয়া রেচনং রেচকঃ। প্রতিকূলেন রেচককুম্ভক-পূরকৈঃ অস্থিরমপি চিত্তং যথা অচঞ্চলং স্যাৎ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাহ্য বায়ুর বাম নাসিকার দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করান পূরক। অন্তঃপ্রবেশিত বায়ুর ধারণ কুম্ভক। দক্ষিণ নাসিকার দ্বারা অন্ত-

ধৃত বায়ুর বহির্নিঃসারণ রেচক। অথবা—প্রতিকূলেন (প্রতিলোম-ক্রমে) অর্থাৎ রেচক, কুম্ভক, পরে পূরকের দ্বারা অস্থির চিত্তকেও (এরূপ ভাবে স্থির করিবে) যাহাতে চঞ্চল না হয় ॥ ৯ ॥

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লৌহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—জিতশ্বাসস্য (জিতঃ শ্বাসঃ যেন তস্য) যোগিনঃ মনঃ (চিত্তম্) অচিরাৎ (আশু) বিরজং (নির্ম্মলং) স্যাৎ যথা বৈ বায়ুগ্নিভ্যাং ধ্মাতং (সন্তপ্তং) লৌহং (সুবর্ণং) মলং ত্যজতি (তথা মনঃ নির্ম্মলং ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যেরূপ স্বর্ণ বায়ু ও অগ্নির সংসর্গে প্রতপ্ত হইয়া স্বীয় মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্তও অচিরে নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—লৌহং স্বর্ণং। ধ্মাতং সন্তপ্তম্ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লৌহং—স্বর্ণ। ধ্মাতং—সন্তপ্ত (অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত হইলে স্বর্ণ যেমন অচিরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই নির্ম্মল হয়) ॥ ১০ ॥

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—প্রাণায়ামৈঃ দোষান্ (বাতপিত্তাদীন্) দহেৎ, ধারণাদিভিঃ কিল্বিষান্ (পাপানি দহেৎ), প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ (বিষয়সঙ্গান্) (দহেৎ), ধ্যানেন অনীশ্বরান্ গুণান্ (রাগাদীন্) চ (দহেৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়াম দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি দোষ, ধারণাদ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-সংসর্গজনিত দোষ এবং ধ্যান দ্বারা রাগাদি দোষ দগ্ধ করিবে ॥১১॥

বিশ্বনাথ—এতেষাং কার্য্যাণ্যাহ—প্রাণায়ামৈরিতি। দোষান্ বাতশ্লেষ্মাদীন্ কিল্বিষাণি পাপানি সংসর্গান্ বিষয়সঙ্গান্ অনীশ্বরান্ রাগদ্বেষাদীন্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকলের কার্য্য বলিতেছেন—'প্রাণায়ামৈঃ' ইত্যাদি। দোষ বলিতে বাত, শ্লেষ্মাদি। কিল্বিষ—চিত্তগত পাপরাশি। প্রত্যাহারের (ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে নিরোধ করার) দ্বারা বিষয়সঙ্গ-সকল নিবৃত্তি পায় এবং ধ্যানের দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি উপশান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যদা মনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রবলোকনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা মনঃ যোগেন সুবিরজং (নির্ম্মলং) সুসমাহিতং (স্থিরং জাতং তদা) স্বনাসাগ্রবলোকনঃ (স্বনাসাগ্রে অবলোকনং যস্য তথাভূতঃ সন্) ভগবতঃ কাষ্ঠাং (কলাং মূর্ত্তিম্ ইত্যর্থঃ) ধ্যায়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে যখন মন সম্যক্ নির্ম্মল ও যোগদ্বারা সুসমাহিত হইবে তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ শ্রীহরির মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেন যমাদিনা সমাহিতং স্থিরং কাষ্ঠাং উৎকৃষ্টস্বরূপম্। লয়বিক্ষেপ-পরিহারায় স্বনাসাগ্রদর্শী ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যমাদি যোগের দ্বারা চিত্ত যখন সমাহিত অর্থাৎ স্থির হইবে, তখন 'ভগবতঃ কাষ্ঠাম্'—ভগবানের উৎকৃষ্ট স্বরূপ ধ্যান করিবে। লয় ও বিক্ষেপ পরিহারের নিমিত্ত বলিলেন—'স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ', নিজের নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ॥ ১২ ॥

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩ ॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ॥ ১৪ ॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্যহারবলয়-কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫ ॥
কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭ ॥

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ ।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসন্নবদনাম্ভোজং (প্রসন্নং বদনাম্ভোজং যস্য তং) পদ্মগর্ভারুণেক্ষণং (পদ্মগর্ভবৎ অরুণে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) নীলোৎপলদলশ্যামং (নীলোৎপলদলবৎ শ্যামং) শঙ্খচক্রগদাধরং লসৎপঙ্কজ-কিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসং (লসৎপঙ্কজস্য কিঞ্জল্ক-বৎ পীতে কৌশেয়ে বাসসী যস্য তং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসঃ লাঞ্ছনং বক্ষসি যস্য তৎ) ভ্রাজৎ-কৌস্তুভা-মুক্তকন্ধরং (ভ্রাজৎকৌস্তুভেন আমুক্তা সংশ্লিষ্টা কন্ধরা যস্য তং) মত্তদ্বিরেফকলয়া (মত্তদ্বিরেফাণাং ভৃঙ্গাণাং কলঃ মধুরধ্বনিঃ যস্যাং তয়া) বনমালয়া পরীতং (ব্যাপ্তং) পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরং (পরার্দ্ধ্যানি অমূল্যানি হারাদীনি যস্য তং) কাঞ্চী-গুণোল্লসৎশ্রোণিং (কাঞ্চীগুণেন উল্লসন্তী শ্রোণিঃ যস্য তং) হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরং (ভক্তানাং হৃদয়পদ্মমেব বিষ্টরং আসনং যস্য তং) দর্শনীয়তমম্ (অতিসুন্দরং) শান্তং (সুশীলম্ অতঃ ভক্তানাং) মনোনয়নবর্দ্ধনং (মনোনয়নানি বর্দ্ধয়তি হর্ষতি ইতি তথা তং) অপীব্য-দর্শনম্ (অপীব্যম্ অতিসুন্দরং ভক্তবিষয়ং দর্শনং যস্য তং) শশ্বৎ (নিত্যং) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং কৈশোরে (তারুণ্যে) বয়সি সন্তং (স্থিতং) ভৃত্যানুগ্রহকাতরং (ভৃত্যানাম্ অনুগ্রহে কাতরং ব্যগ্রং) কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং (কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থং যশো তং) পুণ্যশ্লোক-যশস্করং (পুণ্যশ্লোকাঃ বলিপ্রমুখাঃ তেষাং যশস্করং) এবং সমগ্রাঙ্গং (সমগ্রাণি অঙ্গানি যস্মিন্ তং দেবং) যাবৎ মনঃ ন চ্যবতে (ন অপযাতি তাবৎ এব) ধ্যায়েৎ ॥ ১৩-১৮ ॥

অনুবাদ—সেই শ্রীহরির মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, অঙ্গ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, কটি-দেশে পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণে শোভমান পট্টবস্ত্র, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভমণি বিরাজিত রহিয়াছে। তাঁহার গলদেশে মত্ত মধুকর-কুলের মধুরধ্বনি পরিব্যাপ্ত বনমালা বিলম্বিত রহি-য়াছে ; বহুমূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে ; কটিদেশে কাঞ্চিদাম শোভা বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। তিনি (ধ্যাতার) হৃৎপদ্মাসনে সমাসীন হইয়া আছেন ; তাঁহার ন্যায় সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই—তিনি প্রশান্ত-বিগ্রহ, দর্শকের চিত্ত ও নেত্রের আনন্দবর্দ্ধক, অতীবসুন্দর দর্শন, সর্ব্বলোকের আরাধ্য, নবকিশোর, নিজজনের প্রতি কৃপাবিতরণে লোলুপ ; তাঁহার যশঃ পবিত্র ও একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য ; তিনি বলিপ্রমুখ পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের যশোবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভগবান্‌কে যে পর্য্যন্ত মন চ্যুত না হয় তাবৎকাল ধ্যান করিবে ॥ ১৩-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—'নবাঙ্গভক্তাবপি যং তৃতীয়-মাহুর্মহান্তঃ পুরুষার্থসারং। ধ্যানং হরেঃ সপ্তমতামগাৎ, তদষ্টাঙ্গ-যোগেঽত্র চ মোক্ষসিদ্ধ্যৈ ॥" প্রসঙ্গতো ভক্তানাং যোগি-নাঞ্চ ধ্যেয়ং স্বরূপমাহ—প্রসন্নেতি। শঙ্খেত্যত্র চতুর্থং পদ্মমপি দ্রষ্টব্যম্। ভ্রাজৎকৌস্তুভেন তদীয়স্বর্ণসূত্রেণ আমুক্তা প্রতিবদ্ধা রুদ্ধা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তম্। মত্তানাং দ্বিরেফাণাং কলো মধুরো ধ্বনির্যস্যাং তয়া। পরার্দ্ধ্যং পরৰ্দ্ধমূল্যক্রীতম্। কাঞ্চীসূত্রেণোল্লসন্তী শ্রোণিঃ কটির্যস্য তম্। ভক্তানাং হৃদয়াম্ভোজমেব বিষ্টরমাসনং যস্য তম্। শান্তমনুগ্রম্। অপীব্যমতি-সুন্দরং, কৈশোরে পঞ্চদশবর্ষে বয়সি নিত্যস্থিতম্। কীর্ত্তনার্হং তীর্থরূপঞ্চ যশো যস্য তম্ ॥ ১৩-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নববিধা ভক্তিতেও যাহা তৃতীয় বলিয়া মাহাত্মগণ বলেন, সকল পুরুষার্থের সার শ্রীহরির সেই ধ্যান, (এই যোগে) সপ্তম স্থান লাভ করিয়াছে এবং এখানে অষ্টাঙ্গ যোগ (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ভক্ত ও যোগিগণের ধ্যেয় স্বরূপ বলিতেছেন —'প্রসন্ন' ইত্যাদি। শঙ্খ, চক্র, গদা—এই স্থলে চতুর্থ পদ্মও জানিতে হইবে। 'ভ্রাজৎকৌস্তুভ'—দীপ্তি-শালী কৌস্তুভ মণির দ্বারা, অর্থাৎ তদীয় স্বর্ণসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে গ্রীবাদেশ যাঁহার, তাঁহাকে। যাঁহার গলদেশ-স্থিত বনমালায় মত্ত ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনি রহিয়াছে। পরার্দ্ধ্য—বলিতে বহুমূল্যের দ্বারা ক্রীতা, অর্থাৎ অমূল্য হার, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার-সমূহে অলঙ্কৃত যাঁহার শ্রীঅঙ্গ। 'কাঞ্চীগুণোল্ল-সৎশ্রোণিং'—কাঞ্চীসূত্রের (মেখলার) দ্বারা সমুদ্ভা-

সিত হইয়াছে কটিদেশ যাঁহার, তাঁহাকে। ভক্তগণের হৃদয়কমলই আসন যাঁহার, অর্থাৎ ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মকে আসন করিয়া যিনি সমুপবিষ্ট, তাঁহাকে। 'শান্তং'—শান্ত-মূর্তি, অর্থাৎ যিনি উগ্র নন। অপীব্য—বলিতে অতিসুন্দর। কৈশোরে—পঞ্চদশ-বর্ষ বয়স্কে নিত্য যিনি অবস্থিত, তাঁহাকে। 'কীর্ত্তন্য-তীর্থ-যশসং'—কীর্ত্তনযোগ্য এবং তীর্থরূপ যশ যাঁহার, তাঁহাকে (এইরূপে ধ্যান করিবে) ॥ ১৩-১৮ ॥

মধ্ব—সর্ব্বং স্মর্ত্তুমশক্তাবেকাঙ্গে, যাবন্ন চ্যবতে মন ইত্যুক্তত্বাৎ। সর্ব্বং স্মর্ত্তুমশক্তঃ সন্নেকাঙ্গং চিন্তয়েদ্ বুধঃ ইতি চ ॥ ১৩-১৮ ॥

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্থিতং ব্রজন্তম্ আসীনম্ (উপবিষ্টং) শয়ানং বা প্রেক্ষণীয়েহিতং (প্রেক্ষণীয়ম্ ঈহিতং লীলা যস্য তং) গুহাশয়ং (হরিং) শুদ্ধভাবেন চেতসা ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(মাতঃ), ঐ ভগবন্মূর্ত্তি ব্যষ্টিজীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ; তাঁহার লীলা অপূর্ব্বদর্শন ; শুদ্ধভাবযুক্ত চিত্তে ঐ মূর্ত্তিকে কোন বিশেষ স্থানে অবস্থিত অথবা গমনশীল কিম্বা শয়ানরূপে ধ্যান করিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গতস্তন্ত্রেণ রাগানুগীয়ভক্তানামপি ধ্যেয়াং লীলামাহ—স্থিতং বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবনীয়কল্পতরুমূলে চ। ব্রজন্তং বৈকুণ্ঠাৎ গোষ্ঠাচ্চ বনায়। আসীনং রত্নসিংহাসনে গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে চ। শয়ানং শেষপর্য্যঙ্কে গোবর্দ্ধনগুহায়াঞ্চ। শুদ্ধভাবং চেতস্তদা তেন প্রেক্ষণীয়ং জালরন্ধ্রাদ্বহিঃস্থিত্বৈব দ্রষ্টুমর্হম্ ঈহিতং ক্রীড়া চেষ্টিতং যস্য তৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে রাগানুগীয় ভক্তবৃন্দেরও ধ্যানযোগ্য লীলা বলিতেছেন—'স্থিতং',—বৈকুণ্ঠে এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় কল্পতরুমূলে স্থিত। 'ব্রজন্তং'—বৈকুণ্ঠ হইতে এবং গোষ্ঠ হইতে বনে গমনশীল। 'আসীনং'—রত্নসিংহাসনে এবং শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি-শিখরে উপবিষ্ট। 'শয়ানং'—অনন্তশয্যায় এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের গুহাপ্রদেশে শয়ান। 'শুদ্ধভাবেন চেতসা'—যখন শুদ্ধ ভাবযুক্ত চিত্ত হয়, তখন সেই ভাবশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা, 'প্রেক্ষণীয়েহিতং'—প্রেক্ষণীয়, জালরন্ধ্র হইতে বাহিরে অবস্থান করিয়াই দর্শন-যোগ্য, 'ঈহিত' অর্থাৎ ক্রীড়া, চেষ্টা (লীলা) যাঁহার, তাঁহাকে (ধ্যান করিবে) ॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্(ভগবদ্বিগ্রহে) লব্ধপদং (লব্ধং পদং স্থিতিঃ যেন তৎ) সর্ব্বাবয়বসংস্থিতং (সর্ব্বাবয়বেষু সংস্থিতং প্রতিষ্ঠিতং) চিত্তং বিলক্ষ্য (বিশেষেণ লক্ষীকৃত্য) মুনিঃ (যোগী) ভগবতঃ একত্র (একস্মিন্) অঙ্গে সংযুঞ্জ্যাৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবন্মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত অনুভব করিয়া ভক্তিযোগী অবশেষে তাঁহার চিত্তকে শ্রীভগবানের এক একটী অঙ্গে যোজনা করিবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সমগ্রধ্যানমুক্ত্বা একৈকাবয়বধ্যানমাহ—তস্মিন্ ভগবদ্বিগ্রহে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমগ্র ধ্যান বলিয়া শ্রীভগবানের এক এক অঙ্গের ধ্যান বলিতেছেন—'তস্মিন্', সেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহে ॥ ২০ ॥

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ-লাঞ্ছনাঢ্যম্।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখ-চক্রবাল-
জ্যোৎস্নাভিরাহত-মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ-লাঞ্ছনাঢ্যং (রেখা-অঙ্কৈঃ ব্রজাঙ্কুশধ্বজসরোরুহৈঃ লাঞ্ছনৈঃ চিহ্নৈঃ আঢ্যং যুক্তম্) উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখ চক্রবালজ্যোৎস্নাভিঃ (উত্তুঙ্গাশ্চ রক্তাশ্চ বিলসন্তঃ যে নখাঃ তেষাং চক্রবালং মণ্ডলং তস্য জ্যোৎস্নাভিঃ) আহত-মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ (আহতঃ মহতাং ধাতৃণাং হৃদয়ান্ধকারঃ যেন তৎ) ভগবতঃ চরণারবিন্দং সংচিন্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীহরির চরণকমল সম্যগ্‌রূপে ধ্যান করিবেন ;

যে পুরুষ উহা ভাবনা করেন, অত্যুঙ্গ রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় তাঁহার ভীষণ হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—পাদাদিক্রমেণৈকৈকাবয়বধ্যানমাহ—বজ্রেতি। দক্ষিণচরণতলধ্যানং তস্যৈব কল্পতরুমূলে তিষ্ঠতস্ত্রিভঙ্গললিতস্য কৃষ্ণস্য ভক্তৈর্দৃশ্যত্বাৎ তস্য দক্ষিণচরণস্য কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশং ধ্যায়েৎ। অঙ্কুশতলে বজ্রং অনামিকাতলে সরোরুহং সরোরুহ-তলে ধ্বজং এবমঙ্গুষ্ঠতলে যবচক্রাদিকং জ্ঞেয়ম্, এতৈর্লাঞ্ছনৈশ্চিহ্নৈরাঢ্যং। অন্ধকারং পাপম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাদাদি ক্রমে এক এক অবয়বের ধ্যান বলিতেছেন—'বজ্র' ইত্যাদি। প্রথমতঃ দক্ষিণ চরণতলের ধ্যান বলিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবনীয় কল্পতরুমূলে ত্রিভঙ্গ-ললিত-ঠামে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ঐ চরণতল ভক্তজনের দৃশ্যত্ব বলিয়া। তাঁহার দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তলদেশে অঙ্কুশ চিহ্নের ধ্যান করিবে। অঙ্কুশের তলে বজ্র, অনামিকার তলে পদ্ম, পদ্মের নিম্নে ধ্বজা। এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলদেশে যব ও চক্রাদি রেখা জানিতে হইবে। এই সমস্ত 'লাঞ্ছন', অর্থাৎ চিহ্নের দ্বারা যুক্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিবে। 'অন্ধকার'—বলিতে পাপ, (অর্থাৎ নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের জ্যোৎস্নায় ধ্যানকারী পুরুষের হৃদয়ের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া যায়) ॥ ২১ ॥

যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈল-নিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন (যস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতায়াঃ সরিৎপ্রবরায়াঃ গঙ্গায়াঃ উদকেন) তীর্থেন (সংসারতারকেণ) মূর্দ্ধি অধিকৃতেন (ধৃতেন) শিবঃ (জগদ্বন্দ্যঃ মহাদেবঃ অপি) শিবঃ (মঙ্গলরূপঃ) অভূৎ (অত্যধিকং সুখং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং (ধাতুঃ মনসি যঃ শমলশৈলঃ পাপপর্ব্বতঃ তস্মিন্ নিসৃষ্টং ক্ষিপ্তং বজ্রং যেন তৎ) যদ্বা, শমলশৈলে নিসৃষ্টং স্বলাঞ্ছনরূপং বজ্রং যেন তৎ) ভগবতঃ চরণারবিন্দং চিরং (দীর্ঘকালং) ধ্যায়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে চরণপ্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্রজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন বজ্রনিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কলমষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—চরণারবিন্দস্য মাধুর্য্যমুক্ত্বা ঐশ্বর্য্যমাহ—যস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতা যা সরিৎপ্রবরা গঙ্গা তস্যা উদকেন মূর্দ্ধি আধিক্যেন কৃতেন; যদ্বা, মূর্দ্ধি ধর্ত্তুং অধিকৃতেন অধিকারেণ প্রাপ্তেন শিবোঽপি শিবোঽভূদদ্যৈবাহং শিবোঽভূবমিত্যভিমন্যতে স্মেত্যর্থঃ। ধ্যাতুর্জনস্য মনঃশমলানি রাগদ্বেষাদীনি তেষ্বেব শৈলেষু নিসৃষ্টং স্বলাঞ্ছনরূপং বজ্রং যেন তৎ। এবমেব যচ্চরণারবিন্দং ধ্যাতুর্ভক্তস্য মনোহস্তিনং স্ববর্ত্ম ন্যানেতুং অঙ্কুশং ধত্তে মনঃসরসীমলংকর্ত্তুং কমলং, মনসে সর্ব্বোৎকর্ষসাম্রাজ্যং দাতুং ধ্বজং, সর্ব্বোৎকৃষ্টযশো দাতুং যবম্। ত্রিবিধতাপোপশমনায় ছত্রং, সর্ব্বতো রক্ষণার্থং চক্রাদিকমপি ধত্তে ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চরণারবিন্দের মাধুর্য্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'যচ্ছৌচ', ইত্যাদি। যে ভগবানের চরণ-প্রক্ষালন জল হইতে বিনিঃসৃতা যে নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, তাহার পবিত্র সলিলের দ্বারা, 'মূর্দ্ধি'—মস্তকোপরি আধিক্যরূপে অর্থাৎ অতিশয় শ্রেষ্ঠত্বরূপে ধারণ করতঃ, অথবা—মস্তকে ধারণের নিমিত্ত অধিকাররূপে প্রাপ্ত হইয়া শিবও শিব (অর্থাৎ মঙ্গলময়) হইয়াছিলেন, অর্থাৎ 'অদ্যই আমি যথার্থনামা শিব' হইলাম—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'ধ্যাতুঃ'—ঐ চরণকমলের ধ্যানকারী ভক্তজনের, 'মনঃ-শমলানি'—মনের রাগ, দ্বেষাদি যে পাপসকল, সেই পাপ-পর্ব্বতসকলে নিজ চরণ-চিহ্নরূপ বজ্র যিনি নিক্ষেপ করেন, (সেই ভগবানের চরণারবিন্দ চিরকাল ধ্যান করিবে)। এইরূপই যাঁহার চরণকমলের ধ্যানশীল ভক্তের মনঃ-রূপ হস্তিকে

নিজ পথে আনয়নের নিমিত্ত যিনি অঙ্কুশ (চিহ্ন) ধারণ করেন, ভক্তের মনঃ-সরোবরকে শোভিত করিবার জন্য কমল, মনে সর্ব্বোৎকর্ষ সাম্রাজ্য প্রদানের নিমিত্ত ধ্বজ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যশঃ দানের জন্য যব, বিবিধ তাপ উপশমের জন্য ছত্র এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষণের নিমিত্ত চক্র প্রভৃতি চিহ্ন যিনি ধারণ করেন —ইহাও জানিতে হইবে ॥ ২২ ॥

জানুদ্বয়ং জলজ-লোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
উর্ব্বো নিধায় করপল্লব-রোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্য্যাৎ ॥২৩॥
ঊরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমান-
কাঞ্চীকলাপ-পরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ জলজলোচনয়া (কমলনেত্রয়া) সুরবন্দিতয়া অখিলস্য (জগতঃ) বিধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) জনন্যা লক্ষ্ম্যা (স্বস্যাঃ) উর্ব্বোঃ নিধায় করপল্লব-রোচিষা (প্রকাশমান-করপল্লবেন) সংলালিতং (স্পর্শ-চাতুর্য্যেণ সংসেবিতং তৎ) অভবস্য (সংসার-নিবর্ত্তকস্য) বিভোঃ (ভগবতঃ) জানুদ্বয়ং (তৎ-পর্য্যন্তং জঙ্ঘাদ্বয়ং), সুপর্ণভুজয়োঃ (সুপর্ণস্য গরুড়স্য ভুজয়োঃ স্কন্ধয়োঃ) অধি (উপরি) শোভমানৌ ওজোনিধী (ওজসঃ বলস্য নিধী আধারৌ) অতসিকাকুসুমাবভাসৌ (অতসিকায়াঃ কুসুমবৎ কান্ত্যা অবভাসমানৌ) ঊরূ (তথা) ব্যালম্বিপীত-বরবাসসি (ব্যালম্বি আগুল্‌ফং লম্বমানং যৎ পীতং বরং বাসঃ তস্মিন্) বর্ত্তমানকাঞ্চী-কলাপ-পরিরম্ভি (বর্ত্তমানঃ যঃ কাঞ্চীকলাপঃ তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষঃ বিদ্যতে যস্য তৎ) নিতম্ববিম্বং চ হৃদি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের জানুদ্বয় আপন উরুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক সুন্দর করপল্লবদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীহরির চরণ-চিন্তার পর ভক্তিযোগী সেই জানুদ্বয় ধ্যান করিবে। এইরূপে ভক্তিযোগী গরুড়ের স্কন্ধোপরি শোভমান, বলের আধারভূত অতসীকুসুমের ন্যায় প্রকাশমান, ভগবানের ঊরুযুগল ধ্যান করিবে। অনন্তর গুল্‌ফ-দেশ পর্য্যন্ত লম্বিত পীতবসনে বেষ্টিত এবং কাঞ্চিদাম-সংশ্লিষ্ট তদীয় নিতম্বদেশ ভাবনা করিবে ॥২৩-২৪॥

বিশ্বনাথ—শয়ানং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ শেষপর্য্যঙ্কে শয়ানস্য বিভোর্জানুদ্বয়ং তৎপর্য্যন্তং জঙ্ঘাদ্বয়ং হৃদি কুর্য্যাৎ। যৎ খলু অখিলস্য বিধাতুর্ব্রহ্মণঃ জনন্যা লক্ষ্ম্যা সম্বাহনচাতুর্য্যবতোঃ করপল্লবয়োঃ রোচিষা অরুণিম্না পীতিম্না চ সংলালিতং শোভিতীকৃতং, জলজলোচনয়েতি তল্লোচনাভ্যাং নির্ব্বাধমেবাস্বাদিত-লাবণ্যমিত্যর্থঃ। ইদমেব জঙ্ঘয়োর্জানুনোশ্চ মাধুর্য্যমৈশ্বর্য্যঞ্চৈবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। অভবস্য ন বিদ্যতে ভবো যস্মাৎ তস্য, ব্রজন্তং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ পৃথু-ধ্রুবাদিভ্যো বরং দাতুং গচ্ছতো গরুড়ারূঢ়স্য হরেরূরুদ্বয়ং হৃদি কুর্য্যাৎ। ভুজয়োরধি উপরি স্কন্ধয়োরিত্যর্থঃ। নিতম্ববিম্বং নিতম্বমণ্ডলম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শয়ান ভগবানের ধ্যান করিবে —ইহা বলিয়াছেন, অতএব অনন্ত-শয্যায় শয়ান বিভুর (ভগবানের) জানুদ্বয়, অর্থাৎ জানু পর্য্যন্ত জঙ্ঘাদ্বয়, 'হৃদি কুর্য্যাৎ'—হৃদয়ে ধারণ করিবে, অর্থাৎ জানুদ্বয়ের ধ্যান করিবে। যে জানুদ্বয়, অখিল জগতের সৃজনকারী ব্রহ্মার জননী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পাদ-সম্বাহনের চাতুর্য্যযুক্ত কর-পল্লবদ্বয়ের অরুণিমা ও পীতিমা (অরুণবর্ণ ও পীতবর্ণ) কান্তির দ্বারা 'সংলালিতং'—সুশোভিত করা হইয়াছে। 'জলজ-লোচনয়া'—এখানে কমল-নয়না লক্ষ্মী কর্ত্তৃক, ইহা বলায় তাদৃশ (বিস্ফারিত) নেত্রযুগলের দ্বারা নির্ব্বাধেই যিনি (ভগবানের) লাবণ্য আস্বাদন করিতেছেন —এই অর্থ। ইহাই জঙ্ঘা ও জানুদ্বয়ের মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। 'অভবস্য'—যাঁহা হইতে অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম হয় না, তাঁহার, (অর্থাৎ যিনি জীবের সংসার-নিবর্ত্তক, সেই ভগবানের)। 'ব্রজন্তং ধ্যায়েৎ' —গমনশীল ভগবানের ধ্যান করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব মহারাজ পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতিকে বর প্রদানের নিমিত্ত গমনকারী, গরুড়ারূঢ় ভগবান্ শ্রীহরির ঊরুদ্বয় হৃদয়ে ধ্যান করিবে। 'ভুজয়োঃ

অধি'—গরুড়ের দুই স্কন্ধের উপরে (শোভমান উরু-দ্বয়)—এই অর্থ। 'নিতম্ব-বিম্ব'—বলিতে নিতম্ব-দেশ ॥ ২৩-২৪ ॥

নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ ।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য
ধ্যায়েদ্দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবনকোশগুহোদরস্থং (ভুবনানাং কোশস্য সমূহস্য গুহা অধিষ্ঠানং যৎ উদরং তত্র স্থিতং) যত্র (নাভিহ্রদে) আত্মযোনিধিষণাখিললোক-পদ্মম্ (আত্মযোনেঃ ব্রহ্মণঃ ধিষণং ধিষ্ণ্যম্ অখিল-লোকাত্মকং পদ্মং) ব্যূঢ়ম্ (উত্থিতং, তৎ) অমুষ্য (হরেঃ) নাভিহ্রদং ধ্যায়েৎ, (তথা) বিশদহার-ময়ূখগৌরং (বিশদহারাণাং ময়ূখৈঃ গৌরং শ্বেতং স্বতঃ) হরিন্মণিবৃষস্তনয়োঃ (মরকতমণিশ্রেষ্ঠৌ ইব যৌ স্তনৌ তয়োঃ) দ্বয়ং (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের উদরের মধ্যবর্ত্তি যে নাভি-হ্রদ ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং যাহা হইতে আত্মযোনি ব্রহ্মার অবস্থিতি-স্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই নাভিহ্রদ চিন্তা করিবে। অনন্তর উৎকৃষ্ট হরিদ্বর্ণ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত ও নির্ম্মলোজ্জ্বল হারের কিরণদ্বারা শুভ্রবর্ণ স্তনদ্বয় ভাবনা করিবে। ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ভোদশায়িনো নাভীহ্রদং ধ্যায়েৎ। ভুবনানাং কোশস্য সমূহস্য গুহা অধিষ্ঠানং যদুদরং তত্র স্থিতম্। যত্রাত্মযোনের্ধিষণং ধিষ্ণ্যং অখিল-লোকাত্মকং পদ্মং ব্যূঢ়মুত্থিতং, হরিন্মণিবৃষৌ মরক-তমণিশ্রেষ্ঠাবিব যৌ চক্রিকাকৃতিস্তনৌ তয়োর্দ্বয়ম্। হরিন্মণিবর্ণো বৃষো ধর্ম্মো যত্র তথাভূতয়োঃ স্তনয়ো-রিতি বা তদ্দক্ষিণস্তনস্য ধর্ম্মত্বাৎ। বিশদানাং হারা-ণাং ময়ূখৈর্গৌরং শ্বেতমিতি দক্ষিণস্তনোপরি দক্ষিণা-বর্ত্ত-শ্বেত-শ্রীবৎসরেখামপি হারকান্তিমিব ধ্যায়েদিত্যপি সূচিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গর্ভোদশায়ী ভগবানের নাভী-হ্রদের ধ্যান করিবে। 'ভুবনকোশ'—ভগবানের যে উদর ভুবনসকলের অধিষ্ঠান-স্থান, সেই উদরে স্থিত (যে নাভীহ্রদ)। 'যত্র'—যে নাভীহ্রদে আত্মযোনি ব্রহ্মার 'ধিষণং'—আবাস-স্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল। 'হরিন্মণিবৃষ-স্তনয়োঃ দ্বয়ং'—মরকত মণিশ্রেষ্ঠের ন্যায় চক্রিকা (আবর্ত্ত) আকৃতি স্তন-দ্বয়ের (ধ্যান করিবে)। অথবা—হরিদ্বর্ণ মণি-সদৃশ বৃষ অর্থাৎ ধর্ম্ম যেখানে অবস্থান করে, সেইরূপ স্তনদ্বয়ের। যেহেতু শ্রীভগবানের দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের অবস্থিতি। 'বিশদহারময়ূখ-গৌরং'—যে স্তনদ্বয় উজ্জ্বল হারসমূহের কিরণে গৌর অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ। ইহার দ্বারা ভগবানের দক্ষিণ স্তনের উপরে দক্ষিণা-বর্ত্ত শ্বেতবর্ণ শ্রীবৎস রেখাকেও হারসমূহের কান্তির ন্যায় ধ্যান করিতে হইবে—ইহা সূচিত হইল ॥ ২৫ ॥

বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ন-নির্বৃতিমাদধানম্
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্য্যান্মনস্যখিললোক-নমস্কৃতস্য ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবিভূতেঃ (মহালক্ষ্ম্যাঃ) অধিবাসং (সংস্থানং) পুংসাং (স্মর্ত্তৄণাং দ্রষ্টৄণাং চ) মনোনয়ন-নির্বৃতিং (মনোনয়নয়োঃ নির্বৃতিম্ আনন্দম্) আদ-ধানম্ অখিললোকনমস্কৃতস্য (অখিলৈঃ সকলৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ লোকৈঃ লোকপালৈঃ নমস্কৃতস্য) ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য হরেঃ) বক্ষঃ (তথা) কৌস্তুভমণেঃ অধি-ভূষণার্থং (কৌস্তুভমণিঃ যঃ ভূষণার্থং ধৃতঃ তস্য অধিকং ভূষণম্ অর্থং প্রয়োজনং যস্য তং, কৌস্তুভ-মণিমেব স্বয়মলঙ্কুর্ব্বন্তং) কণ্ঠং চ মনসি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ধ্যানকারীর চিত্ত ও নেত্রের আনন্দবর্দ্ধক এবং ব্রহ্মাদি অখিল লোকনমস্কৃত মহালক্ষ্মীর আবাস-স্থান ভগবানের বক্ষঃস্থল চিন্তা করিবে। ভূষণার্থ ধৃত কৌস্তুভমণিও যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া অধিক-রত শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবানের সেই কণ্ঠদেশও হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহাবিভূতের্মহালক্ষ্ম্যা অধি অধিকো বামভাগে বাসো যত্র এতাদৃশম্ বক্ষো মনসি কুর্য্যাৎ, কৌস্তুভমণেরপি অধিকং ভূষণমর্থঃ প্রয়োজনং যস্য

কৌস্তুভমণিরপি যেন ভূষিতঃ স্যাৎ তং কণ্ঠং চেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাবিভূতেঃ'—মহালক্ষ্মী-দেবীর 'অধিবাসং'—অধি অর্থাৎ অধিকরূপে বাম-ভাগে আবাসস্থল যেখানে, এইরূপ শ্রীভগবানের বক্ষঃ-স্থল মনে চিন্তা করিবে। কৌস্তুভমণিরও অধিক শোভা যেখানে প্রয়োজন, অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া কৌস্তুভমণিও অধিকরূপে শোভিত হইয়াছে, সেই ভগবানের কণ্ঠদেশও চিন্তা করিবে—এই অর্থ ॥২৬॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২।১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৬ ॥

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্ ।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশ-শতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহ-রাজহংসম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন (পরিভ্রমণেন) নির্ণিক্ত বাহুবলয়ান্ (নির্ণিক্তানি উজ্জ্বলীকৃতানি বাহু-বলয়ানি অঙ্গদানি চ যেষু তান্) অধিলোকপালান্ (সমুদ্রমন্থনার্থম্ অধিশ্রিতাঃ লোকপালাঃ যেষু তান্ ভগবতঃ) বাহূন্ সংচিন্তয়েৎ । (তথা) অসহ্যতেজঃ (অসহ্যং তেজঃ যস্য তৎ) দশ-শতারং (সহস্রারং সুদর্শনচক্রং, তথা) তৎকর-সরোরুহরাজহংসং (তস্য ভগবতঃ কর-সরোরুহে রাজহংসবৎ শোভ-মানং) শঙ্খং চ (সংচিন্তয়েৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানের বাহুচতুষ্টয় সম্যক্‌রূপে ধ্যান করিবে। মন্দর নামক পর্ব্বতের পরিঘূর্ণনজনিত ঘর্ষণহেতু ঐ বাহুচতুষ্টয়ের বলয় ও অঙ্গদ অতিশয় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকপাল-সকল ঐ সকল বাহু আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করি-তেছেন। দুঃসহ তেজস্ক চক্র এবং করপদ্মস্থিত রাজহংসসদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খও ভাবনা করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রং মথ্নতো হরের্বাহূন্ চিন্তয়েৎ। নির্ণিক্তানি উজ্জ্বলীকৃতানি বাহুবলয়ান্যঙ্গদাদীনি চ যেষু তান্। অধি অধিকৃতা ভক্তা লোকপালা ভবন্তি যেভ্যস্তান্। বৈকুণ্ঠনাথস্য ভগবতশ্চতুর্ষু হস্তেষু চক্রা-দ্যস্ত্রচতুষ্কং মালাং কৌস্তুভঞ্চ স্মরেদিত্যাহ—সংচিন্তয়েদিতি সার্দ্ধেন। দশশতারং চক্রম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্র মন্থনকারী শ্রীহরির বাহুচতুষ্টয়ের চিন্তা করিবে 'নির্ণিক্তবাহু-বলয়ান্'—নির্ণিক্ত অর্থাৎ উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে বাহুসকলের বলয় অর্থাৎ অঙ্গদ প্রভৃতি যেখানে, তাদৃশ বাহুচতু-ষ্টয়ের (চিন্তা করিবে)। 'অধিলোকপালান্'—যে বাহুসকলকে আশ্রয় করিয়া 'অধি', অর্থাৎ অধিকার-প্রাপ্ত ভক্তগণ লোকসমূহের পালক হইয়া থাকেন, সেই বাহুচতুষ্টয়ের (ধ্যান করিবে)। বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ শ্রীহরির চারিটি হস্তে চক্রাদি অস্ত্র-চতুষ্টয়, (গলদেশে) মালা ও (বক্ষঃস্থলে) কৌস্তুভ মণিরও স্মরণ করিবে, ইহা বলিতেছেন—'সঞ্চিন্তয়েৎ', ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। 'দশ-শতারং'—বলিতে সুদ-র্শন চক্র ॥ ২৭ ॥

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন ।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্ত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন (অরাতয়ঃ শত্রবঃ দৈত্যাঃ যে ভট্টাঃ যোদ্ধারঃ তেষাং শোণিতমেব কর্দ্দমঃ তেন) দিগ্ধাং (লিপ্তাং) ভগবতঃ (হরেঃ) দয়িতাং (প্রিয়াং) কৌমোদকীং (গদাং) স্মরেত (স্মরেৎ, তথা) অস্য (ভগবতঃ) কণ্ঠে মধুব্রতব-রূথগিরা (মধুব্রতানাং ভৃঙ্গানাং বরূথস্য সঙ্ঘস্য গিরা শব্দেন) উপঘুষ্টাং (নাদিতাং) মালাং (তথা) অমলং চৈত্ত্যস্য (জীবস্য) তত্ত্বং মণিং চ (স্মরেৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর) শত্রুদিগের শোণিতপঙ্কে সিক্ত ভগবানের প্রিয় কৌমুদকী গদা, মধুকরকুলের স্তুতিলক্ষণ-গুঞ্জনে নিনাদিত বনমালা এবং বিশুদ্ধ জীবতত্ত্বস্বরূপ কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভমণিও ধ্যান করিবেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দিগ্ধাং লিপ্তাং, উপঘুষ্টাং নাদিতাম্। চিত্তে ভবত্যাবির্ভবতীতি চৈত্ত্য-শব্দেন সর্ব্বত্র যদ্যপি পরমাত্মৈবোচ্যতে, তদপ্যত্র তচ্ছক্তিত্বাজ্জীবাত্মৈবোচ্যতে। চৈত্ত্যস্য জীবস্য জীবশক্তেস্তত্ত্বম্। তদুক্তং বৈষ্ণবে—"আত্মনমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্। বিভর্ত্তি

কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ" ইতি। কৌস্তুভ-স্যৈবানন্তাঃ কিরণাঃ জীবা ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিগ্ধাং'—বলিতে লিপ্তা (অর্থাৎ শত্রুসেনার শোণিতরূপ কর্দ্দমের দ্বারা লিপ্তা কৌমোদকী গদাকে স্মরণ করিবে)। 'উপঘুষ্টাং'—নাদিত, (অর্থাৎ ভগবানের কণ্ঠদেশস্থ যে মালা মধুব্রতসমূহের গুঞ্জনরবে নাদিত, তাহাকে স্মরণ করিবে)। 'চৈত্ত্যস্য তত্ত্বম্'—যাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাহাকে চৈত্ত্য বলে। চৈত্ত্য শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্র পরমাত্মাকেই বলা হইয়া থাকে, তথাপি এখানে তাঁহার শক্তিত্ব-হেতু জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'চৈত্তস্য' বলিতে জীবের অর্থাৎ জীবশক্তির বিশুদ্ধ তত্ত্বস্বরূপ (কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভ-মণিরও ধ্যান করিবে)। যথা বৈষ্ণবে (মহর্ষি পরাশর-কৃত বিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহরি কৌস্তুভমণিস্বরূপ নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও বিশুদ্ধ এই জগতের আত্মাকে ধারণ করিয়া থাকেন।" কৌস্তুভ-মণিরই অনন্ত কিরণ জীবসকল—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মা চিত্তাভিমানেন চৈত্ত্যস্তন্নিয়মাদ্ হরিঃ।
স চ ব্রহ্মা হরেঃ কণ্ঠে কৌস্তুভত্বেন ভাসতে॥
ইতি ভাগবত-তন্ত্রে ॥ ২৮

তথ্য আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥
ইতি বৈষ্ণবে ॥ ২৮ ॥

— ——

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ
সংচিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃত্যানুকম্পিতধিয়া (ভৃত্যেষু অনুকম্পিতা কৃতানুকম্পা যা ধীঃ তয়া) ইহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ (গৃহীতা প্রকটিতা মূর্ত্তিঃ যেন তস্য) ভগবতঃ বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন (বিস্ফুরন্তী যে মকরকুণ্ডলে তয়োঃ বল্গিতেন প্রচলনেন) বিদ্যোতিতামলকপোলং (বিদ্যোতিতৌ অমলৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ) উদারনাসম্ (উদারা উন্নতা নাসা যস্মিন্ তৎ চ) যৎ বদনারবিন্দং (তৎ) সংচিন্তয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ ভৃত্যদিগকে অনুকম্পা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিত্য-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন। ভক্তিযোগী সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরির বদনকমল সম্যক্‌রূপে ভাবনা করিবেন। সেই শ্রীহরির মুখকমল অতিশয় দীপ্তি-মান মকরকুণ্ডলদ্বয়ের সঞ্চালনে উজ্জ্বল সুকোমল গণ্ডস্থল ও উন্নত নাসিকাযুক্ত হইয়া উহা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনুকম্পা সঞ্জাতাঽস্যাঃ ইত্যনুকম্পিতা—তারকাদিত্বাদিতচ্; যদ্বা, অনুকম্পিতমনুকম্পা কৃপা তদাত্মিকা তন্ময়ী বা যা ধীস্তয়া স্ববাসার্থং গৃহীতা মূর্ত্তির্যস্য, হে মৎস্বরূপশক্তিসারভূতে অনুকম্পে, ইহ মর্ত্ত্যলোকে মন্মূর্ত্তিষু মধ্যে যামিচ্ছসি তাং স্বনির্ভরনিবাসার্থং গৃহাণেত্যুক্তে তয়া বিবিচ্য, মকর-কুণ্ডলয়োর্বল্গনং খলু পার্শ্বদ্বয়স্থ-পার্ষদসঞ্চালিত-চামর-হেতুকেন শিরঃকম্পেন বা সহচরীগণনৃত্যগীতবাদ্য-তালতানাদ্যাস্বাদনসাধুত্ব-খ্যাপনহেতুকয়া গ্রীবাভঙ্গ্যা বা জ্ঞেয়ং। অমলেতি কপোলয়োঃ সারমণিদর্পণায়-মানত্বং তয়োশ্চলন্মকরকুণ্ডলদ্বয়প্রতিবিম্বেন নটন্তৌ নয়নখঞ্জনৌ নৃত্যোপাধ্যায়ৌ ভূত্বা স্বতলস্থলমায়াতং মকরচতুষ্টয়ং নর্ত্তয়ত ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যা। উদার-নাসমুন্নতনাসিকং, উদারো দাতৃমহতোরিত্যভিধানা-ন্নাসিকায়াস্তদাস্বাদনসভ্যত্বেন স্ব-সর্ব্বস্বদাতৃত্বম্ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৃত্যানুকম্পিত-ধিয়া'—অনুকম্পা যাহার (অর্থাৎ যে মূর্ত্তি হইতে) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অনুকম্পিতা (ধীঃ)। অনুকম্পিত শব্দের ব্যাকরণ বলিতেছেন—'তারকাদিভ্যঃ ইতচ্'—এই সূত্রে তারকা প্রভৃতি শব্দের উত্তর তদ্ধিত ইতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ অনুকম্পার প্রাচুর্য্য যেখানে বিদ্যমান, তাহা। অথবা—অনুকম্পিত বলিতে অনুকম্পা, অর্থাৎ কৃপা, 'তদাত্মিকা তন্ময়ী বা'—অর্থাৎ কৃপাত্মিকা বা কৃপাময়ী যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা, নিজের বাসের জন্য স্বীকৃত হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার (সেই ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তা করিবে)। "হে আমার স্বরূপশক্তির সারস্বরূপ অনুকম্পে! এই মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রকটিত মূর্ত্তিসকলের মধ্যে যে মূর্ত্তি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা স্বচ্ছন্দে নিবাসের নিমিত্ত তুমি গ্রহণ কর", ভগবান্ এইরূপ বলিলে,

সেই অনুকম্পাই বিবেচনা করিয়া যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, (অর্থাৎ ভক্তচিত্তের বিনোদনকারী শ্রীভগবান্ ভক্তানুগ্রহ কাতর হইয়া তাঁহাদের অনুকম্পা করিবার নিমিত্তই স্বীয় অনুপম মাধুর্য্যমণ্ডিত নিত্য শ্রীবিগ্রহ জগতে প্রকটিত করেন)। 'মকরকুণ্ডল-বল্গিতেন'—এখানে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের 'বল্গন' অর্থাৎ সঞ্চালন, উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পার্ষদের চামর সঞ্চালনের হেতু, অথবা মৃদুমন্দ বায়ুর সঞ্চারে হইতেছে। কিম্বা—বয়স্যগণের নর্ম্মোক্তির প্রত্যুক্তি প্রদানের নিমিত্ত মস্তক-কম্পনের দ্বারা, অথবা—সহচরীগণের নৃত্য, গীত, বাদ্য, তাল ও তানাদির আস্বাদনে সাধুবাদ প্রদানের নিমিত্ত গ্রীবাভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় গ্রীবা-সঞ্চালনে মকরকুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'অমল-কপোলম্'—বিদ্যোতিত হইতেছে স্বচ্ছ সুকোমল কপোলদ্বয় যাহাতে, তাদৃশ বদনারবিন্দের ধ্যান করিবে। এখানে কপোলদ্বয় যেন শ্রেষ্ঠ মণি ও স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, তাহাতে সঞ্চালিত মকরকুণ্ডলদ্বয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন—নৃত্যকারী নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় নৃত্যশিক্ষার উপাধ্যায় হইয়া, স্বতলস্থলে (গণ্ডস্থলে) আগত মকর-চতুষ্টয়কে (দুইটি কর্ণের মকর এবং গণ্ডস্থলে প্রতিবিম্বত দুইটি—এই চারিটি মকরকে) যেন নৃত্য করাইতেছে—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে। 'উদার-নাসম্'—যাহাতে উন্নত নাসিকাদ্বয় (মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তাদৃশ মুখকমলের ধ্যান করিবে)। অভিধানে উক্ত হইয়াছে—উদার শব্দের অর্থ দাতা এবং মহান্, এখানে উদার নাসিকা—ইহা বলায়, নাসিকা যেন সেই বদনকমলের আস্বাদনে সভ্যত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজের সর্ব্বস্ব দান করিতেছে, অর্থাৎ তাদৃশ উন্নত নাসিকার দ্বারা বদনের সাতিশয় শোভা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

———

যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিষেব্যমাণং
ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্ ।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (বদনারবিন্দম্) অলিভিঃ স্বয়া ভূত্যা (শোভয়া চ) পরিষেব্যমাণং মীনদ্বয়াশ্রয়ং (চ) শ্রীনিকেতং (শোভাশ্রয়ং পদ্মং) অধিক্ষিপৎ (তিরস্কুর্ব্বৎ বর্ত্ততে, যৎ চ) কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টং (তদ্যুক্তং) (অব্জে ইব নেত্রে যস্মিন্ তৎ) উল্লসদ্ভ্রু (উল্লাসন্তৌ ভ্রুবৌ যস্মিন্ তৎ) মনোময়ং (মনসি আবির্ভবৎ তৎ বদনারবিন্দম্) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) ধ্যায়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সৌন্দর্য্যের আকর, কুটিলকুন্তলদাম-মণ্ডিত, পদ্মপলাশলোচন ও ক্রীড়াশীল ভ্রুযুগলে উল্লাসিত স্বীয় বিভূতিদ্বারা প্রকাশিত, অলিকুল-পরিশোভিত, মীননিন্দিত নেত্রযুগলদ্বারা পরিশোভিত, মনোহর বদনকমল একাগ্রতার সহিত আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যান করিবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চ শ্রীনিকেতনং বদনারবিন্দং অলিভিঃ পরিষেব্যমাণমপি মীনদ্বয়াশ্রয়মপি অধিক্ষিপৎ ; অর্থাৎ অরবিন্দান্তরং স্বয়া বিভূত্যা তিরস্কুর্ব্বত্তবতি ; তৎ ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। তত্র কুটিলকুন্তল-বৃন্দেনালীনামাক্ষেপঃ। অব্জদলতুল্যনেত্রাভ্যাং মীন-দ্বয়স্যাক্ষেপঃ। মনোময়ং স্বমনসা তাদাত্ম্যমিব স্বাদাধিক্যাৎ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। স্বভক্তবিষয়কৃপাদ্যোত-নাদুল্লসন্তৌ ভ্রুবৌ যত্র তৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যচ্চ শ্রীনিকেতনং'—সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয় যে বদনারবিন্দ, যাহা 'স্বয়া ভূত্যা'—স্বকীয় বিভূতি অর্থাৎ শোভার দ্বারা, অলিকুল পরিষেবিত ও মীনদ্বয়ে আশ্রিত হইলেও অন্য কমলের শোভাকে তিরস্কৃত করিতেছে, সেই ভগবানের মুখকমলের ধ্যান করিবে—এই অন্বয়। এখানে কুটিল কুন্তলরাজির দ্বারা অলিকুলের তিরস্কার এবং পদ্মদলতুল্য নেত্রদ্বয়ের দ্বারা মীনদ্বয়ের আক্ষেপ বুঝাইতেছে। 'মনোময়ং'—(যোগ-পরিশুদ্ধ মনে স্বয়ং আবির্ভূত), অর্থাৎ ভক্তের নিজ মনের সহিত তাদাত্ম্যের ন্যায় স্বাদাধিক্য-বশতঃ প্রাপ্ত যে বদনকমল—এই অর্থ। 'উল্লসদ্ভ্রু'—নিজ ভক্তজনের প্রতি কৃপা দ্যোতনার্থ উল্লসিত হইতেছে ভ্রূ-যুগল যেখানে, তাদৃশ (বদনারবিন্দের ধ্যান করিবে) ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—সাক্ষাচ্ছ্রীস্তু হরেরূপমিন্দিরা তু তদাশ্রয়া ॥ ৩০ ॥

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অধিকম্ (অত্যর্থম্) অতিঘোরতাপ-ত্রয়োপশমনায় (অতিঘোরং দুঃসহং যৎ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ং তস্য উপশমায় বিনাশায়) কৃপয়া অক্ষ্ণোঃ (অক্ষিভ্যাং) নিসৃষ্টং (প্রযুক্তং) স্নিগ্ধস্মিতানুগুণি-তং (স্নিগ্ধেন স্নেহযুক্তেন স্মিতেন হাসেন অনুগুণিতং সংযুক্তং) বিপুলপ্রসাদং (বিপুলঃ প্রসাদঃ যস্মিন্ তৎ) তস্য (ভগবতঃ) অবলোকং বিতত-ভাবনয়া (প্রেমাতিশয়েন) গুহায়াং (হৃদি) চিরং ধ্যায়েৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ আন্তরিক কৃপাবশে সুস্নিগ্ধ হাস্যের সহিত যে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, উহা ঘোরতর তাপত্রয় নাশ করিতে সমর্থ ; অতএব ভক্ত-যোগী বিপুল প্রসন্নতাপরিপূর্ণ তাঁহার ঐ চক্ষুর অব-লোকন একাগ্রচিত্তে সতত ধ্যান করিবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য হরেরবলোকং ধ্যায়েৎ, অক্ষ্ণো-রক্ষিভ্যাং নিসৃষ্টং নিৰ্ম্মিতং ধ্যাতুরতিঘোরং যত্তাপ-ত্রয়ং তস্যোপশমায় স্নিগ্ধং যৎ স্মিতং তদেব, স্মিতো-পলক্ষিতং মাধুর্য্যং অন্বনুগুণিতং প্রথমং দ্বিগুণিতং ততস্ত্রিগুণিতাদিক্রমেণ কোটিকোটিগুণিতং যত্র তৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রীহরির অবলোকন (কৃপাদৃষ্টি) ধ্যান করিবে । 'অক্ষ্ণোঃ নিসৃষ্টং'—নেত্রদ্বয় হইতে নিৰ্ম্মিত (অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত) হইয়াছে, ধ্যানকারী ভক্তজনের ঘোরতর যে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়, তাহার প্রশমনের নিমিত্ত, 'স্নিগ্ধ-স্মিতানু-গুণিতং'—স্নিগ্ধ যে স্মিত (মধুর হাস্য) তাহাই । এখানে স্মিতোপলক্ষিত মাধুর্য্য অনু অনুরূপে বৰ্দ্ধিত, অর্থাৎ প্রথমে অনুগুণিতরূপে, পরে দ্বিগুণিত, তারপর ত্রিগুণিত ইত্যাদি ক্রমে কোটি কোটি গুণ বৰ্দ্ধিত (মাধুর্য্য) যে অবলোকনে রহিয়াছে, তাহা ধ্যান করিবে ॥ ৩১ ॥

——

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগর-বিশোষণম্ (অবনতাঃ শরণমাগতাঃ যে অখিলাঃ লোকাঃ তেষাং তীব্রশোকেন যানি অশ্রূণি তেষাং সাগরং বিশোষয়তি তথাভূতং তং) হরেঃ হাসং (ধ্যায়েৎ, তথা) মুনিকৃতে (মুনীনাম্ উপকারায়) মকরধ্বজস্য (কামস্য) সংমোহনায় নিজমায়য়া রচিতম্ অস্য (হরেঃ) অত্যুদারং ভ্রূমণ্ডলং (ধ্যায়েৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীহরির অতীব মনোরম হাস্য চিন্তা করিবে । উহা শরণাগত নিখিল-লোকের তীব্র বিপ্রলম্ভাত্মক শোকোত্থ অশ্রুসাগর শোষণ করিতে সমর্থ—উহা নিরতিশয় আনন্দপ্রদ ; ভগবান্ মুনি-গণের উপকারার্থ কন্দর্পদর্প খৰ্ব্ব করিবার জন্য নিজ মায়াদ্বারা যে ভ্রূযুগল রচনা করিয়াছেন, ভক্তিযোগী তাহাও ভাবনা করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হরের্হাসং ধ্যায়েৎ, অবনতা ভক্তা যে অখিলা লোকাস্তেষাং দাস্যসখ্যাদিভাববতাং তদ্বির-হোত্থত্বাত্তীব্রো যঃ শোকাশ্রুসাগরস্তং বিশেষেণ শোষয়-তীতি তং, অত্যুদারমিতি শোকসাগরাদুদ্ধৃত্যানন্দসাগরে নিমজ্জনং দদানমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, সাংসারিকতীব্র-দুঃখশোকাশ্রুসাগরশোষণত্বেন হাসস্য সংসারাতীত-প্রেমানন্দাশ্রুসাগরবৰ্দ্ধনত্বং ধ্বন্যতে, তেন চন্দ্রত্বেহপ্য-দ্ভুতত্বং ; প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রো হি ক্ষীরোদং ক্ষারোদঞ্চ বৰ্দ্ধয়-তীতি । অস্য ভ্রূমণ্ডলঞ্চ ধ্যায়েৎ নিজমায়য়া সকপট-নিক্ষেপেণৈব সৰ্ব্বমোহনস্যাপি মকরধ্বজস্য সম্মোহনায় রচিতং প্রস্তুতীকৃতম্ । ননু মকরধ্বজং কিমিতি মোহয়েত্তত্রাহ—মুনিকৃতে, পত্রাম্বুভোজিনস্তপস্যতোহপি মুনীন্ অয়মুদ্বেজয়েদিতি কোপেনৈবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির হাস্য ধ্যান করিবে । 'অবনতাখিল-লোক'—অবনত অর্থাৎ শরণাগত অখিল ভক্তজন, যাঁহারা দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত, তাঁহাদের ভগবদ্-বিরহ হইতে উত্থিত যে তীব্র শোকাশ্রু-সাগর, তাহা যে হাস্য বিশেষরূপে শোষণ করিতেছে । 'অত্যু-দারং'—তাহা অতি উদার, অর্থাৎ শোকসাগর হইতে

উদ্ধৃত করিয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। অথবা—সাংসারিক তীব্র দুঃখ-শোকাশ্রু-সাগরের শোষণত্বহেতু হাস্যের সংসারের অতীত ভগবৎ-প্রেমানন্দ অশ্রু-সাগরের বর্দ্ধনত্বই ধ্বনিত হইতেছে। ইহার দ্বারা সেই হাস্যের চন্দ্র-রূপত্ব হইলেও উহার অদ্ভুতত্বই বুঝিতে হইবে, কারণ প্রসিদ্ধ (গগনের) চন্দ্র ক্ষীর-সমুদ্র ও ক্ষারসাগর উভয়কেই বর্দ্ধন করে। শ্রীহরির ভ্রূমণ্ডলেরও ধ্যান করিবে, যাহা 'নিজমায়য়া'—কপটতার সহিত নিক্ষেপের দ্বারাই, সর্ব্বজনের মোহনকারী কন্দর্পের সম্মোহনের জন্য রচিত হইয়াছে। যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য কন্দর্পকে মুগ্ধ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'মুনিকৃতে'—মুনিজনের উপকারের নিমিত্ত, অর্থাৎ পত্র ও জল ভক্ষণকারী তপস্যারত মুনিদিগকে এই কন্দর্প (কাম) উদ্বেগ প্রদান করিতে পারে—এই হেতু কোপবশতঃই যেন তাহাকে বিমোহিত করিতে নিজ ভ্রূমণ্ডল প্রস্তুত করিয়াছেন—এই উৎপ্রেক্ষা দ্যোতিত হইয়াছে ॥৩২॥

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠ-
ভাসারুণায়িত-তনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদেহকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বদেহকুহরে (নিজহৃদয়াবকাশে) অবসিতস্য (জ্ঞাতস্য) বিষ্ণোঃ ধ্যানায়নম্ (অতিসুন্দরতয়া প্রযত্নং বিনা এব ধ্যানস্য বিস্ময়ভূতং) বহুলাধরৌষ্ঠভাসারুণায়িত-তনুদ্বিজকুন্দপঙ্ক্তি (বহুলয়া অধিকয়া অধরৌষ্ঠস্য ভাসা কান্ত্যা অরুণীভূতাঃ তনবঃ সূক্ষ্মাঃ দ্বিজাঃ দন্তাঃ এব কুন্দমুকুলানি তেষাং পঙ্ক্তিঃ স্ফুরতি যস্মিন্ তৎ) প্রহসিতম্ (উচ্চৈঃ হসিতং) ধ্যায়েৎ। আর্দ্রয়া (প্রেমরসেন সিক্তয়া) ভক্ত্যা (তস্মিন্ এব) অর্পিতমনাঃ (সন্) পৃথক্ (তদ্ব্যতিরিক্তং) ন দিদৃক্ষেৎ (ন দিদৃক্ষেত দ্রষ্টুং নৈব ইচ্ছেৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহার উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবেন; সেই উচ্চ হাস্য অতিশয় মনোরম ও প্রযত্ন ব্যতীতই ধ্যানের বিষয়ীভূত। ঐ হাস্যকালে অধরৌষ্ঠের কান্তিদ্বারা কুন্দমুকুলের ন্যায় অরুণবর্ণ ভগবানের দন্তরাজি দীপ্তিশালী হইয়া শোভা পায়। ভক্তিযোগী যখন এইরূপ ভাবনাদ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিবলে তাঁহাতে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ ক্বাপি রহসি কুসুমতল্পমধ্যাসীনস্য স্বপ্রেয়সীমতিসৌরভলোভেন শ্রবণ-নয়ন-নাসামুখাদিসমীপমজহতঃ কস্যচিদ্ভ্রমরস্য ঝঙ্কারেণ ত্রস্তাং, শশ্বদ্ভুজোৎক্ষেপবসনোন্নমনগ্রীবানয়নাদিচাপল্যবতীং, 'রসিকশেখর! পদয়োস্তে পতামি দুষ্টমিমং বিদ্রাবয়েতি' সকাকুব্যাহরন্তীং, 'পশ্যতঃ শৃণু ভো ভৃঙ্গাধিপ, ইমামদ্য মা জহীহি ভুঙ্ক্ষেতি' নিগদতো ভগবতঃ প্রহসিতমুচ্চৈর্হসিতং ধ্যায়েৎ। ধ্যানায়নং প্রযত্নং বিনৈব স্বয়মেব ধ্যানস্য বিষয়ীভবিষ্ণু, তত্রাপি মাধুর্য্যমাহ—বহুলয়া অধরৌষ্ঠস্য ভাসা অরুণীভূতাস্তনবঃ সূক্ষ্মা দ্বিজা এব কুন্দমুকুলানি তেষাং পঙ্ক্তিঃ স্ফুরতি যস্মিন্ তৎ। স্বদেহকুহরে হৃদয়াকাশেঽবসিতস্য প্রতীতস্য নাস্মাৎ পৃথগিদদৃক্ষেৎ দ্রষ্টুং নেচ্ছেৎ; জ্ঞাতুঞ্চ নেচ্ছেদিত্যতঃ পুরুষার্থসারাদন্যস্যাধিকবস্তুনোঽসত্ত্বাদ্ভক্তানামেতদাস্বাদানন্দমোহ এব পরমঃ সমাধিরিতি ভাবঃ। এবং নবাঙ্গভক্তেস্তৃতীয়মঙ্গমেতদ্ভগবদবতারগুণলীলামাধুরী-ধুরীণমপি ধ্যানমষ্টাঙ্গযোগপ্রসঙ্গে যদুক্তং, তৎ খলু যোগমহাগহ্বরা যোগিনোঽপ্যাকৃষ্য ভক্তিরসসুধার্ণবে নিমজ্জয়িতুমেব। দৃশ্যন্তে চ—"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্" ইতি; "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥" ইতি তত্তদুক্তিভির্মহা-যোগিনোঽপি বৈয়াসকি-বিল্বমঙ্গলাদয়ো মহদনুগ্রহবশাদ্ভক্তিরস এব নিমজ্জন্ত এবেতি ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েৎ' (১৯ শ্লোকে)—অর্থাৎ দর্শনের যোগ্য লীলার ধ্যান করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব কোন সময় নির্জ্জন প্রদেশে কুসুম-শয্যায় সমাসীন ভগবানের উচ্চ হাস্যের ধ্যান করিবে। তাঁহার উচ্চ হাস্যের কারণ বলিতেছেন—নিজ প্রেয়সীকে, অতি সৌরভ লোভে

শ্রবণ, নয়ন, নাসিকা, মুখাদির সামীপ্য পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক কোন ভ্রমরের ঝঙ্কারে ত্রস্তা, নিরন্তর বাহুর উৎক্ষেপণ, বসনের উন্নমন, গ্রীবা ও নয়নাদির সঞ্চালনে চঞ্চলা, 'হে রসিকশেখর ! তোমার পায়ে পড়ি, এই দুষ্টকে (ভ্রমরকে) তাড়িয়ে দাও'—এইরূপ কাকুক্তি করিতে দেখিয়া—'দেখ, ওরে ভ্রমর ! শোন, আজ ইহাকে বধ করিও না, ভক্ষণ কর'—এইরূপ কথনপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'প্রহসিতম্'— উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবে। 'ধ্যানায়নং'—প্রযত্ন ব্যতিরেকেই স্বয়ংই (সাধকের) ধ্যানের বিষয়ীভূত যে প্রহসিত। তন্মধ্যেও মাধুর্য্য বলিতেছেন — 'বহুলাধরোষ্ঠ'— ইত্যাদি, ঐ হাস্যে অধর ও ওষ্ঠের বহুল কান্তির দ্বারা কুন্দমুকুল-সদৃশ তদীয় সূক্ষ্ম দন্ত-পঙ্ক্তি অরুণবর্ণ হইয়া শোভমান হইতেছে। 'স্বদহ্র-কুহরে'—নিজের হৃদয়াকাশে, 'প্রতীতস্য'—পরিজ্ঞাত ভগবানের (ঐ-রূপে প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিতে চিত্ত অর্পিত করিয়া) ইহা হইতে পৃথক্ অন্য কিছু দেখিতে ইচ্ছা করিবে না। জানিতেও ইচ্ছা করিবে না। সুতরাং সকল পুরুষার্থের সার ইহা ব্যতীত অন্য কোন অধিক বস্তু না থাকায়, ভক্তগণের ইঁহারই আস্বাদনরূপ মোহই পরম সমাধি—এই ভাব।

এইরূপ নববিধা ভক্তির তৃতীয় অঙ্গ ভগবানের অবতারবৃন্দের গুণ ও লীলামাধুরীশ্রেষ্ঠ এই ধ্যান, অষ্টাঙ্গ যোগের প্রসঙ্গে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতই যোগের মহাগহ্বরে অবস্থিত যোগিগণকেও আকৃষ্ট করিয়া ভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত করাই-বার নিমিত্তই। যেমন দেখা যায়—"পরিনিষ্ঠিতো-হপি নৈর্গুণ্যে" (ভাঃ ২।১।৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে যেন আকর্ষণ করিয়া-ছিল, তাহাতেই আমার এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করা হয়। তথা—বিল্বমঙ্গলের বাক্যে— "অদ্বৈতবীথী-পথিকৈঃ" ইত্যাদি, যাঁহারা সানন্দানু-ভব-রূপ সিংহাসনে পূজিত হইতেছেন, অর্থাৎ নির্বিকল্পব্রহ্মসমাধিগ্রস্ত, তাঁহারা অদ্বৈতমার্গাবলম্বী (শাব্দ-জ্ঞান-সম্পন্ন) পথিকগণ কর্ত্তৃক উপাস্য হইতে পারেন ; আমরা কিন্তু কোনও শঠ গোপবধূ-লম্পট কর্ত্তৃক দাসীকৃত (দাস অথচ দাসীরূপে অঙ্গীকৃত) হইয়াছি। এইরূপ সেই সেই উক্তির দ্বারা মহাযোগী হইলেও বৈয়াসকি (শুকদেব), বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি—মহতের অনুগ্রহবশতঃ ভক্তিরসেই নিমজ্জিতই রহিয়াছেন। ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ। তমেব দিদৃক্ষেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (ধ্যানমার্গেণ) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ (প্রতিলব্ধঃ ভাবঃ প্রেমা যেন সঃ) ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবৎ শৈথিল্যং প্রাপ্নুবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ) প্রমোদাৎ (হর্ষপ্রকর্ষাৎ) উৎপুলকঃ (উদগতঃ পুলকঃ রোমাঞ্চঃ যস্য সঃ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্প-কলয়া (ঔৎকণ্ঠ্যেন প্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া চ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জ-মানঃ) তৎ চ অপি চিত্তবড়িশং (দুর্গ্রহস্য ভগবতঃ গ্রহণে বড়িশং মৎস্যাবেধনম্ ইব উপায়ভূতং চিত্তম্ অপি) শনকৈঃ (ক্রমশঃ ধ্যেয়াৎ) বিযুঙ্ক্তে (তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নঃ ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সাধকের ভগবান্ শ্রীহরিতে যখন ভাবের উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে ; আনন্দাতিশয্যহেতু তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে, এবং ঔৎসুক্যজনিত আনন্দাশ্রু-কলাদ্বারা তিনি বারংবার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন ; যোগমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত হইলে চিত্তবড়িশ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে যোগসাধন ধ্যানাদি-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ ধ্যেয়বস্তুর যোগ বা কৈবল্য হইতে ক্রমশঃ নির্ম্মুক্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্তু তিমন্দো মহদননুগৃহীত এতামপি ধ্যানমাধুরীমুপভুজ্যাপ্যলব্ধাস্বাদনিষ্ঠো জিহাসতি ; স তু যোগী যোগ এব প্রাপ্তনিষ্ঠোহপি যোগিত্বতিনিকৃষ্ট

এব ভক্তিরসবঞ্চিত, এব ভক্ত্যৈব দীয়মানমেকবিংশতি-প্রকার-দুঃখনাশপূর্ব্বকপ্রত্যগাত্মানুভবাত্মকং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ; ন তু ব্রহ্মানুভবাত্মকং মোক্ষমিত্যাহ—এবমিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হরৌ ভগবতীতি মনোহরত্বাৎ ভগষট্‌কবত্বাচ্চ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যামৃতপরিপূর্ণোঽপি প্রতিলব্ধভাবঃ শ্লেষেণ প্রতিরূপতয়ৈব ন ত্বনুরূপতয়া লব্ধো ভাবো যেন সঃ। অত্র খল্বপি-শব্দঃ সর্ব্বত্রান্বেতি, প্রতিলব্ধভাবোঽপি দ্রবদ্ধৃদয়োঽপি উৎপুলকোঽপি ঔৎকণ্ঠ্যহেতুকয়া বাষ্পকলয়াশ্রুভাগেন মুহুরর্দ্যমানোঽপি তচ্চাপি তস্মাদপি স্বরূপাৎ চিত্তবড়িশং বিযুঙ্‌ক্তে বিযোজয়তি, জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি বিধিবদ্ভক্তিসন্ন্যাসে বিধ্যভাবাৎ প্রত্যুত ভক্ত্যাদ্র্য়াপিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেদিতি নিষেধবিধেঃ সম্ভাবাদয়ং মন্দধীঃ স্বেচ্ছয়ৈব বিযোজয়তীত্যর্থঃ। বিযুঞ্জ্যাদিতি বিধ্যপ্রয়োগাৎ। যতোঽস্য চিত্তং বড়িশং অতস্তাদৃশোঽপি সন্ তস্মাদপি মাধুর্য্যময়স্বরূপাদ্বিযোজয়তীতি, বিষয়রসৌৎকণ্ঠ্য-দূরীকরণার্থং ভগবন্মাধুর্য্যে নিক্ষিপ্তং যচ্চিত্তং তস্য তন্মাধুর্য্যৌৎকণ্ঠ্যস্যাপি নিবৃত্তয়ে তচ্চিত্তং ততোঽপি নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। শনকৈরিতি চিত্তস্য সম্যগ্‌যুক্তত্বে বিযোজনং খলু দুর্ঘটমেবাতোঽসম্যগ্‌যোগ এব সত্যভ্যাসেন শনৈঃ শনৈর্দ্বিত্রবারেণ চতুঃ পঞ্চবারেণ বা সপ্তাষ্টবারেণ বা অবশ্যমেব বিযোজয়তীতি' বড়িশং হ্যশ্মসারময়ং ভবতি অতঃ স্বর্ণরূপ্যাদিবন্ন নবনীতাদিবৎ দ্রুতীভবতি, কিন্তু বহ্নিতাপাধিক্যবশাৎ কিঞ্চিদ্দ্রবদেব তৎক্ষণ এব পুনঃ কঠোরঞ্চ ভবত্যতো দ্রবদ্ধৃদয় ইতি, ন তু দ্রুতহৃদয় ইত্যুক্তম্। যথা বড়িশং খলু গঙ্গাদিতীর্থজলনিত্যস্নানপরমপি কুটিলমরসজ্ঞং, যথা চ মীনলোভনমিষ্টপিষ্টকান্নখণ্ডেনাবৃতমুখত্বাদ্দাম্ভিকঞ্চ, তথৈব বিগীতযোগিনশ্চেতোঽপি তীর্থপূতমপি কঠোরং কুটিলং ভগবদাকর্ষকধ্যানভক্ত্যাবৃতমুখত্বাদ্দাম্ভিকঞ্চ। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ" ইত্যত্র শ্রীস্বামিচরণৈঃ প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবত্বব্যাখ্যানাৎ কৈবল্যেচ্ছা-কৈতবদোষাদেব যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠাপি ধ্যানরূপা শ্রীভক্তিদেবী যোগাঙ্গত্বেনোপাসিতাপি পশ্চাৎ ত্যক্তা। তস্য যোগিচিত্তবড়িশস্য স্পর্শো ভগবতোঽপি কণ্টকর এবাতস্তদ্বিয়োগে ভগবানেব তস্মৈ হারিত-তাদৃশচিত্তবড়িশায় যোগিধীবরায় মোক্ষমেকবিংশতিপ্রকারদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকপ্রত্যগাত্মানুভবরূপং দদাতি, ন তু পরমাত্মানুভবরূপং মোক্ষম্। যস্তু ভগবদ্গীতোক্তোঽষ্টাঙ্গযোগী ভগবদ্‌ধ্যানমজহদেব দৃষ্টস্তস্মৈ তু পরমাত্মানুভবরূপমপি মোক্ষং দদাতীত্যাহুর্ভাগবতরসিকাঃ, যতঃ স কদাচিদপি ন ধ্যেয়াদ্ভগবন্মধুররূপাদ্বিযোক্তুমীষ্টে। যথোক্তং রাজ্ঞা—"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা" ইতি। উদ্ধবেন চ—"তত্ত্বখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু" ইতি। শ্রীনারদেন চ "স্মরন্মুকুন্দাঙ্‌ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ" ইতি। রসগ্রহ ইত্যনেন যোগিষ্বপি মধ্যে শ্রীশুক প্রভৃতয় এবাভিনন্দিতাঃ, অত্রৈব পূর্ব্বশ্লোকে ভক্ত্যাদ্র্য়াপিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেদিতি। অর্পিতমনা ইতি ভাগবতে মনঃ সমর্প্য তস্মিন্মনসি স্বত্বাভাবাৎ কথং তস্মাত্তদ্বিযোজয়েৎ। কথং বা দত্তাপহারী ভবেদিতি তথাত্বে নিন্দা দুর্নিবারা। ভগবানপি ভক্তানামেব হৃদি তিষ্ঠেন্ন যোগিনঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণা—"ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্" ইতি। আবির্হোত্রেণ চ—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য" ইত্যাদি ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি মন্দমতি, মহতের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত, এইপ্রকার ধ্যানমাধুরী উপভোগ করিয়াও, উহার আস্বাদনে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত না হওয়ায় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কিন্তু যোগীই, অর্থাৎ কেবল যোগেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও, যোগিগণের মধ্যে অতিনিকৃষ্টই, ভক্তিরসে বঞ্চিতই ; ভক্তির দ্বারাই দীয়মান একবিংশতি প্রকার দুঃখ নাশপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মার অনুভবাত্মক মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মানুভূতিরূপ মোক্ষ নহে, ইহা বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'হরৌ ভগবতি'—সকলের মন হরণকারী বলিয়া হরি, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া ভগবান্, তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যামৃতে পরিপূর্ণ হইয়াও, 'প্রতিলব্ধ-ভাবঃ'—শ্লেষোক্তিতে প্রতিরূপ (প্রতিকূল) ভাবেই, কিন্তু অনুরূপভাবে (আনুকূল্যে) ভাব (প্রেমাতিশয়) যিনি প্রাপ্ত হন নাই। 'তচ্চাপি'—এখানে 'অপি'—শব্দের সর্ব্বত্র অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ ভাব-প্রাপ্ত হইয়াও, হৃদয়ের দ্রবীভূত অবস্থা হইয়াও, উৎপুলকিত (রোমাঞ্চিত)

হইয়াও, উৎকণ্ঠাবশতঃ আনন্দাশ্রুর দ্বারা মুহঃ সংপ্লাবিত হইয়াও, তাদৃশ চিত্তকেও, সেইরূপ ভগবৎ-স্বরূপ হইতেও, 'চিত্ত-বড়িশং'—মৎস্যবেধক বড়িশের ন্যায় উপায়স্বরূপ নিজ চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া থাকেন। 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ'—জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যস্ত করিবে, এইরূপ বিধির ন্যায়, ভক্তি-সন্ন্যাসে বিধির অভাব-হেতু, অধিকন্তু 'ভক্ত্যাদ্রর্ষয়া' (৩৩ শ্লোক)—অর্থাৎ প্রেমাপ্লুত ভক্তিতে ভগবানে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না. এইরূপ ভক্তি পরিত্যাগের নিষেধ-বিধি থাকায়, এই যোগী 'মন্দধীঃ'—হীনমতি, যেহেতু স্বেচ্ছাবশতঃই চিত্তকে বিযুক্ত করিতেছেন। 'বিযুঞ্জ্যাৎ' —বিযুক্ত করিবে—এইরূপ বিধিরও প্রয়োগ হয় নাই। যেহেতু এই যোগীর চিত্ত বড়িশ-তুল্য, অতএব তাদৃশ হইয়াও, সেইরূপ মাধুর্য্যময় স্বরূপ হইতেও (চিত্ত) বিযুক্ত করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! বিষয়-রসের উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীভগবানের মাধুর্য্যে যে চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ মাধুর্য্যের উৎকণ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াও; তাঁহার সেই চিত্তকে তাহা (সেই ভগবন্মাধুর্য্য) হইতেও নিবর্ত্তিত করিতেছেন —এই অর্থ।

'শনকৈঃ' ইতি—ধীরে ধীরে, অর্থাৎ চিত্ত সম্যক্-রূপে যুক্ত হইলে, তাহা হইতে বিযুক্ত করা নিশ্চয় দুর্ঘটই হইত, অতএব অসম্যগ্ যোগ বলিয়া, অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দুই, তিন বার, অথবা—চারি পাঁচ বার, কিম্বা—সপ্ত অষ্ট বারের চেষ্টাতে অবশ্যই চিত্ত বিযুক্ত হইতে পারে। 'বড়িশং'—মৎস্যবেধন বড়িশ লৌহার নির্ম্মিতই হইয়া থাকে, অতএব স্বর্ণ, রৌপ্যাদির মত, উহা নবনীতের ন্যায় বিগলিত হয় না, কিন্তু অগ্নির তাপাধিক্য-বশতঃ কিছুটা দ্রবীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় কঠোরও হয়, এইজন্য 'দ্রবদ্ধৃদয়'—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু 'দ্রুত-হৃদয়', অর্থাৎ বিগলিত চিত্ত—এইরূপ উক্ত হয় নাই। যেমন বড়িশ গঙ্গাদি তীর্থ-জলে নিত্য স্নানপর (ডুবান) হইলেও কুটিল ও অরসজ্ঞ হয় এবং যেরূপ মৎস্যাদির লোভের নিমিত্ত মিষ্ট, পিষ্টকান্ন-খণ্ডের দ্বারা আবৃতমুখ হইলেও দাম্ভিকই হয়, তদ্রূপ নিন্দিত যোগীর চিত্তও তীর্থস্নানে পবিত্র হইলেও কঠোর ও কুটিল হয়, এবং ভগবানের আকর্ষক ধ্যানভক্তির দ্বারা বাহিরে আবৃতমুখ হইলেও তিনি দাম্ভিকই হইয়া থাকেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ" (ভাঃ ১।১।২) —শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামি-পাদ, প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষের অভিসন্ধি (অভিলাষ) পর্য্যন্ত 'কৈতব' (কপটতা) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব কৈবল্যের ইচ্ছারূপ কৈতব-দোষ-বশতঃই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানরূপা শ্রীভক্তিদেবী যোগের অঙ্গত্ব-রূপে উপাসিতা হইয়াও, তাদৃশ যোগীর দ্বারা পশ্চাৎ পরিত্যক্তা হইয়া থাকেন। যোগীর সেই চিত্তরূপ বড়িশের স্পর্শ শ্রীভগবানেরও কণ্টকরই হয়, এইজন্য তাহার বিয়োগে অর্থাৎ চিত্তের বিযুক্ত করিতে শ্রীভগবান্‌ই, সেই যোগিরূপ ধীবরকে তাদৃশ চিত্ত-বড়িশ হইতে বিচ্যুত করাইয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি-পূর্ব্বক প্রত্যাগাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু পরমাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষ দান করেন। কিন্তু যিনি শ্রীভগবদ্-গীতায় কথিত অষ্টাঙ্গ-যোগী, তিনি শ্রীভগবানের ধ্যান পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থান করেন, এইজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পরমাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষও প্রদান করেন —ইহা ভাগবত-রসিকগণ বলেন, যেহেতু তিনি কখনই ধ্যেয় শ্রীভগবানের মধুর রূপ হইতে বিযুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা করেন না।

যেমন মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—"ধৌতাত্মা পুরুষঃ" (ভাঃ ২।৮।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিষ্পাপ হইলে পুরুষের রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পথিক স্বগৃহ প্রাপ্তির পর পথক্লেশের মোচন হইলে আর গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তিতেও—"ত্বমখিলাত্ম-দয়িতেশ্বরম্", (ভাঃ ১১।২৯।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি (ভগবান্) অখিলের আত্মা, দয়িত, ঈশ্বর এবং আশ্রিতজনের সর্ব্বার্থ-প্রদ, অতএব নিজ প্রয়োজনাভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—"স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্ব্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রস-গ্রহো জনঃ" (১।৫।১৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ মুকুন্দসেবী

জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কুযোনি-প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় কদাপি সংসারপ্রাপ্ত হন না, কারণ 'রসগ্রহ' (রসগ্রাহী) জন মুকুন্দের চরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে 'রসগ্রহ' অর্থাৎ ভগবৎরস আস্বাদনকারী, ইহা বলায়—যোগিগণের মধ্যেও শ্রীল শুকদেব প্রভৃতি অভিনন্দিতই হইয়াছেন। এখানেও পূর্ব্বশ্লোকে "ভক্ত্যার্দ্র্যাপিত-মনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ" —অর্থাৎ প্রেম-রসাপ্লুত ভক্তিবলে ভগবানে চিত্ত অর্পিত করিয়া, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না, ইহা বলা হইয়াছে। এখানে 'অর্পিত-মনাঃ', অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানে মন অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ বলায়, ভগবানে মন সমর্পণ করিয়া, সেই মনে নিজের সত্ত্বার অভাব-হেতু কি প্রকারে তাঁহা হইতে সেই মনকে বিযুক্ত করিতে পারা যায় ? কিজন্যই বা দত্তাপহারী হইবেন ? তদ্রূপ হইলে নিন্দা দুর্নিবারই। শ্রীভগবানও স্বীয় ভক্তজনেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু যোগিগণের চিত্তে নহে। যেমন ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ" (৩।৯।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রুতি (বেদরূপ অথবা শ্রবণা-ভক্তিরূপ) বায়ুর সাহায্যে আপনার পাদপদ্ম-নিঃসৃত গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন (অর্থাৎ আপনার ভাবসকল সাদরে শ্রবণ করেন) এবং নির্ম্মল প্রেমে আবদ্ধ হইয়া আপনার চরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহারাই আপনার নিজজন, আপনি তাঁহাদের হৃদ্পদ্ম হইতে দূরে গমন করেন না (অর্থাৎ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন)। আবির্হোত্র নামক যোগীন্দ্রও বলিয়াছেন—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ" (১১।২।৫৪), ইত্যাদি, অর্থাৎ অবশ হইয়াও একবার যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেও, সর্ব্বপাপ-বিনাশন সাক্ষাৎ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ-চরণ হইয়া যাঁহার হৃদয়মন্দির কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—চিত্তবড়িশবিয়োগো ধ্যানানন্তর-সমাধিঃ ॥ ৩৪ ॥

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা এবং ভগবদানন্দানুভবেন) নির্ব্বিষয়ং (বিষয়েভ্যঃ) বিরক্তং মুক্তাশ্রয়ং (আশ্রয়মুক্তং চ সৎ) মনঃ অর্চ্চিঃ (দীপজ্বালা) যথা সহসা (আশ্রয়-বিষয়া-পগমে লয়ং যাতি তথা) নির্ব্বাণং (নিষ্কলত্বরূপং ব্রহ্মভাবম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) অত্র (অস্যাং দশায়াং) পুরুষঃ (জীবাত্মা) প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ (প্রতিনিবৃত্তঃ অপগতঃ গুণপ্রবাহঃ দেহাদ্যুপাধিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অব্যবধানং (মায়াব্যবধানরহিতং অনুগতম্) আত্মানম্ একং (দেহাদি দ্বৈতভাব-রহিতম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যখন চিত্ত শব্দাদি-বিষয়শূন্য হইয়া নিত্যমুক্ত ভগবদ্‌বিষয়ের আশ্রিত ও ইতর বিষয়ে বিরক্ত হয়, তখন দীপজ্বালা যে প্রকার তৈলাদির অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্তও ইন্দ্রিয়-সমূহের বিষয়গ্রহণরূপ প্রবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধিহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান পরিত্যাগ করে, এবং সেই (পুরুষ) ব্যবধানরহিত হইয়া অখণ্ড অদ্বয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতিনিকৃষ্টযোগিপদ্ধত্যুক্তে ভগবৎ-স্বরূপত্যাগে সতি মনসঃ কা দশা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মুক্তেতি। এবং যর্হি মনো নির্ব্বিষয়ং ভগবতি তদা মুক্তাশ্রয়ঞ্চ স্যাৎ ধ্যেয়সম্বন্ধং বিনা তস্য ধ্যাতর্য্য-বস্থানাসম্ভবাৎ। ন চ পূর্ব্ববদ্ব্যাবহারিকঃ শব্দাদি-বিষয়ঃ স্যাৎ যতস্তত্র বিরক্তং পরমানন্দানুভবেন। ন চ পরমানন্দরূপমেব পুনরপি বিষয়ীকুর্য্যাৎ। শনকৈ-র্বিযুঙ্‌ক্ত ইত্যত্র শনৈঃ পদেন পুনরপি ততো বিযোজনীয়ত্বাদতো নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। যথার্চ্চি-দীপকলিকা তৈলবর্ত্তিভ্যাং বিযুক্তা নির্ব্বাতীত্যর্থঃ। অত্র অস্যাং দশায়াং পুরুষঃ জীবঃ মনোলয়ে সতি লিঙ্গরূপাবরণভঙ্গাদব্যবধানং শুদ্ধমাত্মানং প্রত্যগাত্মানং একমন্বীক্ষতে, ততশ্চ ন সংসরতীত্যাহ—প্রতি-নিবৃত্তো গুণপ্রবাহো দেহাদ্যুপাধির্যস্য সঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি নিকৃষ্ট যোগিগণের পদ্ধতি অনুসারে ভগবৎস্বরূপ ত্যাগ হইলে, মনের কি অবস্থা হয় ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মুক্তা-শ্রয়ং' ইত্যাদি। এই প্রকারে চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় (শব্দাদি বিষয়শূন্য) হয়, তখন ভগবানে আশ্রয়মুক্ত (ভগবদ্‌বিগ্রহের চিন্তন-মুক্ত) হয়, অর্থাৎ তখন তাহার আর কোন আশ্রয় থাকে না, যেহেতু ধ্যেয়-সম্বন্ধ ভিন্ন চিত্ত, কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না। এই বলিয়া তৎকালে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহারিক শব্দাদি বিষয়ও হইতে পারে না, কারণ সেই বিষয়ে পরমানন্দ অনুভবের দ্বারা চিত্ত বিরক্তই থাকে। এবং পরমানন্দ-স্বরূপেরও পুনরায় বিষয় করিতে পারে না, কারণ 'শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে'—ধীরে ধীরে চিত্ত বিযুক্ত করে, এখানে, 'শনৈঃ'—পদের দ্বারা, পুনরায় তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে, অতএব চিত্ত তখন 'নির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি'—লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'যথা অর্চ্চিঃ'—যেমন দীপশিখা, তৈল ও বর্ত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইয়া সহসা নির্ব্বাণ (নির্ব্বাপিত) হইয়া যায়। 'অত্র'—এই অবস্থায় 'পুরুষঃ'—অর্থাৎ জীব, মনোলয় হইলে লিঙ্গরূপ আবরণের ভঙ্গ হওয়ায়, 'অব্যবধানং'—ধাতৃ-ধ্যেয় ব্যবধানশূন্য শুদ্ধ 'আত্মানং'—আত্মাকে, অর্থাৎ এক অখণ্ড প্রত্যগাত্মাকে 'অন্বীক্ষতে'—অনুগত দেখিতে পান। তারপর কিন্তু সেই যোগী আর সংসারে ভ্রমণ করেন না, ইহা বলিতেছেন—'প্রতিনিবৃত্ত-গুণপ্রবাহঃ'—যাঁহার গুণপ্রবাহ বলিতে দেহাদির উপাধি, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ বিবর্জ্জিত হইয়াছে, সেই যোগরত পুরুষ (তখন এক অখণ্ড আত্মাকেই দেখিতে পান) ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—মুক্তাশ্রয়ং বিষ্ণুবিষয়ম্। স্বচিত্তং জীবচৈতন্যং তৎ নির্ব্বাণমৃচ্ছতি—শরীরাভিমানং জহাতি স্বচিদভিমানেন ॥ ৩৫ ॥

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিরবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ (উপলব্ধা অপরোক্ষীকৃতা পরাত্মনঃ কাষ্ঠা তত্ত্বং যেন সঃ) সঃ (পুরুষঃ) অপি (চ) এতয়া (যোগাভ্যাসকৃতয়া) চরময়া (অবিদ্যারহিতয়া) মনসঃ নিরবৃত্ত্যা তস্মিন্ (পুরুষার্থভূতে) সুখদুঃখবাহ্যে (তদতীতে) মহিম্নি (ব্রহ্মরূপে) অবসিতঃ (অবসানং নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ)। দুঃখয়োঃ (সুখদুঃখয়োঃ) হেতুত্বং (ভোক্তৃত্বং) অপি যৎ (পূর্ব্বং) স্বাত্মন্ (আত্মনি এব আসীৎ তৎ) অসতি (অবিদ্যাকৃতে) কর্ত্তরি (অহঙ্কারে) বিধত্তে (তন্নিষ্ঠম্ এব পশ্যতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আরও সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাচিতে নিরবৃত্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা সুখদুঃখাতীত ব্রহ্মস্বরূপের মহিমায় নিষ্ঠা লাভ করেন ; ইতিপূর্ব্বে আত্মার যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বাভিমান ছিল, তিনি এক্ষণে উহাকে অবিদ্যা-কৃত অহঙ্কারনিষ্ঠ বলিয়া দর্শন করেন ; কারণ তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ— চাসাবুপাধিলয়ঃ সুষুপ্তি-দশায়ামিবেত্যাহ—সোঽপি স চ পুরুষো জীবঃ মনসো নিরবৃত্ত্যা হেতুনা তস্মিন্ মহিম্নি যঃ স্বীয়ো মহিমা পূর্ব্বং মনসা বলাদপহৃত আসীত্তস্মিন্মহিম্নি মনোনাশাৎ প্রাপ্তে জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবসিতঃ অবসানং নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ, মনসো নিরবৃত্ত্যা কীদৃশ্যা চরময়া অবিদ্যারহিতয়েতি সুষুপ্তাদ্বিশেষঃ। তত্র হ্যবিদ্যাস্তি ন ত্বিদানীং, তত্র হেতুঃ—এতয়া যোগাভ্যাসকৃতয়েত্যর্থঃ। তস্মিন্মহিম্নি কীদৃশে, সুখদুঃখবহির্ভূতে তস্য স্বরূপত এব সুখদুঃখবাহ্যত্বাৎ জীবাত্মা সুখদুঃখবাহ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। ননু সুখদুঃখয়োরাত্মধর্ম্মত্বমেব দৃষ্টমতস্ততো বহির্ভূতত্বং কথমাত্মন, ইত্যত আহ—অসতি অবিদ্যাকৃতে কর্ত্তরি অহঙ্কারে দুঃখয়োঃ সুখদুঃখয়োর্হেতুত্বং সুখদুঃখহেতুকর্ম্মকর্ত্তৃত্বম্। তদভিমানাৎ পূর্ব্বদশায়াং স্বাত্মনি কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ যদাসীৎ তৎ সর্ব্বং উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠোঽয়ং অপরোক্ষীকৃতাত্মতত্ত্বঃ। শুদ্ধঃ পুরুষঃ তস্মিন্নেবাসতি বিধত্তে তন্নিষ্ঠমেব পশ্যতি স্বস্মিন্নহঙ্কারাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই উপাধি-লয় সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায়, ইহা বলিতেছেন—'সোঽপি', সেই পুরুষ অর্থাৎ জীব, মনের নিবৃত্তি হওয়ায়, 'তস্মিন্ মহিম্নি'—যে নিজ মহিমা পূর্ব্বে মন কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়াছিল, সেই মহিমায়, অর্থাৎ

ব্রহ্মরূপে মন নাশ হওয়ায় জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে 'অবসিতঃ'—অবসান, অর্থাৎ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিরূপ মনের নিবৃত্তির দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—'চরময়া', অবিদ্যা-বর্জ্জিত চরম নিবৃত্তির দ্বারা, ইহা সুষুপ্তি দশা হইতে বিশেষ (পার্থক্য), কারণ সেই সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকে, কিন্তু এখন অবিদ্যা-রহিত হইয়াছে। তাহার হেতু—'এতয়া'—এই যোগাভ্যাস-জনিত অবিদ্যা-বর্জ্জিত চিত্তের নিবৃত্তি-রূপ বৃত্তির দ্বারা—এই অর্থ। কিপ্রকার সেই (ব্রহ্মরূপ) মহিমায়? তাহাতে বলিতেছেন—'সুখ-দুঃখ-বাহ্যে'—সুখ ও দুঃখের বহির্ভূত (অতীত) ব্রহ্মরূপ মহিমায়। সেই ব্রহ্মরূপ স্বরূপতঃই সুখ ও দুঃখের অতীত বলিয়া, তখন (ব্রহ্মের সহিত তাহার আত্মার ঐক্য হওয়ায়) জীবাত্মা সুখ-দুঃখের অতীত হয়—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, সুখ ও দুঃখ আত্মারই ধর্ম্ম, ইহা দেখা যায়, অতএব তখন কি করিয়া আত্মার সুখ-দুঃখের বহির্ভূতত্ব হইবে? ইহাতে বলিতেছেন—'অসতি কর্ত্তরি'—অবিদ্যাকৃত অহংকারে সুখ ও দুঃখের হেতুত্ব, তাহার জন্য কর্ম্ম ও কর্তৃত্ব। সেই অভিমান অর্থাৎ অহংকার-বশতঃই পূর্ব্বে জীবাত্মাতে যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ছিল, এখন 'উপলব্ধ-পরাত্মকাষ্ঠঃ' — পরাত্মার কাষ্ঠা, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতঃ, শুদ্ধ জীবাত্মা নিজেতে অহঙ্কারের অভাব-হেতু, (সুখ-দুঃখের কারণ যাহা পূর্ব্বে আত্মাতে অনুভব করিতেন, তাহাও এখন আত্মাতে কল্পনা না করিয়া) 'তস্মিন্নেব অসতি বিধত্তে'—অবিদ্যাকৃত অহঙ্কার-নিষ্ঠই দেখিয়া থাকেন, (অর্থাৎ অবিদ্যা-কৃত অহঙ্কারই জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ, এক্ষণে অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়ায়, তৎকালে যোগী আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, উহা অহঙ্কার-নিষ্ঠ বলিয়াই দেখিয়া থাকেন)—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—অসৎকর্ত্তা তু জীবঃ স্যাৎ স কর্ত্তা পরমেশ্বরঃ ইতি শব্দ-নির্ণয়ে।

দুর্দুঃখমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বং সুখং চ তয়োর্য্যতঃ।
প্রদাতা পরমো বিষ্ণুস্তস্মাদ্দুঃখাদি-নামবান্ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ৩৬ ॥

———

দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিহৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—চরমঃ (উক্তলক্ষণঃ চরম-শরীরে বর্ত্তমানঃ) সিদ্ধঃ (পুরুষঃ) যতঃ (কারণাৎ) (আত্মনঃ) স্বরূপম্ অধ্যগমৎ (প্রাপ্তবান্ অতঃ) মদিরামদান্ধঃ যথা পরিহৃতং (কটিতটে পরিবেষ্টিতং) বাসঃ (বসনং তত্র স্থিতং গতং বা ন অনুসংদধতে তদ্বৎ) দৈবাৎ (প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ আসনাৎ) উত্থিতম্ (উত্থায় তত্রৈব) স্থিতং বা (ততঃ) অপেতম্ (অন্যত্র গতং বা পুনঃ অপি দৈববশাৎ) উপেতম্ (আগতং বা) তং দেহম্ (অপি) ন বিপশ্যতি (স্মরতি, কুতঃ সুখদুঃখে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—সেই চরম-দশাপন্ন জীবন্মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষের দেহ, আসনে আসীনই থাকুক্ বা তাহা হইতে উত্থিতই হউক্, অথবা উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই থাকুক্, বা তথা হইতে অন্যত্রই যাউক্, আবার দৈবক্রমে স্থানান্তরেই অবস্থিতি করুক্, ক্ষতি নাই, যেরূপ মদমত্ত ব্যক্তি কটিদেশে পরিবেষ্টিত বস্ত্র কটিদেশে বিরাজিত আছে বা তথা হইতে চ্যুত হইয়াছে, জানিতে পারে না, সেইরূপ ঐ পুরুষেরও দেহবিষয়ে কোন অনুসন্ধান থাকে না; কারণ, তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য জীবন্মুক্তিমাহ—দেহঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। চরমঃ চরমদশাপন্নঃ সিদ্ধো দেহং ন পশ্যতি কুতঃ সুখদুঃখে ইত্যর্থঃ। অধ্যগমৎ প্রাপ্তঃ। পরিহৃতং পরিহিতং আসনাদুত্থিতং উত্থায় তত্রৈব স্থিতং গতং বা মদিরামদান্ধো যথা ন পশ্যতীতি ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যোগীর জীবন্মুক্তি বলিতেছেন—'দেহঞ্চ', এই দুইটি শ্লোকে। 'চরমঃ'—চরমদশাপন্ন জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ, (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়) নিজের দেহকেই দেখেন না, অর্থাৎ স্বীয় দেহবিষয়ে কোন অনুসন্ধান রাখেন না, আর সুখ-দুঃখ কি করিয়া অনুভব করিবেন?—এই অর্থ। 'অধ্যগমৎ'—প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। 'পরিহৃতং'—পরিহিত, যোগীর দেহ আসন হইয়া উত্থিত বা সেইখানেই স্থিত—ইহা তখন অনুসন্ধান করিতে পারেন না, যেমন মদ্যপানে

মত্ত ব্যক্তি নিজের পরিহিত বসন কটিতটে আছে, বা তাহা হইতে খুলিয়া গিয়াছে, ইহার কোন সন্ধান রাখে না ॥ ৩৭ ॥

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ।
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—দৈববশগঃ (পূর্ব্বসংস্কারবশেন গচ্ছন্) সাসুঃ (ইন্দ্রিয়সহিতঃ) দেহঃ অপি যাবৎ স্বারম্ভকং (প্রারব্ধং) কর্ম্ম (অস্তি তাবৎ) এব প্রতিসমীক্ষতে (প্রারব্ধবশাৎ জীবতি); অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ (অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপর্য্যন্তঃ যোগঃ যেন সঃ, অতএব) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (প্রতিবুদ্ধং বস্তু আত্মতত্ত্বং যেন সঃ) সপ্রপঞ্চং (পুত্রাদিসহিতং) স্বাপ্নং (স্বপ্নজং দেহম্ ইব) তং (দেহং) পুনঃ ন ভজতে (অহং মমেতি ন অভিমন্যতে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার দেহ আরব্ধ-কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া স্বীয় ব্যাপার সন্দর্শন করিতে থাকিলেও উক্ত পুরুষ উহাকে স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির ন্যায় বোধ করেন এবং ঐ দেহকে ও দেহসম্বন্ধী পুত্রকলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না; কারণ, তিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগারূঢ় হইয়াছেন এবং স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি তস্য দেহঃ কথং জীবেত্তত্রাহ—দেহোঽপীতি। দৈবং পূর্ব্বসংস্কারঃ তদ্বশেন গচ্ছন্ যাবৎ প্রতিসমীক্ষতে এব জীবত্যেব; সাসুঃ সেন্দ্রিয়ঃ। ননু তস্মিন্ পুনরাসক্তিঃ স্যাত্তত্রাহ—তং দেহং সপ্রপঞ্চং পুত্রাদিসহিতং পুনর্ন ভজতে, যতঃ স্বাপ্নং স্বপ্নদেহাদিতুল্যং অহং মমেতি নাভিমন্যতে; তত্র হেতুঃ—অধিরূঢ়ঃ সমাধিপর্য্যন্তো যোগো যেন সঃ, অতঃ প্রতিবুদ্ধং বস্তু আত্মতত্ত্বং যেন সঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তখন তাঁহার দেহ কি করিয়া জীবিত থাকে? তাহাতে বলিতেছেন—'দেহোঽপি' ইত্যাদি। 'দৈব-বশগঃ'—দৈব বলিতে পূর্ব্বসংস্কার, তাহার বশে অবস্থিত হইয়া (স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করে), 'যাবৎ'—যে পর্য্যন্ত আপনার প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত 'সাসুঃ'—ইন্দ্রিয়ের সহিত 'প্রতিসমীক্ষতে এব'—জীবিত থাকেন। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে সেই দেহে পুনরায় আসক্তি হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'তং সপ্রপঞ্চং', পুত্রাদির সহিত নিজ দেহকে 'পুনর্ন ভজতে'—আর ভজনা করেন না, অর্থাৎ নিজ দেহে এবং তৎসম্বন্ধীয় পুত্রাদির দেহে আর আসক্ত হন না। 'যতঃ স্বাপ্নং'—যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির ন্যায় নিজের ও পুত্রাদির দেহে আমি ও আমার—এইরূপ অভিমান করেন না। তাহাতে কারণ—'অধিরূঢ়-সমাধি-যোগঃ', সমাধি পর্য্যন্ত যোগ-পথে তিনি আরোহণ করিয়াছেন, অতএব 'প্রতিবুদ্ধ-বস্তুঃ'—প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়াছে বস্তু বলিতে আত্ম-তত্ত্ব যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ তখন সেই যোগী আত্ম, অনাত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব জানিয়াছেন বলিয়া অন্যত্র দেহাদিতে আসক্ত হন না) ॥ ৩৮ ॥

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্ত্যঃ প্রতীয়তে।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অতিস্নেহবশাৎ) আত্মত্বেন অভিমতাৎ অপি পুত্রাৎ চ বিত্তাৎ চ মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা পিত্রাদিঃ) যথা পৃথক্ প্রতীয়তে তথা (আত্মত্বেন অভিমতাৎ) দেহাদেঃ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ) অপি পুরুষঃ (তদ্দ্রষ্টা জীবঃ পৃথক্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—মর্ত্ত্যজীব সাতিশয় স্নেহবশতঃ ধন ও পুত্রকে আত্মস্বরূপ মনে করিলেও যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও ইহার দ্রষ্টা পুরুষকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিবোধার্থং মুমুক্ষুভির্নিত্যমেবং বিভাব্যমিত্যাহ—যথেতি ত্রিভিঃ। অতিস্নেহবশাদাত্মত্বেনাভিমতাদপি পুত্রাদেঃ পৃথগেব মর্ত্ত্যঃ পিত্রাদির্যথা তথৈব পুরুষো জীবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিবোধের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক নিত্য এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যথা'

ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। লোকে অতিশয় স্নেহবশতঃ পুত্র ও বিত্তকে আত্মস্বরূপ বলিয়া মনে করিলেও, যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে পিত্রাদি পৃথক্, সেইরূপ এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও, ইহার দ্রষ্টা পুরুষ অর্থাৎ জীব (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন)।। ৩৯ ।।

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধুমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥ ৪০ ॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—যথা উল্মুকাৎ (ইদানীং জ্বলতঃ) কাষ্ঠাৎ) অগ্নিঃ পৃথক্, (যথা চ) স্ব সম্ভবাৎ (অগ্নেঃ সম্ভূতাৎ) ধূমাৎ বা বিস্ফুলিঙ্গাৎ অপি (চ অগ্নিঃ পৃথক্ তথা) আত্মত্বেন (অগ্নিস্বরূপেণ) অভিমতাৎ অপি উল্মুকাৎ (বহ্নিব্যাপ্তাঙ্গারাৎ অগ্নিঃ তদ্দাহকঃ প্রকাশকশ্চ যথা) পৃথক্, ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ (ভূতাদেঃ দ্রষ্টা জীবঃ তথা পৃথক্) জীবসংজ্ঞিতাৎ তথা প্রধানাৎ (অপি) তৎপ্রবর্তকঃ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ভগবান্ আত্মা (পরমাত্মা পৃথক্ এব)।। ৪০-৪১ ।।

অনুবাদ—অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও যেমন বস্তুতঃ অগ্নি ঐ উভয় হইতেই পৃথক্, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে সর্ব্বোপাদানরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্ ।। ৪০-৪১ ।।

বিশ্বনাথ—ননু যথা পুত্রবিত্তাদিভ্যো মর্ত্যঃ পৃথগবস্থিতো দৃশ্যতে, ন তথা দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো জীবাত্মা। জীবাত্মতোঽপি সকাশাৎ পরমাত্মা পৃথক্ কথমবগন্তব্য ইত্যত আহ—যথোল্মুকাদিতি। পৃথগবস্থানাভাবেঽপি মায়া-তৎকার্য্যাভ্যাং পৃথগ্ভূতো জীবাত্মনশ্চ সকাশাৎ পরমাত্মা পৃথগেবেত্যত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ। অত্র যথা-শব্দস্যোল্মুকশব্দস্য চ পৌনরুক্ত্যাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। উল্মুকাদ্দহ্যমানাৎ কাষ্ঠাদ্‌যথা অগ্নিঃ পৃথগ্‌ভবতি যথা চ উল্মুকাৎ পৃথক্ তথা বিস্ফুলিঙ্গাদপি পৃথগ্ যথা চ বিস্ফুলিঙ্গাৎ পৃথক্ তথা ধূমাদপি স্বকার্য্যাৎ পৃথক্, কীদৃশাৎ আত্মত্বেনাগ্নিস্বরূপত্বেনাভিমতাদপি অবিবেকিনা হি উল্মুকো বিস্ফুলিঙ্গো ধূমোঽপ্যগ্নিরয়মিত্যভিমন্যতে; যদ্বা, দ্বিতীয় যথাশব্দস্য যথাবদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োল্মুকাদিতি উল্মুকম্ অত্তি জ্বালয়তীত্যগ্নিবিশেষণম্। দার্ষ্টান্তিকং যোজয়তি—প্রধানাদুল্মুকস্থানীয়াৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবরূপো যঃ সংজ্ঞিতঃ সংজ্ঞাং চেতনাং প্রাপ্তস্তস্মাৎ বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়াৎ ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ ধূমস্থানীয়াৎ আত্মা পরমাত্মা অগ্নিস্থানীয়ঃ পৃথগ্, যতো দ্রষ্টা, স হি দৃশ্যাৎ পৃথগেব সহস্থিতোঽপ্যসঙ্গো যতো ভগবানচিন্ত্যৈশ্বর্য্যঃ, ভগবানেব ব্রহ্মসংজ্ঞাং প্রাপ্তঃ কস্মিংশ্চিদধিকারিণি নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রত্বেন ভাতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ।। ৪০-৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যেমন পুত্র, বিত্তাদি হইতে মর্ত্ত্যজীব পৃথক্‌রূপে অবস্থিত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে জীবাত্মা পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হয় না, আর জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্—ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন—'যথা উল্মুকাৎ', ইত্যাদি। পৃথক্‌রূপে অবস্থিত না হইলেও মায়া ও তাহার কার্য্য হইতে জীবাত্মা পৃথক্ এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্ই—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'যথা উল্মুকাৎ'—উল্মুক বলিতে দহ্যমান কাষ্ঠ। এখানে যথা-শব্দ এবং উল্মুক শব্দের পুনরুক্তি-বশতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উল্মুক অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি পৃথক্ এবং যেরূপ উল্মুক হইতে পৃথক্, তদ্রূপ বিফুলিঙ্গ হইতেও অগ্নি পৃথক্। আবার বিস্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন পৃথক্, তদ্রূপ স্বকার্য্য ধূম হইতেও অগ্নি পৃথক্। কিপ্রকার হইতে—'আত্মত্বেন অভিমতাৎ'—আত্মত্ব অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপত্বরূপে অভিমত হইলেও, অর্থাৎ অবিবেকী জন উল্মুক (জলন্ত কাষ্ঠ), বিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম—এই তিনটিকে ইহা অগ্নি, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। অথবা—দ্বিতীয় যথা-শব্দের 'যথাবৎ'—যথাতুল্য এইরূপ অর্থ। দ্বিতীয় 'উল্মুকাৎ'—'উল্মুকম্ অত্তি', অর্থাৎ যাহা কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, তাহা, অগ্নির বিশেষণ। দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—উল্মুক-স্থানীয় প্রধান (অর্থাৎ কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি) হইতে, বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব-সংজ্ঞিত' অর্থাৎ যাহা জীবরূপ 'সংজ্ঞিত' বলিতে চেতনা-প্রাপ্ত, তাহা হইতে,

এবং 'ধূমস্থানীয় ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ' (অর্থাৎ পঞ্চ-ভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ) হইতে অগ্নি-স্থানীয় আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পৃথক্, যেহেতু তিনি দ্রষ্টা। সেই দ্রষ্টা (আত্মা) নিশ্চিতই দৃশ্য বস্তু হইতে পৃথক্ই, 'সহস্থিত' অর্থাৎ একত্র অবস্থান করিলেও অসঙ্গ (নির্লিপ্ত) হইয়াই থাকেন, যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ই ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কোনও অধিকারীর নিকট নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রত্ব-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৪০-৪১ ॥

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেষু (ভূতকার্য্যেষু ঘটশরাবাদিষু) তদাত্মতাম্ ইব (যথা পৃথ্ব্যাদি-মহাভূতাত্মতাং পশ্যতি তথা) সর্ব্বভূতেষু চ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) আত্মানং (তদুপাদানতয়া) ঈক্ষেত (পশ্যেৎ); আত্মনি চ (তৎকার্য্যতয়া) সর্ব্বভূতানি অনন্যভাবেন (ঈক্ষেত) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—লোকে যেরূপ ভূতকার্য্যসমূহকে মহাভূতের অন্তবর্ত্তী বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তিযোগীও সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মার সর্ব্বভূতে অনন্যভাব দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সর্ব্বস্মাৎ পরমাত্মানং পৃথগ্ভূতং বিভাব্য তস্য সর্ব্ববস্তূনাং কারণত্বং লয়স্থানত্বঞ্চ পশ্যেদিত্যাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিবতি। কারণস্যৈব কার্য্যাত্মত্বমিত্যর্থঃ। কার্য্যাণামপি লয়স্থানত্বাৎ কারণরূপত্বমিত্যাহ—সর্ব্বেতি। তদাত্মতাং মহাভূতাত্মতাম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সকল স্থান হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ভাবে চিন্তা করতঃ সমস্ত বস্তুর কারণত্ব এবং লয়স্থানত্ব অবলোকন করিবে—ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি, (অর্থাৎ তথাপি লোক যেরূপ ভূতসমূহকে মহাভূত-স্বরূপে দেখিয়া থাকে, যোগিগণ সেইরূপ সকল প্রাণীতে ভগবান্কে এবং ভগবানে সমস্ত প্রাণীকে অনন্যভাবে (ঐক্যরূপে) দর্শন করিয়া থাকেন)। 'সর্ব্বভূতেষু'—চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতে, কারণেরই কার্য্যাত্মত্ব, এই অর্থ। কার্য্যসমূহেরও লয়স্থানত্বহেতু কারণরূপত্ব, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতানি' ইত্যাদি। 'তদাত্মতা' বলিতে মহাভূতাত্মতা ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—অনন্যভাবেন তদ্রূপাণামভেদেন। তদাত্মতা তস্যা দানাদি কর্ত্তৃত্বঞ্চ। ভূতবিষয়ে ॥ ৪২ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।২।৪৫ ও গীতা ৬।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—স্বযোনিষু (কাষ্ঠেষু) যথা একং জ্যোতিঃ (অগ্নিঃ অপি) যোনীনাং (কাষ্ঠাদীনাং গুণবৈষম্যাৎ (দীর্ঘহ্রস্বাদিভেদাৎ) নানা প্রতীয়তে, তথা প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ আত্মা অপি (একস্বরূপঃ এব দেহকৃতভেদেন নানা প্রতীয়তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যেমন অগ্নি এক হইলেও স্বীয় উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘ-হ্রস্বাদি-ভেদে নানাপ্রকার প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মাও দেহগত হইয়া দেহের গুণবৈষম্যহেতু নানাপ্রকার প্রতিভাত হন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরমাত্মনঃ প্রতিদেহবর্ত্তিত্বেন নানাত্ব-প্রতীতির্ভদ্রাভদ্রাদি-প্রতীতিশ্চ ন বাস্তবীত্যাহ—স্বযোনিষু কাষ্ঠেষু জ্যোতিরগ্নিঃ গুণবৈষম্যাৎ দৈর্ঘ্যহ্রস্বত্ব-বক্রিমার্জ্জবগন্ধরূপাদিভেদাৎ। প্রকৃতৌ দেহে আত্মা পরমাত্মা তথৈব ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মার প্রতিদেহবর্ত্তিত্ব-রূপে (অর্থাৎ দেবাদি নানা শরীরে অবস্থিত থাকায়) নানাত্ব-প্রতীতি এবং ভদ্র ও অভদ্ররূপে যে প্রতীতি হয়, উহা বাস্তবিক নহে, ইহা (দৃষ্টান্ত-সহ) বলিতেছেন—'স্বযোনিষু' ইত্যাদি। স্বযোনি বলিতে নিজের প্রস্ফুরণস্থান (উৎপত্তিস্থান) কাষ্ঠসমূহে 'জ্যোতিঃ'—অগ্নি যেমন 'গুণবৈষম্যাৎ'—কাষ্ঠাদির দৈর্ঘ্য, হ্রস্বত্ব, বক্রিম, আর্জ্জব, গন্ধ ও রূপাদিভেদে (নানাপ্রকার প্রতীয়মান হয়), তদ্রূপ 'প্রকৃতৌ' স্থিতঃ'—দেহাশ্রিত

আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা (দেহের গুণবৈষম্য-নিবন্ধন নানারূপে প্রতীয়মান হন) ॥ ৪৩ ॥

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতঃ ভক্তঃ জনঃ) ইমাং (দৃশ্যমানাং) সদসদাত্মিকাং (কার্য্যকারণস্বরূপাং) স্বাং (স্বস্য মোহকরীং) দুর্ব্বিভাব্যাম্ (অচিন্ত্যমাহাত্ম্যাং) দৈবীং (দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং) প্রকৃতিং পরাভাব্য (ভগবৎপ্রসাদেন এব জিত্বা) স্বরূপেণ (ভগবদ্দাসত্বেন) অবতিষ্ঠতে (বর্ত্ততে, ন পুনঃ সংসরতি) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অতএব ভক্তিযোগদ্বারা জীবের বন্ধনকারণভূতা বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তিরূপা কার্য্যকারণাত্মিকা দুরত্যয়া প্রকৃতিকে বিষ্ণুর প্রসাদে জয় করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ প্রকৃতিরেব নানাত্ব-দর্শয়িতৃত্বাদনর্থকারিণীতি তাং জয়েদিত্যাহ—স্বাং স্বীয়াং স্বোপাধিমিত্যর্থঃ। দৈবীং কর্ম্মময়ীং ; যদ্বা, দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং দুর্ব্বিভাব্যাং দুরত্যয়াং পরাভাব্য। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" ইতি ভগবদুক্ত্যৈব জিত্বা, স্বরূপেণ অনাবৃতচৈতন্য-রূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টাবিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—যেহেতু প্রকৃতিই নানাত্বরূপে দর্শন করায় বলিয়া অনর্থকারিণী, অতএব সেই প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন। 'স্বাং'—স্ব-সম্বন্ধিনী, নিজ উপাধিরূপা (অবিদ্যাকে)—এই অর্থ। 'দৈবী' বলিতে কর্ম্মময়ী, অথবা—দেবের অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তি (মায়াকে)। 'দুর্বিভাব্যা' দুরত্যয়া, অর্থাৎ সহজে যাহাকে অতিক্রম করা যায় না, অনির্ব্বচনীয়া (প্রকৃতিকে জয় করিবে)। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" (শ্রীগীতা—৭।১৪)—অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর, আমাকেই (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই) যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারাই কেবল (আমার প্রসাদে) এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন (অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন)—এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতিকে জয় করতঃ, যোগিগণ 'স্ব-রূপেণ'—নিজস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৮ ॥

মধ্ব—প্রকৃতিং পরাভাব্য তদুত্তমত্বেনৈব সদাবতিষ্ঠতে পরঃ।

সর্ব্বভূতস্থমীশেশং জেতারং প্রকৃতেরপি।
অবিশেষং সদৈবৈকং চিন্তয়ন্ বিপ্রমুচ্যতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টাবিংশাধ্যায়ঃ।

তথ্য—গীতা ৭।১৪ ও ১৮।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥১॥
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে বহুপ্রকার ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ কালের বল ও ঘোর সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক-ভেদে সগুণ ও সকাম ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া অবশেষে নির্গুণ ও নিষ্কাম শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন যে, ভগবানের গুণ-শ্রবণমাত্র সাগরে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় শুদ্ধজীবাত্মার ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিকী, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা গতি, তাহাই শুদ্ধ ভক্তি। শুদ্ধভক্তকে ভগবান্ সাযুজ্য ত' দূরের কথা, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য-সেবা ব্যতীত শুদ্ধভক্তের আর দ্বিতীয় প্রার্থনীয় বস্তু নাই। সাধনভক্তি-যাজনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, নির্ম্মলচিত্তে শ্রীহরির গুণশ্রবণমাত্রেই হরিতে আকৃষ্ট হইয়া জীব শ্রীহরির নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। প্রাকৃত লোকগণ যে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীঅর্চ্চার পূজা করেন, তাহা বৃথা; মহাভাগবতের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব অবগত হইয়া যে ভগবদর্চ্চন, এবং সর্ব্বভূতে অন্ত-র্য্যামিরূপে পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভগবৎ-স্বরূপের পূজা ও মানদধর্ম্ম-যাজন, তাহার দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। সর্ব্ববিধ প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা বাসুদেবে কায়মনোবাক্যে শরণাগত বৈষ্ণব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালই সকলের আদিকর্ত্তা, অনন্ত, অবিনাশী, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার-কর্ত্তা।

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(হে) প্রভো (ভগবন্ কপিল)! অমীষাং মহদাদীনাং লক্ষণং যথা সাংখ্যেষু কথিতম্ (অস্তি) যেন (লক্ষণেন) তৎ-পারমার্থিকং (তেষাং পরস্পরবিভক্তং) স্বরূপং লক্ষ্যতে (জ্ঞায়তে তৎ ত্বয়া কথিতং), তৎ (মহদা-দীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ স্বরূপজ্ঞানং) যন্মূলং (যঃ ভক্তিযোগঃ মূলং প্রয়োজনং যস্য তৎ) প্রচক্ষতে (মনীষিণঃ প্রবদন্তি, তস্য) ভক্তিযোগস্য মার্গং (প্রকারং) বিস্তরতঃ মে ব্রূহি (কথয়) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতি কহিলেন—মহদাদি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ সাংখ্য-শাস্ত্রের বর্ণনানু-সারে আপনি বর্ণন করিলেন; ঐ লক্ষণের দ্বারাই মহদাদির পরস্পর বিভক্ত ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু হে প্রভো, ঐ সমস্ত উল্লেখ করিবার মূল প্রয়োজন ভক্তিযোগ। অতএব এক্ষণে সেই ভক্তি-যোগের প্রকার মৎসমীপে সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

একোনত্রিংশকে ভক্তিঃ সগুণা নির্গুণাপি চ।
লক্ষ্যতে প্রাণিসম্মানক্রমঃ কালবলঞ্চ তৎ ॥ ০ ॥

সাংখ্যং যোগঞ্চ শ্রুত্বা পুনরুক্তানুবাদপূর্ব্বকং স্বানুষ্ঠেয়ত্বাৎ শ্রুতমপি ভক্তিযোগং সপ্রভেদং শুশ্রূষ-মাণা পৃচ্ছতি। মহদাদীনাং লক্ষণং সাংখ্যেষু সাংখ্য-শাস্ত্রেষু যথা তথা কথিতং যেন লক্ষণেন অমীষাং মহদাদীনাং স্বরূপং তৎপ্রসিদ্ধং লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে, কীদৃশং পারমার্থিকং পরস্পরবিভক্তমিত্যর্থঃ। তৎ-স্বরূপজ্ঞানং যন্মূলং যৎকারণকং প্রচক্ষতে যং বিনা তেষাং স্বরূপং জ্ঞাতমপ্যজ্ঞাতমেব ভবতীত্যর্থঃ। তস্য ভক্তিযোগস্য মার্গং প্রকারং ব্রূহি ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণা ভক্তি, প্রাণিগণের যথাযোগ্য সংসারগতি এবং কালের বল নিরূপিত হইতেছে ॥ ০ ॥

সাংখ্য এবং যোগ শ্রবণ করিয়া পুনরায় উক্ত কথারই অনুবাদপূর্ব্বক, নিজের অনুষ্ঠেয়ত্বরূপে ভক্তি-যোগ শ্রুত হইলেও, সেই ভক্তিযোগের প্রকারভেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীদেবহূতি জিজ্ঞাসা

করিতেছেন—'মহদাদীনাং লক্ষণং'—মহদাদি তত্ত্বের লক্ষণ, সাংখ্যশাস্ত্রসমূহে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আপনি বলিলেন। যে লক্ষণের দ্বারা ঐ সকল মহদাদির স্বরূপ জানা যায়। তাহা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'পারমার্থিকং', পরস্পর বিভক্ত, (অর্থাৎ ঐ বর্ণনা দ্বারাই মহদাদির পরস্পর বিভক্ত ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে)—এই অর্থ। তাহার স্বরূপজ্ঞান 'যন্মূলং'—যে কারণে বিস্তার করা হইল, যাঁহা ব্যতীত উক্ত মহদাদির স্বরূপ জ্ঞাত হইলেও অজ্ঞাতই হইয়া থাকে, সেই ভক্তিযোগের প্রকার বলুন ॥ ১-২ ॥

মধ্ব—যথা সাংখ্যেষুযুক্তং তথা কথিতঃ। যৎ সাংখ্যমূলং তল্লক্ষণং প্রচক্ষতে ॥ ২ ॥

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্ব্বতো ভবেৎ।
আচক্ষ জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, যেন (সংসৃতীনাম্ আখ্যানেন) পুরুষঃ সর্ব্বতঃ বিরাগঃ (বিগতরাগঃ) ভবেৎ (তাঃ) জীবলোকস্য বিবিধাঃ সংসৃতীঃ মম (মাম্) আচক্ষ (কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, জীবলোকের বিচিত্র সংসারগতি আমার নিকট বর্ণন করুন্। ঐ সংসার-বর্ণনদ্বারা জীব সর্ব্বতোভাবে বীতরাগ হইতে পারেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তৌ প্রবেশায় কিঞ্চিদ্বৈরাগ্যমপেক্ষ্যত ইতি তদর্থং পৃচ্ছতি বিরাগ ইতি। তাঃ সংসৃতীরাচক্ষ যেন সংসৃত্যাখ্যানেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিতে প্রবেশের নিমিত্ত কিছুটা বৈরাগ্যের অপেক্ষা থাকে, এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বিরাগঃ' ইতি। 'তাঃ সংসৃতীঃ'—জীবলোকের বিবিধ সংসার-গতি আমার নিকট বলুন, 'যেন'—যে সংসার বর্ণনের দ্বারা (জীব সর্ব্বতোভাবে সংসার হইতে বিরক্ত অর্থাৎ আসক্তি-শূন্য হইতে পারে।) ॥ ৩ ॥

কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে।
স্বরূপং বত কুর্ব্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পরেষাং (ব্রহ্মাদীনাম্ অপি) পরস্য (নিয়ন্তুঃ) তে (ত্বদাত্মকস্য) ঈশ্বররূপস্য (ঈশ্বরস্য রূপম্ ইব রূপং যস্য তস্য মহাপ্রভাবস্য) কালস্য স্বরূপম্ (আচক্ষ্), বত (অহো) যদ্ধেতোঃ (যদ্ভয়াৎ) জনাঃ কুশলং (পুণ্যং) কুর্ব্বন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আপনি কালস্বরূপ—মহা-প্রভাববিশিষ্ট ও সর্ব্বকারণকারণ; অহো, আপনার ভয়ে লোক-সকল পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আপনার সেই স্বরূপ কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কালস্য চ স্বরূপমাচক্ষ তে ত্বদ্রূপস্য। যদ্ধেতোঃ কালভয়াদ্ধেতোঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালের স্বরূপও আমার নিকট বলুন। 'তে'—আপনি কালস্বরূপ, 'যদ্ধেতোঃ'—যে কালস্বরূপ আপনার ভয়ে (লোকসকল পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্ম্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মিথ্যাভিমতেঃ (মিথ্যাভূতে দেহাদৌ অভিমতিঃ অহঙ্কারঃ যস্য তস্য) অচক্ষুষঃ (অজ্ঞস্য) (অনাশ্রয়ে (অপারে) তমসি (সংসারে) চিরং (সুদীর্ঘং কালং) প্রসুপ্তস্য কর্ম্মসু অনুবিদ্ধয়া (আসক্তয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শ্রান্তস্য লোকস্য (জীবস্য প্রবোধনায়) যোগভাস্করঃ (যোগপ্রকাশকঃ) ত্বং কিল আবিরাসীঃ (আবির্বভূবিথ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, মিথ্যাভূত দেহাদিতে অহঙ্কার-যুক্ত, কর্ম্মাসক্তবুদ্ধিবশে পরিশ্রান্ত, সুতরাং দুস্তর-সংসারান্ধকারে চির-প্রসুপ্ত লোকদিগকে জাগরিত করিবার জন্যই আপনি যোগপ্রকাশক সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—লোকস্য মিথ্যাভিমতেরভিমানজাড্য-নিবর্ত্তনায় অচক্ষুষশ্চক্ষুঃ প্রকাশদানায় তমসি সংসার-প্রসুপ্তস্য স্বাপতমোনাশায়। কর্ম্মস্বাসক্তয়া বুদ্ধ্যা শ্রান্তস্য

শ্রমপল্বল-সংশোষণায় । যোগভাস্করঃ ভক্তিজ্ঞানযোগ-কমলপ্রকাশকো ভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকস্য'—লোকসকলের, 'মিথ্যাভিমতেঃ'—(দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ) অভিমানের, জড়তা নিবর্ত্তনের নিমিত্ত, 'অচক্ষুষঃ'—চক্ষুহীনের চক্ষুঃপ্রদানের জন্য, অর্থাৎ অজ্ঞজনের জ্ঞান দানের জন্য, 'অনাশ্রয়ে তমসি প্রসুপ্তস্য'—অপার সংসারে চিরনিদ্রিত (বিমুগ্ধ) জনগণের, নিদ্রা-(মোহ) রূপ অন্ধকার নাশ করিবার জন্য, 'কর্ম্মসু'—ইত্যাদি, (অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি-সাধন কাম্য) কর্ম্মসমূহে আসক্ত বুদ্ধিতে শ্রান্ত জনের শ্রম-রূপ পল্বলের (ক্ষুদ্র জলাশয়ের) সম্যক্‌রূপে শোষণের নিমিত্ত, 'যোগ-ভাস্করঃ'—আপনি ভক্তি ও জ্ঞানযোগ-রূপ কমলের প্রকাশক সূর্য্যসদৃশ ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ ।
অবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দ্দিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুর), ইতি (এবংবিধং) শ্লক্ষ্ণং (সুন্দরং মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) বচঃ (বাক্যং) প্রতিনন্দ্য (সৎকৃত্য) মহামুনিঃ (কপিলঃ) প্রীতঃ করুণার্দ্দিতঃ (করুণা-পরিপ্লুতঃ চ সন্) তাং (মাতরম্) অবভাষে (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুকুলাবতংস বিদুর, মহামুনি কপিলদেব মাতার এবম্বিধ সুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও করুণাবিগলিত চিত্তে ঐ বাক্যের অভিনন্দন করিয়া মাতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে ।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (কপিলঃ) উবাচ—ভাবিনি (ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ তদ্বতি পুরুষে) মার্গৈঃ (প্রকারবিশেষৈঃ) ভক্তিযোগঃ বহুবিধঃ ভাব্যতে (সংপদ্যতে)। স্বভাবগুণমার্গেণ (স্বভাবভূতা যে গুণাঃ তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন) পুংসাং ভাবঃ (অভিপ্রায়ঃ) বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে প্রকার-ভেদে ভক্তিযোগ বহুভাবে প্রকাশিত ; পুরুষের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-বৃত্তিভেদে অভিপ্রায় ভেদ অর্থাৎ ফলসঙ্কল্পভেদ বশতঃ ভক্তিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যনেন নির্গুণায়া ভক্তেরুক্তত্বাদিহ প্রথমং সগুণাং ভক্তিং লক্ষয়িতুমাহ, ভক্তিযোগঃ এক এব ভাবিনি ভাবোঽভিপ্রায়স্তদ্বতি পুরুষে মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈর্বহুবিধো ভাব্যতে চিন্ত্যতে জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। স চ ভাবঃ স্বভাবভূতা যে গুণাস্তম আদয়স্তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন বিভিদ্যতে নানা-বিভেদবান্ ভবতি, ভক্তিঃ স্বরূপতো নির্গুণাপি পুংসাং স্বাভাবিক-তম আদিগুণোপরক্তা সতী তামসাদি নাম-ভিঃ সগুণা ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্' (৩।২৫।৩২)—ইত্যাদি শ্লোকে নির্গুণা ভক্তি উক্ত হইয়াছে, এখানে প্রথমতঃ সগুণা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—'ভক্তিযোগঃ' ইতি, ভক্তিযোগ একই, তাহা 'ভাবিনি' অর্থাৎ নানাপ্রকার অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে, 'মার্গৈঃ'—প্রকারবিশেষের দ্বারা বহুবিধ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, (অর্থাৎ বিভিন্ন অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষ বহুবিধ চিন্তা করিয়া থাকে)। সেই ভাব (ভক্তি) পুরুষের স্বভাবভূত তমঃ আদি যে গুণ-সমূহ, তাহাদের 'মার্গেণ'—মার্গ অর্থাৎ বৃত্তিভেদে নানাপ্রকার ভেদযুক্ত হইয়া থাকে। ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও পুরুষের স্বাভাবিক তমঃ আদি গুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া তামসী প্রভৃতি নামে সগুণা হয়—এই ভাব ॥ ৭ ॥

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা ।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যম্ এব বা (চ) অভিসন্ধায় (সঙ্কল্প্য) সংরম্ভী (ক্রোধী) ভিন্নদৃক্ (ভেদদর্শী) যঃ (পুরুষঃ) ময়ি (পরমেশ্বরে) ভাবং

(ভক্তিং) কুর্য্যাৎ, সঃ (ত্রিবিধঃ অপি) তামসঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ক্রোধী, ভেদদর্শী পুরুষ হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের উদ্দেশে আমার প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি 'তামসভক্ত' বলিয়া কথিত হয় ॥৮॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং তামসীং ভক্তিং লক্ষয়ন্ ভক্তিস্তামসী স্যাদিতি বক্তুমনৌচিত্যং পরামৃশন্ তদ্বান্ পুরুষ এব তামসাদিশব্দৈরুচ্যত ইত্যাহ--অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য। সংরম্ভী ক্রোধী ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী স্বস্মিন্নিব পরস্মিন্নপি সুখদুঃখং সমানং ন পশ্যতীতি নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। যো ময়ি ভাবং ভক্তিং কুর্য্যাৎ স ত্রিবিধোঽপি তামসঃ। অস্যাস্তামস্যা ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যং স্পষ্টমুক্তং, বৃহন্নারদীয়ে "যথা—যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্। ফলবৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা। যোঽর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা। নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসমধ্যমা। দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধয়া যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্। শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা।" এবং রাজস্যাঃ সাত্ত্বিক্যাশ্চ ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ তামসীভাবযুক্তা ভক্তির লক্ষণ বলিতে, 'ভক্তি তামসী হয়'—এইরূপ বলা সঙ্গত নয়, ইহা চিন্তা করিয়া, তদ্‌যুক্ত (অর্থাৎ তামসভাবযুক্ত) পুরুষই তামস আদি শব্দের দ্বারা কথিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'অভিসন্ধায়', অর্থাৎ হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্য সঙ্কল্প করিয়া। সংরম্ভী বলিতে ক্রোধী, 'ভিন্নদৃক্'—ভেদদর্শী, যিনি নিজের মত অপর জনেও সুখ ও দুঃখ সমান দেখেন না, অর্থাৎ অনুকম্পাহীন, এই অর্থ। এইরূপভাবে যে আমাতে ভক্তি করে, তাদৃশ তামস ব্যক্তিও তিন প্রকার। এই তামসী ভক্তির ত্রৈবিধ্য স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে বৃহন্নারদীয়ে, যথা—"যে ব্যক্তি অপরের বিনাশের নিমিত্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির ভজনা করে, তাহা ফলপ্রাপ্ত হইলেও হে পৃথিবীপতি! সেই ভক্তি তামসাধমা (অধম তামস বলিয়াই কথিত হয়)। আর কৈতব (কপটতা) বুদ্ধিতে স্বৈরিণী নারী যেমন স্বপতিকে ভজনা করে, সেইরূপ যিনি জগৎপতি নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, সেই ভক্তি মধ্যম তামস। আর, দেবপূজা-পরায়ণ অপরকে দেখিয়া যিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, হে মহীপতি! শ্রবণ কর, সেই ভক্তি উত্তম তামস (অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট)।" এইপ্রকার রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভক্তিরও ত্রৈবিধ্য বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাব স রাজসঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—বিষয়ান্ যশঃ (সৎকীর্ত্তিম্) ঐশ্বর্য্যং (ধনাদি) এব বা অভিসন্ধায় (সঙ্কল্প) পৃথগ্ভাবঃ (ভেদদর্শী) যঃ অর্চ্চাদৌ (প্রতিমাদৌ) মাম্ অর্চ্চয়েৎ সঃ রাজসঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিষয়, যশঃ, ঐশ্বর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি 'রাজস ভক্ত' ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথক্ মত্তোঽন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব স্পৃহা যস্য সঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃথক্-ভাবঃ'—পৃথক্ অর্থাৎ আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতেই স্পৃহা যাহার (তাদৃশ ব্যক্তি রাজস ভক্ত) ॥ ৯ ॥

মধ্ব—তদ্রূপাণাং পৃথগ্ ভাবঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মনির্হারং (পাপক্ষয়ম্) উদ্দিশ্য পরস্মিন্ (পরমেশ্বরে) বা তদর্পণং (কর্ম্মার্পণং যথা স্যাৎ তথা ভগবৎপ্রীতিম্ উদ্দিশ্য) যষ্টব্যম্ ইতি (বিধিসিদ্ধিমুদ্দিশ্য) বা (যঃ) পৃথগ্ভাবো (ভেদদর্শী মাং) যজেৎ (পূজয়েৎ) সঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আবার যিনি পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ অথবা 'ভগবদর্চ্চন কর্তব্য' এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মনির্হারং কর্ম্মক্ষয়ং উদ্দিশ্য যো যজেৎ যস্য ভক্তেঃ কর্ম্মক্ষয় এব প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। পরস্মিন্ পরমেশ্বরে তদর্পণং তস্য কর্ম্মণোঽর্পণং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা যো যজেৎ স্বধর্ম্মার্পণপ্রচুরাং শ্রবণাদি-

ভক্তিং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যষ্টব্যং সর্ব্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্বাশ্রমকর্ম্মবত্তদ্-যজনমিতি বুদ্ধ্যৈব স্বাশ্রমধর্ম্মাচরণপূর্ব্বকং যো যজেৎ পৃথগ্‌ভাবঃ ভক্তেঃ পৃথগ্‌ভূতে মোক্ষে ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য সঃ। এবমেষাং নববিধৈব সকামা যথোত্তরা-ধিক্যা জ্ঞেয়া। তত্র সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞানং জনয়তি, তত্রাপি জ্ঞানস্য গুণভাবে স্বপ্রাধান্যে জ্ঞান-মিশ্রাভিধানা শান্তিরতিং নির্গুণামেবোৎপাদয়তি, জ্ঞানস্য প্রাধান্যে স্বয়ং তদঙ্গভূতা তু সাযুজ্যমুক্তিমেব কস্যচি-দশ্বমেধাদিসফলকর্ম্মার্পণবতী ভক্তির্ন তু কর্ম্মার্পণময়ী সুখৈশ্বর্য্যময়ং সালোক্যমোক্ষং নিষ্ফলকর্ম্মার্পণবতী তু শান্তিরতিং রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ ভক্তেঃ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্ত্যভাবে প্রায়স্তত্তৎফলমেব ফলং ভক্তিমহিম্না কিঞ্চিদধিকমপি ফলপ্রাপ্তৌ সত্যামপি কস্যচিদ্ভক্তিসত্ত্বে তু 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামিত্যাদি' দৃষ্ট্যা সাপি কালে নির্গুণৈব স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্ম-নির্হারং'—কর্ম্মক্ষয় উদ্দেশ্য করিয়া যিনি (প্রতিমাদিতে আমার) অর্চ্চনা করেন, অর্থাৎ যাহার ভক্তির কর্ম্মক্ষয়মাত্রই প্রয়োজন, এই অর্থ। 'পরস্মিন্'—পরমেশ্বরে, 'তদর্পণং'—সেই কর্ম্মের অর্পণ (অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল সমর্পণ) যাহাতে হয়, সেইভাবে যিনি অর্চ্চনা করেন, স্বধর্ম্মার্পণ-প্রচুরা শ্রবণাদি ভক্তি যিনি করেন, এই অর্থ। 'যষ্টব্যম্'—সমস্ত কিছুর নিত্যবিধি প্রাপ্তত্ব-হেতু অবশ্যই করণীয় নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্মের ন্যায় যজন (যজ্ঞ করা, পূজা করা)—এই বুদ্ধিতেই, স্বাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ-পূর্ব্বক যিনি অর্চ্চনা করেন, 'পৃথক্‌ভাবঃ'—ভেদদর্শী, অর্থাৎ ভক্তি হইতে পৃথক্‌রূপ মোক্ষে ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় যাঁহার, তিনি (সাত্ত্বিক ভক্ত)। এইরূপ নববিধ সকাম ভক্তগণের মধ্যে যথোত্তর (পর পর) শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে।

তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি কোন কোন ভক্তের জ্ঞান উৎপন্ন করায়, তন্মধ্যেও জ্ঞানের গৌণভাব এবং সাত্ত্বিকীভক্তির প্রাধান্য হইলে জ্ঞানমিশ্রা নামক শান্ত-রতি নির্গুণাই উৎপাদন করায়। কিন্তু জ্ঞানের প্রাধান্য হইলে স্বয়ং সাত্ত্বিকী ভক্তি তাহার অঙ্গভূতা হইয়া সাযুজ্যমুক্তিই (কোন জ্ঞানাভিলাষী ভক্তকে প্রদান করেন), কাহারও অশ্বমেধাদি ফলযুক্ত কর্ম্মার্পণবতী ভক্তি, কিন্তু কর্ম্মার্পণময়ী নহে, সুখৈশ্বর্য্যময় সালোক্য-রূপ মোক্ষ (প্রদান করেন)। কিন্তু নিষ্ফল (ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য) কর্ম্মার্পণবতী ভক্তি শান্তি-রতি (প্রদান করেন)। রাজসী ও তামসী ভক্তির ফলপ্রাপ্তি হইলে, ভক্তির অভাব-বশতঃ প্রায় সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। ভক্তির মহিমায় কিছুটা অধিকও ফলপ্রাপ্তি হইলেও, কাহারও ভক্তি-সদ্ভাবে কিন্তু "সত্যং দিশত্যর্থিত-মর্থিতো নৃণাম্" (৫।১৯।২৬), অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন—ইহা সত্য, কিন্তু পরমার্থ দান করেন না। সেইজন্যই বাঞ্ছিত বস্তু লাভের পরও লোকে বারবার প্রার্থনাই করিয়া থাকে। আর যাঁহারা তাঁহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাদের স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরিপূরক নিজ পাদপল্লব দান করিয়া থাকেন। —ইত্যাদি দৃষ্টান্তানু-সারে সেই ভক্তিও কালক্রমে নির্গুণাই হইয়া থাকে —ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মধ্ব—অপৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ।

অজ্ঞোঽর্চ্চয়েদ্দেবার্চ্চায়ামন্যথা দোষবান্ ভবেৎ।
জ্ঞস্ত্বর্চ্চয়ন্ স গুণবানন্যথা দোষবান্ন তু ॥

ইতি কাপিলেয়ে ॥ ১০ ॥

———

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (মদ্‌গুণানাং ভক্ত-বাৎসল্যাদীনাং শ্রবণমাত্রেণ) সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্ব-সাক্ষিণি) ময়ি পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্না (সন্ততা) অহৈতুকী (হেতুঃ ফলান্তরাভিসন্ধিঃ কারণং তদ্রহিতা ফলানুসন্ধানশূন্যা) অব্যবহিতা (ভেদদর্শনরহিতা) গঙ্গাম্ভসঃ (গঙ্গায়াঃ অম্ভসঃ জলস্য) অম্বুধৌ (সমুদ্রে) যথা (গতিঃ ভবতি তথা) মনোগতিঃ (তদ্রূপা) যা ভক্তিঃ (প্রীতিঃ) সা হি নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণং (স্বরূপম্) উদাহৃতং (কথিতম্) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ,

এতদ্ভিন্ন নির্গুণ শুদ্ধভক্তি আছে। আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণরহিতা ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যত্র লক্ষিতামেব নির্গুণাং ভক্তিং সুখবোধার্থং পুনর্লক্ষয়তি। মদ্গুণশ্রবণমাত্রেণৈব ময্যেব সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিত্বেন সুখধ্যেয়মূর্ত্তৌ শ্রীপুরুষোত্তমে মনসো গতিরবিচ্ছিন্না ভবতি। যথা অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতি হেতোরেতদর্থমেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণমুদাহৃতমিত্যন্বয়ঃ। যতো নির্গুণশ্রবণাদিভক্তিযোগেনৈব ময়ি মনোগতিরবিচ্ছিন্না ভবেদতো ভক্তিযোগস্য লক্ষণমুদাহৃতমিতি ফলিতোঽর্থঃ। অম্বুধিনা স্বলহরীভিঃ পরাবর্ত্তিতস্যাপ্যম্ভসো যথা অম্বুধাবেব গতিস্তথা, ময়াপি পারমেষ্ঠ্য-সার্ষ্টি-সালোক্যাদি-ফলৈঃ প্রলোভিতস্যাপি তস্য ময্যেব গতিরিতি। এবঞ্চ ভক্তমনসো গঙ্গাজলদৃষ্টান্তেন দ্রৌত্য-শৈত্য-পাবিত্র্য-জগৎপূজ্যত্বাদীন্যুক্তানি। তদেব লক্ষণং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ অহৈতুকী হেতুঃ কারণং—ফলান্তরাভিসন্ধিশ্চ তদ্রহিতা স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বতঃফলরূপত্বাচ্চ নেয়ং জ্ঞানযোগাদিবদিতি ভাবঃ। সাধুসঙ্গপ্রেম্নোস্তু প্রথম-দ্বাদশ-ভূমিকত্বান্ন তয়োর্হেতুত্বফলত্বে বস্তুত ইতি প্রথমস্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতং। অব্যবহিতা জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা যা ভক্তিঃ সৈব নির্গুণেত্যর্থঃ। ভক্তেরাস্পদ-শ্রদ্ধানিবাস-সুখাদীনামপি নির্গুণত্বং 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইতি, 'মৎসেবায়ান্তু নির্গুণমিতি' 'নির্গুণং মদপাশ্রয়মিত্যেকাদশ-স্কন্ধাজ্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্' (৩।২৫।৩২)—ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিতা নির্গুণা ভক্তি সুখবোধের (সহজে অবগতির) নিমিত্ত পুনরায় বর্ণনা করিতেছেন—'মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ', আমার গুণ (লীলা) শ্রাবণ-মাত্রেই (কোনরূপ ফলানুসন্ধান না করিয়া), 'সর্ব্বগুহাশয়ে'—সকলের অন্তঃকরণে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত সুখ-ধ্যেয়মূর্তি শ্রীপুরুষোত্তম আমাতেই মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি হয়, যেমন সাগরের প্রতি গঙ্গাসলিলের গতি—এই হেতুই, অর্থাৎ এই প্রয়োজনেই, (নির্গুণ) ভক্তিযোগের লক্ষণ উক্ত হইল—ইহার সহিত অন্বয় হইবে। যেহেতু নির্গুণ শ্রবণাদি ভক্তিযোগের দ্বারাই আমাতে মনের গতি অবিচ্ছিন্না (সন্ততা, প্রবাহরূপা) হয়, অতএব ইহাই ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইল—এই ফলিতার্থ। যেমন সমুদ্র কর্ত্তৃক নিজ তরঙ্গের দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তিত (ফেরান) হইলেও জলরাশির সমুদ্রের প্রতিই গতি হয়, তদ্রূপ আমা কর্ত্তৃকও পারমেষ্ঠিত্ব, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য প্রভৃতি ফলের দ্বারা প্রলোভিত হইলেও সেই ভক্তের গতি আমাতেই (ভগবানেই) হইয়া থাকে। এই প্রকার গঙ্গাজলের সহিত দৃষ্টান্তের দ্বারা, ভক্ত-মনের দ্রবীভূতত্ব, শীতলতা, পবিত্রতা, জগৎপূজ্যত্ব প্রভৃতি উক্ত হইল।

অতএব সেই নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ কি? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অহৈতুকী', হেতু বলিতে কারণ এবং (ভক্তি ব্যতীত) অন্য ফলের অভিলাষও বর্জ্জিতা, স্বপ্রকাশত্ব ও স্বাভাবিক ফলরূপত্ব-হেতু ইহা জ্ঞান ও যোগাদির ন্যায় নহে, এই ভাব। সাধুসঙ্গ এবং প্রেমের কিন্তু প্রথম এবং দ্বাদশ ভূমিকত্ব-হেতু উভয়ের (অর্থাৎ সাধুসঙ্গ বা প্রেমের) বাস্তবিক পক্ষে হেতুত্ব বা ফলত্ব হইতে পারে না, ইহা প্রথম স্কন্ধেই (১।২।৬ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'অব্যবহিতা'—বলিতে জ্ঞান ও কর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা যে ভক্তি, (অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্যা এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা যাহা অনাবৃতা) তাহাই নির্গুণা ভক্তি—এই অর্থ। ভক্তির আস্পদ শ্রদ্ধা, নিবাস ও সুখাদিরও নির্গুণত্বই। 'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ', অর্থাৎ আমার আশ্রিত যাহা কিছু, সমস্তই নির্গুণ, এবং 'মৎসেবায়ান্তু নির্গুণম্'—আমার সেবাতে ভক্তও নির্গুণ সুখই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধ (১১।২৫।২৯) হইতে জানিতে হইবে ॥১১-১২॥

তথ্য—আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ]

শুদ্ধভক্তি হইতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

*　　　*　　　*

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলর্য্যাং ১১অ, ধৃতবাক্যম্]

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

[ঐ পূর্ব্ববিভাগ দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১৬শ শ্লোকঃ]

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

ভাঃ ১।২।৬; ১।৭।১০; ২।১।৯-১০; ৩।১৫।৪৮-৪৯; ৪।২০।২৪; ৫।১৪।৪৪; ৬।১১।২৫; ৬।১৭।২৮; ৬।১৮।৭৪; ৭।৬।২৫; ৭।৮।৪২; ৮।৩।২০; ৯।৪।৬৭; ১০।১৬।৩৭; ১০।৮৭।২১; ১১।২০।৩৪; ১১।১৪।১৪; ১২।১০।৬ দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ।
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥

হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণব্যূহ-স্তবে চ—

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

তত্রৈব—

পুনঃ পুনর্ব্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণোর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহলাদং তং নমাম্যহম্ ॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দ্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥

অতএব প্রসিদ্ধং শ্রীহনুমদ্বাক্যম্—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্ত স্তোত্রে—

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
তৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দয়িতাং মম ॥
মোক্ষসালোক্যসারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর।
ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টকে ৪র্থ শ্লোকঃ—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৫ম শ্লোকঃ—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(কুলশেখর)

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥
নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

১১-১২ ॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—জনাঃ (নিষ্কামভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা (অন্যৎ) সালোক্য-সার্ষ্টি-সমীপ্য-সারূপ্যৈকত্বং (ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং সালোক্যং, সমানৈশ্বর্য্যং সার্ষ্টিং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্) উত অপি, দীয়মানম্ (অপি) ন গৃহ্ণন্তি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান

রূপতা), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতি দৃষ্টান্ত-ব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টয়ন্নুক্তলক্ষণভক্তিমতাং জনানাং নিষ্কামত্বং কৈমুত্যন্যায়েনাহ—সালোক্যং ময়া সহৈ-কস্মিল্লোঁকে বাসম্। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যম্। সামীপ্যং নিকটবর্তিত্বম্। সারূপ্যং সমানরূপত্বম্। একত্বং সাযুজ্যম্। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎ-কামনেতি ভাবঃ। মৎসেবনং বিনেতি কেচিদ্‌গৃহ্ণন্তি চেন্মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুদ্রের প্রতি গঙ্গার জল-রাশির গতি'—এই দৃষ্টান্তের ব্যঞ্জিতার্থ বিশদভাবে বলিতে সেই নির্গুণলক্ষণ ভক্তিমান্ জনগণের নিষ্কা-মত্ব কৈমুত্য ন্যায়ের দ্বারা বলিতেছেন—'সালোক্য' বলিতে আমার (ভগবানের) সহিত একই লোকে বাস। 'সার্ষ্টি' বলিতে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য। সামীপ্য—আমার নিকটে অবস্থান। সারূপ্য—আমার সমান-রূপতা। একত্ব—বলিতে সাযুজ্য। 'উত'—অর্থাৎ এই সকল মুক্তি প্রদান করিলেও (অর্থাৎ দিতে চাহিলেও), আমার ভক্তগণ গ্রহণ করেন না, আর কি করিয়া তাহার অভিলাষে যুক্ত হইবেন—এই ভাব। 'মৎসেবনং বিনা'—আমার সেবা ব্যতিরেকে (কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না, সাযুজ্য ভিন্ন) অন্যান্য সালোক্যাদি কেহ কেহ যদি বা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার সেবার নিমিত্তই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

———

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব ভক্তিযোগাখ্যঃ আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভবঃ, চরমকাষ্ঠাম্ আপন্নঃ) উদাহৃতঃ, যেন (ভক্তিযোগেন, পুরুষঃ) ত্রিগুণং (সংসারম্) অতিব্রজ্য মদ্ভাবায় (ব্রহ্মভূতত্বায়) উপপদ্যতে (কল্প্যতে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিমিতি তর্হি ভজন্তে? ভক্তেরেব পরম-ফলত্বাদিত্যাহ—স এবেতি। অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভব আত্যন্তিকঃ। নন্বাত্যন্তিকশব্দেন সাযুজ্যমুচ্যত ইত্যাহ—ভক্তিযোগাখ্যঃ ভক্তিযোগনামায়ং ততোঽপ্যধিকং—ফলমিত্যর্থঃ। অতএবাপবর্গশব্দেন কুচিদ্ব্রহ্মণি নির্ব্বাণশব্দেন চায়মুচ্যতে; যদুক্তং পঞ্চমে—"অপ-বর্গশ্চ ভবতি; যোঽসৌ ভগবত্যনন্যনিমিত্তভক্তিযোগ-লক্ষণ" ইতি, সপ্তমে চ;—'অধোক্ষজালম্ভমিহেত্যাদৌ তদ্ব্রহ্ম নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ' ইতি, "হরাবৈকান্তিকীং ভক্তিং মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ" ইতি পুরাণান্তরে চ; "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি গোপালতাপনী-শ্রুতিশ্চ। ননু ত্রিগুণময়াদ্বন্ধাৎ মোক্ষ এব পরমফলং প্রসিদ্ধং, সত্যং, তত্তু ভক্ত্যাবানুষঙ্গিকমিত্যাহ—যেন ভক্তিযোগেন অতিব্রজ্য অতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্যেতি যাবৎ। মচ্চরণাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ত্রিগুণাত্মক-সংসারসিন্ধো-র্গোষ্পদায়মানত্বে জাতে তদুল্লঙ্ঘনমনুসন্ধানং বিনৈব ভবতীতি ভাবঃ। মদ্ভাবায় মদ্বিষয়কপ্রেম্নে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কিজন্য ভক্তগণ ভগবানের ভজনা (সেবা) করেন? তাহাতে বলিতেছেন—ভক্তিরই পরমফলত্ব-হেতু অর্থাৎ ভক্তিই পরম ফলরূপা, ইহা বলিতেছেন—'স এব' ইতি, অর্থাৎ এই প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিকী ভক্তি (পরম পুরুষার্থ) বলা যায়। 'আত্যন্তিকঃ'—'অত্যন্তে' সকলের অন্তে যাহা 'ভব' উৎপন্ন—আত্যন্তিক, (অর্থাৎ চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত, পরম পুরুষার্থ—এই অর্থ)। দেখুন—আত্যন্তিক শব্দে 'সাযুজ্য' মুক্তি বুঝায়, তাহাতে বলিতেছেন—'ভক্তি-যোগাখ্যঃ'—ভক্তিযোগ নামক ইহা, সেই সাযুজ্য মুক্তি হইতেও অধিক ফলরূপ—এই অর্থ। অতএব এই ভক্তিযোগকে 'অপবর্গ'—শব্দের দ্বারা এবং কোথাও ব্রহ্মস্বরূপে 'নির্ব্বাণ'—শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যথা পঞ্চম স্কন্ধে (৫।১৯।১৯)—ভারত-বর্ষের নরগণের সাধনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—"এই ভারতবর্ষে অপবর্গও হইয়া থাকে। হে রাজন্!

অপবর্গ কিপ্রকারে লাভ হয়, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর—যখন বিষ্ণুভক্ত পুরুষের সহিত প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গলাভ হয় (যদা হি মহাপুরুষ-প্রসঙ্গঃ), তখন ভগবান্ বাসুদেব, যিনি ভূতসকলের আত্মা, রাগাদি-রহিত, বাক্যের আগোচর, অনাধার, অতএব পরমাত্ম-স্বরূপ, তাহাতে অহৈতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষস্বরূপ (অপবর্গ), যেহেতু নানা গতির নিদান যে অবিদ্যা-গ্রন্থি, তাহার ছেদন হয়।" ইতি। সপ্তম স্কন্ধে (৭।৭।৩০)—"অধোক্ষজালম্ভম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রহলাদ দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন—"হে বন্ধুগণ! অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি-দূষিত আত্মবান্ পুরুষদিগের সংসার নাশের উপায় এবং তাহাই 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-সুখং', অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয়রূপ মোক্ষ ও তাহাই সুখ, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের উপাসনা কর।" ইতি। পুরাণান্তরেও দৃষ্ট হয়—"হরাবৈকান্তিকীং ভক্তিং" ইত্যাদি, অর্থাৎ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন—শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তিই মোক্ষ। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"ভক্তি-রস্য ভজনম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজনই (সেবাই) ভক্তি, তাহা ইহ জগতের এবং পর জগতের ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া, ঐ ভগবানেই চিত্ত-সমর্পণরূপ, ইহাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলে। যদি বলেন—দেখুন, ত্রিগুণময় বন্ধন হইতে মুক্তিই পরম ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে? তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু সেই মোক্ষরূপ পরমফল ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, ইহাই বলিতেছেন—'যেন'—যে ভক্তি-যোগের দ্বারা ত্রিগুণ (গুণত্রয়ের ভাব, অর্থাৎ গুণত্রয়ের কার্য্য সুখ, দুঃখ, মোহময় সংসার) 'অতিক্রম্য'—অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমার (ভগবানের) চরণ আশ্রয়-মাত্রেই (তাহার দ্বারাই) ত্রিগুণাত্মক সংসাররূপ সিন্ধু গোষ্পদ-তুল্য হইয়া যায়, তাহার উল্লঙ্ঘন অনুসন্ধান বিনাই হইয়া থাকে—এই ভাব। 'মদ্ভাবায়'—মদ্বিষয়ক প্রেম-লাভে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

———

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যশঃ (নিত্যং) নিষেবিতানিমিত্তেন (সম্যক্ অনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন) মহীয়সা (শ্রদ্ধাদিযুক্তেন) শস্তেন (নিষ্কামেণ) নাতি-হিংস্রেণ স্বধর্ম্মেণ (নিত্যনৈমিত্তিকেন) ক্রিয়াযোগেণ (পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজাপ্রকারেণ) মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ (মদ্ধিষ্ণ্যং মৎপ্রতিমাদি তস্য দর্শনা-দিভিঃ) ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেন (ধৈর্য্যেণ) অসঙ্গমেন (বৈরাগ্যেণ) চ মহতাং (সাধূনাং) বহুমানেন, দীনানাং (বিষয়ে) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) আত্মতুল্যেষু মৈত্র্যা চ এব যমেন (হিংসাস্তেয়ানৃত-বর্জ্জনাদিনা) নিয়মেন (জপ-পাঠাদিনা) চ আধ্যা-ত্মিকানুশ্রবণাৎ (বেদান্তাদিশাস্ত্রস্য নিত্যং শ্রবণাৎ) মে (মম) নামসংকীর্ত্তনাৎ চ আর্জ্জবেন (অকৌটিল্যেন) আর্য্যসঙ্গেন (সাধুসঙ্গেন) তথা নিরহংক্রিয়য়া (দেহাদৌ আত্মাভিমানরাহিত্যেন) চ মদ্ধর্ম্মণঃ (ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ) পুরুষস্য এতৈঃ (পূর্ব্বশ্লোকেষু উক্তৈঃ) গুণৈঃ পরিসং-শুদ্ধঃ আশয়ঃ (নির্ম্মলং চিত্তং) (শ্রুতমাত্রগুণং শ্রুতমাত্রঃ গুণঃ যস্য তং) মাম্ অঞ্জসা (অপ্রযত্নেনৈব) অভ্যেতি হি ॥ ১৫-১৯ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, এবম্ভূত ভক্তের সাধনসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। ফলাভিসন্ধানরহিত ভক্ত্যনু-কূল নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মের সম্যক্রূপ যাজন, নিত্য শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে নিষ্কাম ও হিংসাদিরহিত পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রকথিত পূজা, স্তব, বন্দনা, সর্ব্বভূতে আমার ভাব-চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহতের সম্মাননা, দীনের প্রতি কৃপা-প্রকাশ, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বশীকরণ, সাধুগুরুর নিকট হইতে আত্মতত্ত্বশ্রবণ, আমার নামসঙ্কীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ, নিরহঙ্কার—এই সকলের দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার চিত্ত বিশেষরূপে নির্ম্মল হয়

এবং সেই নির্ম্মল চিত্তে আমার গুণশ্রবণমাত্রে অনায়াসে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হন ।। ১৫-১৯ ।।

বিশ্বনাথ—অস্যা ভক্তেরঙ্গান্যাহ—নিষেবিতশ্চাসৌ অনিমিত্তরূপশ্চেতি তেন পূর্ব্বপূর্ব্বৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্নিষেবিতোঽঙ্গীকৃতো যঃ স্বধর্ম্মস্তেনেত্যর্থঃ। স চ স্মৃতিশাস্ত্রোক্তপ্রমাণৈর্মৃজ্জলাদিভির্দেহ-বস্ত্রপাত্রাদিদ্রব্যশুদ্ধি-বিধিরূপো নির্মন্ত্রক এব জ্ঞেয়স্তেন মহীয়সা অর্চ্চনাদি-ভক্ত্যুপযোগিত্বাৎ প্রশস্তেন। ব্যাখ্যান্তরে 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ ইতি', "ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ সংত্যজ্য" ইত্যাদি-ভগবদুক্তিবিরোধস্তথাত্র নিষেবিতপদস্য বৈয়র্থ্যঞ্চ স্যাৎ। ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজাপ্রকারেণ শস্তেন উত্তমদেশাদিমতা, নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসা-রহিতেনেত্যতিশব্দেন ভগবন্মন্দিরমার্জ্জন-লেপনতদর্থা-ন্নাদিবিবিধ-নৈবেদ্যসাধনাদিষ্বতিদুর্ব্বারদুর্লক্ষ্য-সূক্ষ্ম-জীবহিংসনং শাকপত্র-মূলফলাদিত্রোটনাদাবপি ন ক্ষতিরিতি জ্ঞাপিতঃ। সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ, অসঙ্গেন দুঃসঙ্গ-ত্যাগেন। আধ্যাত্মিকস্য অন্তঃকরণভাবস্য দোষস্য গুণস্য চ অনুশ্রবণাৎ, অন্তঃকরণস্য ভক্তৌ প্রবর্ত্তনার্থং তদ্দোষগুণাবশ্যশ্রোতব্যৌ। দম্ভাদ্যন্তঃকরণদোষস্য স্বস্মিন্ বর্ত্তমানত্বজ্ঞানে সতি 'দম্ভং মহদুপাসয়া জয়েদি'ত্যাদিবিধৌ ভক্তাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিত্যেতদর্থঞ্চ। মদ্বিষয়কশ্রবণকীর্ত্তনাদিরেব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয়ো যস্য তস্য পুরুষস্য আশয়ো মনঃ। শ্রুতমাত্রগুণং মামেতীতি 'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণে'ত্যুক্তলক্ষণং সাধ্যং ভক্তিযোগং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ ।। ১৫-১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিতেছেন—'নিষেবিত'-ইত্যাদি। নিষেবিত (অনুষ্ঠিত) যে অনিমিত্তরূপ (অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত) স্বধর্ম্ম, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব (প্রাচীন) শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়াছে যে ধর্ম্ম (নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম), তাহার দ্বারা, এই অর্থ। সেই ধর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুসারে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির দ্বারা দেহ, বস্ত্র, পাত্রাদি দ্রব্যের শুদ্ধির বিধানরূপ নির্মন্ত্রকই (মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়াই) জানিতে হইবে, সেইরূপ স্বধর্ম্মের দ্বারা। 'মহীয়সা' —অর্চ্চনাদি ভক্তির উপযোগিতা বলিয়া যাহা প্রশস্ত, তাহার দ্বারা। এইস্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে, 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণঃ' (৩।২৫।২২) ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার ভক্তগণ—একাগ্রচিত্তে আমাতে দৃঢ়তর ভক্তি সংস্থাপন-পূর্ব্বক আমার প্রীতির নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম—এমন কি, আবশ্যক হইলে, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন। এইরূপ "ময়া-দিষ্টানপি স্বকান্ সংত্যজ্য" (১১।১১।৩২), অর্থাৎ স্বীয় গুণ ও দোষসকল বিদিত হইয়া, আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম (অর্থাৎ যথার্থ সাধুশ্রেষ্ঠ)—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তির বিরোধ হয় এবং এখানেও 'নিষেবিত' পদের বৈয়র্থ্যই হইয়া পড়ে। 'ক্রিয়াযোগেন'—ক্রিয়াযোগ বলিতে পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত পূজাপ্রকারের দ্বারা। 'শস্তেন' —বলিতে (শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ) উত্তম দেশাদি যুক্ত (স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ অর্চ্চনাপ্রকারের দ্বারা)। 'নাতি-হিংস্রেণ'—অতিশয় হিংসারহিতের দ্বারা, এখানে অতি-শব্দের দ্বারা—শ্রীভগবানের মন্দির মার্জ্জন, লেপন, তাঁহার নিমিত্ত অন্নাদি বিবিধ নৈবেদ্য সাধনাদি কর্ম্মে এবং শাক, পত্র, ফল-মূলাদির ছেদ-নাদি কার্য্যসকলেও অতি দুর্ব্বার ও দুর্লক্ষ্যণীয় সূক্ষ্ম জীবের (অনিচ্ছাকৃত সামান্য) হিংসা ক্ষতিকর হয় না—ইহা জানান হইল। 'সত্ত্বেন'—বলিতে ধৈর্য্য-সহকারে। 'অসঙ্গেন'—অসঙ্গ বলিতে দুঃসঙ্গ পরি-হারের দ্বারা। (এখানে 'অসঙ্গমেন'—এই পাঠে বৈরাগের দ্বারা, এই অর্থ)।

'আধ্যাত্মিকানুশ্রবণাৎ—আধ্যাত্মিকের বলিতে অন্তঃরকরণের ভাবের, অর্থাৎ দোষ ও গুণের নিরন্তর শ্রবণ-বশতঃ, ভক্তিতে অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তাহার দোষ ও গুণ অবশ্যই শ্রবণ করিতে হইবে। দম্ভাদি অন্তঃকরণ-দোষ নিজেতে রহিয়াছে বুঝিলে, 'মহতের উপাসনার দ্বারা দম্ভকে (গর্ব্ব, অহঙ্কারকে) জয় করিবে'—ইত্যাদি বিধি থাকায় ভক্তগণ (নিজের দোষ ও গুণ শ্রবণে) প্রবর্ত্তিত হইবেন—এইজন্য এইরূপ উক্ত হইল। মদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-রূপ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় যাঁহার, তাদৃশ পুরুষের 'আশয়ঃ' —মন, 'পরিসংশুদ্ধঃ'—(নির্ম্মল হইয়া থাকে)। 'শ্রুতমাত্রগুণং মাম্ এতি'—(যাঁহার গুণ শ্রুত হই-য়াছে, সেইরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়, এখানে আমাকে বলিতে আমার ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়, এই অর্থ)।

'মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ' (১১ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে)—এই-রূপ উক্তলক্ষণের দ্বারা সাধ্য ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়—এই ভাব ॥ ১৫-১৯ ॥

———

যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বাতরথঃ (বাতং বায়ুঃ রথঃ প্রাপকঃ যস্য সঃ) গন্ধঃ আশয়াৎ (স্থানাৎ পুষ্পাদেঃ) যথা ঘ্রাণম্ আবৃঙ্‌ক্তে (আত্মসাৎ করোতি) এবং (তথা) যোগরতম্ অবিকারি (সমং) যৎ চেতঃ (তৎ) আত্মানং (পর-মাত্মানং মাম্ আত্মসাৎ করোতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত গন্ধ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান পুষ্পাদি হইতে গন্ধবহযোগে আগমন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, তদ্রূপ ভক্তিযোগযুক্ত শান্তচিত্ত পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রযত্নং বিনৈব প্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ । বাতো রথঃ প্রাপকো যস্য স গন্ধ আশয়াৎ স্বস্থানাৎ সকাশাৎ ঘ্রাণং নাসিকাং আবৃঙ্‌ক্তে ভজতে প্রাপ্নোতি । এবং ভক্তিযোগযুক্তং চেতঃ আত্মানং পরমাত্মানম্ । যথা বাতঃ পদ্মাকরস্থং গন্ধং নাসিকাং প্রাপয়তি তথৈবায়ং ভক্ত্যঙ্গসমুদায়ো যোগরতং ভক্তিযোগনিষ্ঠং চিত্তং পরমেশ্বরং প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রযত্ন ব্যতিরেকেই প্রাপ্তিতে দৃষ্টান্ত—'যথা বাতরথঃ', ইত্যাদি । বাত অর্থাৎ বায়ু হইতেছে রথ বলিতে প্রাপক যাহার, সেই গন্ধ নিজ স্থান হইতে নাসিকাকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত গন্ধ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে সমীরণ-যোগে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে), সেইরূপ ভক্তিযোগ-যুক্ত চিত্ত (অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তের ভক্তিযুক্ত অবিকারী চিত্ত) আত্মানং—আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় । যেমন বায়ু পদ্মসমূহের গন্ধ নাসিকাকে প্রাপণ করায়, সেইরূপ এই ভক্তির অঙ্গসমুদয়, 'যোগ-রতং'—অর্থাৎ ভক্তিযোগ-নিষ্ঠ চিত্তকে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেরণ করিয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ২০ ॥

———

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু সদা অবস্থিতঃ ভূতাত্মা (তেষাং ভূতানাম্ আত্মা চ অস্মি)। তং (মাম্) অবজ্ঞায় (তত্র মম দৃষ্টিম্ অকৃত্বা) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীলঃ দেহাত্মাভিমানী) অর্চ্চাবিড়ম্বনং (অর্চ্চা এব বিড়ম্বনং অনুকরণং) কুরুতে (অর্চ্চায়াম্ এব মাম্ অর্চ্চতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় । প্রাকৃত ভক্তের কেবল প্রতিমাদি-নিষ্ঠা নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—) মাতঃ, আমি অন্তর্য্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত ; যে মর্ত্ত্যজীবসমূহ আমার অধিষ্ঠানভূত প্রাণিসমূহে কার্ষ্ণবুদ্ধি না করিয়া বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার অবজ্ঞাই করা হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চৈতাদৃশীমপি ভক্তিমপরাধ এব সঙ্কোচয়তি স চাপরাধঃ প্রায়ো মহদবজ্ঞানমূলক এব তে চ মহান্তো লোকে দুর্লক্ষ্যা অপি বহবস্তিষ্ঠন্ত্যতস্তদ-পরাধাভাবার্থং সর্ব্বভূতান্যেব স্বেষ্টদেবাধিষ্ঠানবুদ্ধ্যা সম্মাননীয়ানি তদভাবে শ্রীভগবদ্বিগ্রহসেবাপি ন সম্যক্ ফলদেতি বদন্নীশ্বরত্বাৎ প্রাণিসম্মাননমকুর্ব্বতে স্বভক্তায় হিতকারিত্বেন বাৎসল্যাৎ কুপ্যন্নিব শ্রীকপিলদেব আহ —অহমিত্যাদি ষড়্‌ভিঃ । তত্রাবজ্ঞোপেক্ষা-দ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভির্নিষিধ্যন্তে । অর্চ্চা মৎপ্রতিমা তস্যাং মৎপূজনং মদ্বিড়ম্বনমেব কুরুতে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এতাদৃশী ভক্তিকেও অপরাধই সঙ্কোচিত করিয়া থাকে, এবং সেই অপরাধ প্রায়শঃ মহতের শ্রীচরণে অবজ্ঞা-বশতঃই ঘটিয়া থাকে । আর সেই মহাত্মগণ জগতে দুর্লক্ষণীয় হইলেও (অর্থাৎ অজ্ঞজনের দৃষ্টির অগোচর হইলেও), অনেকেই অবস্থান করিতেছেন । অতএব তাঁহাদের প্রতি যাহাতে অপরাধ না হয়, এইজন্য সকল প্রাণী-কেই নিজের ইষ্টদেবের (শ্রীভগবানের) অধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সম্মান (সমাদর) করা উচিত । তাহার অভাব হইলে (অর্থাৎ মহতের সম্মাননা না করিলে) শ্রীভগবানের বিগ্রহসেবাও সম্যক্ ফলপ্রদা হয় না—

ইহা বলিবার জন্য নিজে ঈশ্বর-হেতু প্রাণিগণের সম্মাননা যাহারা করেন না, তাদৃশ নিজ ভক্তগণের প্রতি হিতকারী বলিয়া বাৎসল্যবশতঃ যেন কুপিত হইয়াই ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। তন্মধ্যে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ ও নিন্দা ক্রমশঃ চারিটি শ্লোকের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। 'অর্চ্চা-বিড়ম্বনং'—অর্চ্চা বলিতে অর্চ্চনীয় আমার প্রতিমা, তাহাতে আমার পূজা করিয়া, আমারই বিড়ম্বনা করিতেছে, (অর্থাৎ আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতেই সতত বিরাজমান আছি, কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমাতে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে ক্ষুদ্রভাবে আমার পূজা করিয়া থাকে)॥ ২১॥

———

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥২২॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মানং (পরমাত্মানং) ঈশ্বরম্ (অন্তর্য্যামিনং) সন্তং (বিদ্যমানং) মাং হিত্বা (উপেক্ষ্য) যঃ মৌঢ্যাৎ (মৌর্খ্যাৎ) অর্চ্চাং (প্রতিমাং) ভজতে (সেবতে) সঃ ভস্মনি এব জুহোতি (তৎকৃতা পূজা ভস্মনি হোমবৎ নিষ্ফলা)॥ ২২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মস্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চ্চা-মূর্ত্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি ভস্মে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—ভস্মন্যেব জুহোতীতি প্রভুত্বাৎ স্বভক্তান্ শিক্ষয়িতুং তান্ প্রতি সতর্জ্জনোক্তিরিয়ং। তথৈব স্বয়ং ভগবতোঽপি "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপ" ইত্যত্র ভৌমইজ্যধীরিত্যুক্ত্বা স এব গোখর ইত্যাক্ষেপঃ। যথৈবাধুনিকা অপি সদ্গুরবঃ প্রিয়মপি স্বশিষ্যং স্বসেবারতমপি ক্বাপ্যন্যত্র হরিভক্তেষ্বপরাধলেশমাত্রং দৃষ্ট্বৈব মৎসেবাং করোষি ভস্ম করোষি মাং দুঃখময়স্যেব কেবলমিত্যাক্ষিপন্তি। বস্তুতস্তু ঋষয়ঃ ক্বাপি নৈবমাহুঃ। যথা—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত" ইতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামিচরণানাম্—ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু চ সুতরামেব ন করোতি প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ। অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যেষা, অত্রাপি বক্ষ্যতে অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদিত্যাদীতি॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভস্মনি এব জুহোতি'—সেই-ব্যক্তি ভস্মেই আহুতি প্রদান করে—ভগবান্ স্বয়ং প্রভু বলিয়া নিজ ভক্তদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ইহা ভৎর্সনার সহিত উক্তি বুঝিতে হইবে। সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও—'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ' (১০।৮৪।১৩) ইত্যাদি শ্লোকে, অর্থাৎ যাহার বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভূমির বিকারভূত প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি, এবং জলমাত্রে তীর্থবুদ্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জনের প্রতি কখনও ঐরূপ আত্মা, আত্মীয়ত্বাদি বুদ্ধি হয় না, সেই ব্যক্তি 'গো-খর', অর্থাৎ গরুগণের মধ্যেও খর, দারুণ (অত্যন্ত অবিবেকী), কিম্বা গাভীদের তৃণাদি ভারভারবহনকারী গর্দ্দভই—এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। যেরূপ আধুনিক কালেও সদ্গুরুগণ প্রিয় হইলেও, নিজ সেবারত হইলেও স্ব-শিষ্যকে, অন্যত্র কোন হরিভক্তগণের প্রতি অপরাধের লেশমাত্র দেখিয়াই—"আমার সেবা করছ, না ছাই করছ, কেবল আমাকে দুঃখই দিচ্ছ"—এইরূপ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ঋষিগণ কোথাও এইরূপ বলেন না, যেমন একাদশে শ্রীহরি নামক যোগীন্দ্রের উক্তিতে—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" ইত্যাদি, অর্থাৎ হরিপ্রাপ্তির নিমিত্ত (সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অবগত না হইয়া), একমাত্র শালগ্রামাদি প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণে পূজা করেন না, অতএব অন্যত্র (গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি প্রভৃতিতে) ত' করেনই না, এই জন্য তাহাকে প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) ভক্ত বলা হয়। প্রাকৃত বলিতে 'কোমল-শ্রদ্ধ,' অর্থাৎ এখনই ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রারব্ধ ভক্তি উত্তমা হইবে—এইরূপ শ্রীল শ্রীধর-স্বামি-চরণের ব্যাখ্যা। এখানেও (২৫ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে) বলিবেন—'অর্চ্চাদৌ অর্চ্চয়েৎ তাবৎ', ইত্যাদি, অর্থাৎ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তি ততক্ষণই প্রতিমাদিতে পূজা করিবেন, যতক্ষণ-নিজহৃদয়ের মধ্যে নিখিল প্রাণীতে বর্ত্তমান ঈশ্বর

আমাকে উপলব্ধি করিতে না পারেন ॥ ২২ ॥

তথ্য—শ্রীঅর্চ্চাতে 'কাঠ, পাথর' বুদ্ধি মূঢ়তা বশতঃই উদিত হয়। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় করেন নাই তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি প্রবলা। তাঁহারা লোকরীতির পক্ষপাতী। সেই লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণরূপে অবস্থিত ভগবৎস্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃতবুদ্ধিদ্বারা অর্চ্চার সহিত ভগবানের ঐক্য কল্পনাপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, প্রভৃতি প্রদান করেন, তাঁহাদের শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত অর্চ্চাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন না। তিনি ভগবানের অর্চ্চাবতারকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাকার ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া জানেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন হয়। সুতরাং এইরূপ শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয়ী কনিষ্ঠ ভক্তগণ প্রাকৃত ভক্ত নামে কথিত হইলেও তাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চা পূজাকালে ভগবদ্ভক্তের কৃপায় মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে ভক্তসেবাপ্রবৃত্তি ও শ্রীঅর্চ্চায় চিন্ময় বুদ্ধির উদয় হয়। অর্চ্চাতে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট গতানুগতিক লোকগণের নিন্দা অগ্নিপুরাণে শ্রীদশরথ হত পুত্রের শোকে, পুত্র বিরহিত তপস্বীর বিলাপে দৃষ্ট হয়। তপস্বী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'আমি কি হরির প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি করিয়াছি? কিম্বা পথে কোন বিষ্ণুভক্তের দর্শন পাইয়া তাঁহার বিষ্ণুমন্দিরাঙ্কিত দেহের প্রতি চিত্তদ্বারাও অনাদর করিয়াছি যে কর্ম্মবিপাক বশতঃ আমার এইরূপ পুত্রশোক হইল? যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর শ্রীঅর্চ্চাতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের কলিমল বিধৌতকারী পরম পবিত্র পাদোদকে জলসামান্য বুদ্ধি, সকল কলুষনাশী নাম মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে তাঁহার অধীনস্থ ইতর দেবতাগণের সহিত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি নারকী। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহার বাত পিত্ত কফাত্মক চর্ম্মাবরণে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি, মৃন্ময় জ্ঞান প্রবল থাকিয়াও লৌকিক রীতি অনুসারে পূজ্যবুদ্ধি, জল সামান্যবুদ্ধি প্রবল রাখিয়া তাহাতে তীর্থবুদ্ধি বর্ত্তমান সেই ব্যক্তি গোতৃণবহনকারী গর্দ্দভ। অতএব যাহাদের সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন হয় নাই, তাহারা মূঢ়তা বশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা প্রতিমাতে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তি-নামে কথিত হইতে পারে না; উহা মিছাভক্তি মাত্র। ঐরূপ মিছাভক্ত শুদ্ধ-মহাভাগবতের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত প্রাকৃত কনিষ্ঠভক্তের পদবীতে পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পরেন না। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চাতে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে যাঁহাদের তখনও পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই তাঁহারাই প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত। এইরূপ কনিষ্ঠভক্তের প্রারব্ধ ভক্তি ক্রমে ক্রমে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হইবে। এই জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে কপিলদেব দেবহূতিকে শ্রীঅর্চ্চার পূজার কথা বলিতেছেন। ('শ্রীজীব' ও 'শ্রীচক্রবর্ত্তী' টীকার মর্ম্ম) ॥ ২২ ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরকায়ে (স্থিতং) মাং দ্বিষতঃ (মম দ্বেষং কুর্ব্বতঃ) মানিনঃ (দেহাদ্যাত্মমানিনঃ) ভিন্নদর্শিনঃ ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য মনঃ শান্তিং ন ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পরশরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে এইরূপ অভিমানী ভেদদর্শী, ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভিন্নদর্শিনঃ স্বস্য দুঃখমিবান্যস্যাপি দুঃখং সমানমিতি ন জানতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভিন্নদর্শিনঃ'—ভিন্নদর্শী, অর্থাৎ নিজের দুঃখের মত অপরেরও দুঃখ সমান—এইরূপ যে ব্যক্তি জানে না, তাহার (চিত্ত কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।) ॥ ২৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।৫।১৪ দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘে (নিষ্পাপে দেবহূতে) ! উচ্চাবচৈঃ দ্রব্যৈঃ উৎপন্নয়া (সম্পাদিতয়া) ক্রিয়য়া (পূজাদিনা) অর্চ্চায়াং (প্রতিমায়াম্) অর্চ্চিতঃ (অপি) অহং ভূতগ্রামাবমানিনঃ (ভূতসমূহানাম্ নিন্দকস্য উদ্বেজকস্য জনস্য) ন তুষ্যে এব (তুষ্টঃ ন ভবামি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপে মাতঃ, প্রাণি-নিন্দক ব্যক্তি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদনযোগ্য পূজাদি ক্রিয়াদ্বারা প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হই না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অবমানিনো নিন্দকস্য। "ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পুরুষেষবঃ" ইত্যুক্তরীত্যা নিন্দা দ্বেষাদপ্যধিকেত্যাহুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবমানিনঃ'—নিন্দকের (অর্থাৎ প্রাণিসকলের নিন্দাকারী ব্যক্তির)। "ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ" (১১।২৩।৩), অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তিগণের মর্ম্মবিদারক পরুষবাণী যেমন হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মর্ম্ম-বিদারক বাণে বিদ্ধ হইলেও লোকে তাদৃশ বেদনা কখন অনুভব করে না—এই প্রকার উক্তি অনুসারে নিন্দা দ্বেষ হইতেও অধিকতরা বলা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতম্ ঈশ্বরং মাং স্বহৃদি ন বেদ তাবৎ (এব) স্বকর্ম্মকৃৎ (স্ববর্ণাশ্রমাচারপ্রাপ্তকর্ম্মকৃৎ) অর্চ্চাদৌ (অর্চ্চায়াং মাং) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(ভগবদ্ভক্তে অশ্রদ্ধধান সুতরাং শ্রীঅর্চ্চাতে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমা-পূজার দোষ উক্ত হইতেছে—) যত দিন পর্য্যন্ত স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি না হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ না হয়, তাবৎকাল শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা বিধান করিবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধভক্তিমতাং স্বতএব শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ প্রাণিমাত্রাবজ্ঞা প্রায়ো ন সম্ভবেৎ। কর্ম্মমিশ্রভক্তিমতান্ত সা সম্ভবেদেব ; যাবদন্তঃকরণস্যাশুদ্ধিস্তস্য শুদ্ধৌ সত্যাং তু সা ন তিষ্ঠেৎ তেন কর্ম্মাপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ —অর্চ্চাদাবিতি। স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মমিশ্রাং সাত্ত্বিকীং ভক্তিং কুর্ব্বাণঃ। যাবদিতি সর্ব্বভূতাত্মদর্শিত্বদশায়া-মুদ্ভূতায়াং সত্যাং কর্ম্মানধিকারাৎ ন স্বকর্ম্মকৃৎ, কিন্তু জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিং কুর্ব্বাণঃ সন্নর্চ্চায়াং মামর্চ্চয়ে-দিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধ ভক্তগণের স্বভাবিকই শুদ্ধ অন্তঃকরণ বলিয়া প্রাণিমাত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রায়ই সম্ভব হয় না। কিন্তু যাহারা কর্ম্মমিশ্র ভক্তিযুক্ত, তাহাদের সেইরূপ (অন্যের প্রতি) অবজ্ঞা সম্ভব হই-তেই পারে যতক্ষণ অন্তঃকরণের অশুদ্ধি থাকে, কিন্তু সেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, সেই অবজ্ঞা থাকিতে পারে না, অতএব কর্ম্ম করাও (অর্থাৎ তাদৃশ অশুদ্ধ অন্তঃকরণে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাও) কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলিতেছেন—'অর্চ্চাদৌ' ইত্যাদি। 'স্বকর্ম্মকৃৎ'—কর্ম্মমিশ্রা সাত্ত্বিকী ভক্তির অনুশীলনকারী। 'যাবৎ' —যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বহৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমার উপলব্ধি না হয়। ইহার দ্বারা, সর্ব্ব-ভূতাত্ম-দর্শিত্ব অবস্থা উদ্ভূত হইলে, কর্ম্মে অনধিকার-হেতু তখন স্ববর্ণাশ্রমপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিমাদিতে আমাকে অর্চ্চনা করিবে—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মনঃ (স্বস্য) পরস্য (অন্যস্য) চ অপি অন্তরা (অন্তরং ভেদম্) উৎ (অপি) অরম্ (অল্পম্ অপি ভেদং) করোতি (পশ্যতি) ; (যদ্বা) অন্তরা (মধ্যে) উদরং করোতি (শরীরং ভেদং পশ্যতি) তস্য ভিন্নদৃশঃ মৃত্যুঃ (মৃত্যুরূপঃ অহম্) উল্বণং (দুঃসহং) ভয়ং বিদধে (সম্পাদয়ামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মূঢ়ের মৃত্যুস্বরূপ আমি অত্যুৎকট ভয় বিধান করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মন উদরং পরস্যাপি উদরং যোঽন্তরা ভিন্নং করোতি, তস্য মৃত্যুস্বরূপোঽহমেব। উদরং খলু জাঠরানলজ্বালাযুক্তং যথা আত্মনস্তথা পরস্যাপীতি জ্ঞাত্বা ক্ষুধার্ত্তং জীবমাত্মানমিব ভোজয়েদেবান্যথা মৃত্যুভয়ং ন তরতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তরোদরং'—নিজের উদর এবং অপরেরও উদর—ইহার মধ্যে যে ভিন্ন দর্শন করে, তাহার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ আমিই। উদর হইতেছে জঠরাগ্নির জ্বালাযুক্ত, উহা নিজেরও যেমন, অপরেরও সেইরূপ, এইরূপ বোধপূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত জীবকে নিজের মত ভোজন করাইবে, অন্যথা মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে না—এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—অন্তরোদরং ভিন্নং ব্রহ্ম ; আত্মস্থমন্যস্থং চ ব্রহ্ম যো ভেদে ন পশ্যতি—"উদরং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতঃ) সর্ব্বভূতেষু কৃতালয়ং (কৃতাবাসং) ভূতাত্মানং (সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিণং) মাং দানমানাভ্যাং মৈত্র্যা অভিন্নেন চক্ষুষা (সমদর্শনেন) অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিয়া আমার পরমাত্ম-স্বরূপের পূজা করিবে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে ও সকলকেই দান, মান প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পৃথিব্যামনন্তা এব ক্ষুধার্ত্তা জীবাস্তে চ ভোজয়িতারং শ্রুত্বা তৎসমীপমায়ান্ত্যেব তান্ ভোজয়িতুং কঃ খলু রন্তিদেবো নৃপ ইব ধৈর্য্যং ধত্তে ইত্যত আহ—অথ অথবা তেভ্যো যথেষ্টদানাসামর্থ্যেঽপি দানাদিভিরর্হয়েৎ। "অথাথো সংশয়ে স্যাতামধিকারে চ মঙ্গলে। বিকল্পানন্তরপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যারম্ভসমুচ্চয়ে" ইতি মেদিনী। কিঞ্চ, তেষু বুভুক্ষুষু গালিপ্রদানাদিভিস্তিরস্কুর্ব্বৎস্বপি প্রতিতিরস্কারং ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু তেষ্বাত্মনোঽপ্যধিকাম্মানেন স্তুত্যাদিভিরাদরেণার্হয়েৎ। যদুক্তং ভগবতা, "তে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্তস্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মাবক্ত্রা" ইত্যাদি। আত্মনস্তুল্যান্ মৈত্র্যাভিন্নেনাবিদীর্ণেনাকুটিলেনেতি যাবৎ। এবং নিষ্কৈতবস্য ব্যবহৃত্যাপি তেষু কুপ্যৎস্বপি তদন্তঃস্থিতঃ প্রভুস্তু ন কুপ্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পৃথিবীতে অনন্ত ক্ষুধার্ত্ত জীব রহিয়াছে, তাহারা কেহ ভোজন করাইতেছে শ্রবণ করিলে তাহার নিকটে আসিবেই, তাহাদিগকে ভোজন করাইতে মহারাজ রন্তিদেবের ন্যায় কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে ? ইহাতে বলিতেছেন—'অথ'—অথবা, তাহাদিগকে যথেষ্ট (যথাভিলষিত) দান করিতে অসমর্থ হইলেও দানাদির (অর্থাৎ দান, মান প্রভৃতির) দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে। মেদিনী অভিধান হইতে 'অথ' শব্দের নিরুক্তি বলিতেছেন—"অথ, অথবা, সংশয়, অধিকার, মঙ্গল, বিকল্প, অনন্তর, প্রশ্ন, কার্ৎস্ন্য (সমগ্র), আরম্ভ ও সমুচ্চয়"—ইত্যাদি অর্থে অথ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরও, সেইসকল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণ গালি প্রদানাদির দ্বারা তিরস্কার করিলেও, তাহাদের প্রতি তিরস্কার করা উচিৎ নয়, কিন্তু তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষাও অধিকরূপে স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা সাদরে সম্মান করিবে। যেমন ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ বলিয়াছেন—"তে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া" (৩।১৬।১১) অর্থাৎ যে সকল লোক সানন্দচিত্তে সহাস্যবদনে বাসুদেব-বুদ্ধিতে, কর্কশ কথা প্রয়োগ করিলেও পিতা যেমন পুত্রকে সম্বোধন করে ও সৎপুত্র যেমন পিতার দোষ দর্শন করে না, এবং আমি যেরূপ আপনাদিগকে (সনকাদি মুনিগণকে) ও অপরাধী ভৃগুকে সম্বোধন করি, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণগণকে আদর করে, আমি তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকি ইত্যাদি। তাহাদিগকে নিজের তুল্য, 'মৈত্র্যাভিন্নেন'—মিত্রতার সহিত অবিদীর্ণ ও অকুটিল ভাবে সমাদর করিবে। এইরূপ নিষ্কপটে ব্যবহার করিলেও, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলেও, তাহাদের অন্তরস্থিত প্রভু (ভগবান্) কিন্তু কুপিত হন না—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে ।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শুভে (দেবহূতে) ! অজীবানাং (অচেতনেভ্যঃ) জীবাঃ (জীবৎসস্যাদয়ঃ) শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ (তেভ্যঃ) প্রাণভৃতঃ (প্রাণবৃত্তিমন্তঃ জীবৎপাষাণাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ) সচিত্তাঃ (জ্ঞানবন্তঃ পর্ব্বতাঃ) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ ততশ্চ) ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ (উদ্গমাবকাশাদিজ্ঞানবন্তঃ বৃক্ষাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে পূতচরিত্রে, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন ধান্যবৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রাণবৃত্তিশালী জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উদ্গম-অবকাশাদি জ্ঞানবন্ত বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ কেবলজ্ঞানীব মদ্ভক্তঃ সর্ব্বত্র তুল্যদৃষ্টিঃ সাধারণ্যেনৈবার্হয়েদপি তু তারতম্যেনৈবেতি তত্তারতম্যং দর্শয়তি সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ। অজীবানামজীবেভ্যো জীর্ণশষ্পাদিভ্যঃ সকাশাৎ জীবা অজীর্ণশষ্পাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ প্রাণভৃতঃ ভূমিষ্ঠজলাকর্ষণবমনাদিলিঙ্গেন প্রাণবৃত্তিভৃতো জীবৎ পাষাণাদয়ঃ। ততঃ সচিত্তাঃ পূর্ব্বমুড্ডয়নাদিচেষ্টা পশ্চাদিন্দ্রবজ্রেণ স্তব্ধা ইতি শ্রবণাদন্তঃ সজ্ঞানাঃ পর্ব্বতাঃ। তেভ্যোঽপি 'তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাস্তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপা' ইতি মোক্ষধর্ম্মবচনাদিন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত উদ্গমাবকাশাদিজ্ঞানবন্তো বৃক্ষাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্ত কেবল জ্ঞানীর ন্যায় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সাধারণভাবে সকলকে সমাদর করিবেন—ইহাই নহে, কিন্তু তারতম্য অনুসারেই প্রাণিসকলের সম্মান করিবেন, এই জন্য তাহাদের তারতম্য দেখাইতেছেন—সার্দ্ধ ছয়টি শ্লোকের দ্বারা। 'অজীবানাং'—শুষ্ক তৃণাদি অচেতন পদার্থ হইতে 'জীবাঃ'—সজীব তৃণাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা 'প্রাণভৃতঃ'—ভূতলস্থিত জলের আকর্ষণ ও উদ্‌গিরনাদি চিহ্নের দ্বারা প্রাণবৃত্তি-যুক্ত জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা 'সচিত্তাঃ'—শোনা যায়, পূর্ব্বকালে পর্ব্বতসকল উড্ডীয়নাদি চেষ্টাযুক্ত ছিল, পরে ইন্দ্র তাহাদের পক্ষ ছেদন করায় তাহারা স্তব্ধ (স্থির) হয়, অতএব অন্তরে জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতসকল শ্রেষ্ঠ। তাহাদের অপেক্ষাও (বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ)। মোক্ষধর্ম্মবচনে দৃষ্ট হয়—"তাহা হইতে বৃক্ষগণ দেখিতে পায়, তাহা হইতে বৃক্ষগণ ঘ্রাণ গ্রহণ করে"—ইত্যাদি উক্তি-বশতঃ উদ্গম ও অবকাশাদি জ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট (স্পর্শবেদী) বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—প্রাণভৃতশ্চলনযুক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং মধ্যে) অপি স্পর্শবেদিভ্যঃ (তরুভ্যঃ) রসবেদিনঃ (মৎস্যাদয়ঃ) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) ; তেভ্যঃ (পুনঃ) গন্ধবিদঃ (ভ্রমরাদয়ঃ) শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ শব্দবিদঃ (সর্পাদয়ঃ) বরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—স্পর্শবেদী (বৃক্ষাদি) পদার্থ হইতে রসবেদী (মৎস্যাদি) শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার গন্ধবেদী (ভ্রমরাদি) উৎকৃষ্ট, গন্ধবেদী প্রাণী হইতে আবার শব্দবেদী (সর্পাদি) বরিষ্ঠ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপি তেভ্যোঽপি স্পর্শবেদিভ্যো বৃক্ষাদিভ্যো রসবেদিনো মৃত্তিকাদি-স্বস্বভোজ্যাভোজ্যজ্ঞানিনো গণ্ডূপদ্যাদয়ঃ। গন্ধবিদো বকুলাদিপুষ্পসূক্ষ্মকীটাঃ, শব্দবিদো শব্দশ্রবণেন পলায়নবন্তঃ কেচিজ্জলকীটাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ'—তন্মধ্যেও সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত স্পর্শবেদী (স্পর্শজ্ঞান-শালী) বৃক্ষাদি হইতে, 'রসবেদিনঃ'—মৃত্তিকাদি নিজ নিজ ভোজ্য ও অভোজ্য জ্ঞানযুক্ত রসবেদী (রসজ্ঞ) গণ্ডূপদী (কেঁচো) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে আবার 'গন্ধবিদঃ'—গন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট বকুলাদি পুষ্পের সূক্ষ্মকীটাদি (ভ্রমরাদি) শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা আবার 'শব্দবিদঃ'—শব্দ-জ্ঞানবিদ্, শব্দ শ্রবণে পালায়ণপর কোন কোন জলের কীটসমূহ (শ্রেষ্ঠ) ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীবা এব স্বতঃ স্থিতাঃ ।
সংসৃতৌ ব্যত্যয়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতা ॥
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ ।
তেভ্যো মানুষমুক্তাশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ ॥

তেতোঽপদেশমাত্রেণ মুক্তেভ্যো বেদবেদিনঃ ।
অর্থজ্ঞা ঋষয়স্তেভ্যোঽতো দেবাঃ সংশয়চ্ছিদঃ ।।
পূর্ণধর্ম্মা ততস্ত্বিন্দ্রো নিঃসঙ্গো গরুড়স্ততঃ ।
ভক্তিপূর্ণো হরের্ব্রহ্মা তস্মান্নান্যোঽধিকস্ততঃ ।
মুক্তৌ বা সংসৃতৌ বাপি সম্যগেষু হিতে গুণাঃ ।।
ইতি কাপিলেয়ে ।। ২৯-৩৩ ।।

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—তত্র (তেভ্যঃ সর্পাদিভ্যঃ) রূপভেদবিদঃ (কাকাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ততঃ (তেভ্যঃ) উভয়তোদতঃ (উভয়তঃ উর্দ্ধাধঃ দন্তাঃ যেষাং তে মুষিকাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) তেষাং (মধ্যে) বহুপদাঃ (ভ্রমরাদয়ঃ অপাদেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ততঃ (তেভ্যঃ) চতুষ্পাদঃ (পশুপক্ষিণশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ) দ্বিপাৎ (মনুষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবাদী (কাকাদি) শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে বহুপদযুক্ত জীব, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জন্তু, আবার তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ।। ৩০।।

বিশ্বনাথ—রূপভেদবিদঃ কাকাদয়ঃ। উভয়তো দন্তাঃ সর্পাদয়ঃ। বহুপদা তেষাং পুষ্পকাষ্ঠাদিকর্ত্তনলিঙ্গেন উভয়তো দন্তত্বং জ্ঞেয়ম্ । চতুষ্পাদঃ পশবঃ দ্বিপান্মনুষ্যঃ। এতেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বত উত্তরোত্তরেষাং সামান্যত এব গুণাধিক্যাদাধিক্যং। দেবাধিষ্ঠানাদিবিশেষগুণাধিক্যবিচারেণ শ্রীগোবর্দ্ধনবেঙ্কটাচলাদিষু তুলস্যাদিষু চ সর্ব্বত এব পরমাধিক্যাদর্হণীয়ত্বাধিক্যং শাস্ত্রজ্ঞসিদ্ধমেব জ্ঞেয়ম্ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শব্দবেদী অপেক্ষা 'রূপভেদ-বিদঃ'—রূপের ভেদবিষয়ে জ্ঞানযুক্ত কাকাদি (শ্রেষ্ঠ)। 'উভয়তো-দতঃ'—যাহাদের উভয়পার্শ্বে দন্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ দুইপাটী দন্তবিশিষ্ট সর্পাদি। 'বহুপদাঃ'—বহুপদ-বিশিষ্ট ভ্রমরাদি, তাহাদের পুষ্প, কাষ্ঠাদির কর্ত্তন চিহ্নের দ্বারা উভয় পার্শ্বে দন্তত্ব জানা যায়। 'চতুষ্পাদঃ'—চতুষ্পাদবিশিষ্ট পশুগণ। 'দ্বিপাৎ'—দ্বিপদ-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ (শ্রেষ্ঠ)। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রাণিগণের সামান্যতঃই গুণের আধিক্য-বশতঃ আধিক্য (অর্থাৎ পর পর শ্রেষ্ঠত্ব)। আবার দেবাধিষ্ঠানাদি বিশেষ গুণের আধিক্য বিচার করিলে শ্রীগোবর্দ্ধন, বেঙ্কট পর্ব্বতাদিতে এবং শ্রীতুলসী প্রভৃতিতে, সর্ব্বতোভাবেই পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও পূজ্যত্ব বলিয়া—ইহাদের আধিক্য, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ-বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ।।৩০।।

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (তেষু দ্বিপাৎসু) চত্বারঃ (ব্রাহ্মণাদয়ঃ) বর্ণাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ), তেষাং (বর্ণানাং) ব্রাহ্মণঃ উত্তমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ; ব্রাহ্মণেষু অপি বেদজ্ঞঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ততঃ (বেদজ্ঞাৎ) হি অর্থজ্ঞঃ (বেদার্থবিৎ) অভ্যধিকঃ (শ্রেয়ান্) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—দ্বিপদ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ আরও শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদের তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণ অধিক শ্রেষ্ঠ ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—ততস্তেষু ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই দ্বিপাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে ।। ৩১ ।।

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—অর্থজ্ঞাৎ (অপি) সংশয়ছেত্তা (মীমাংসকঃ) শ্রেয়ান্ ততঃ (অপি কেবলাৎ) স্বধর্ম্মকৃৎ (বেদোক্তধর্ম্মকর্ত্তা শ্রেয়ান্) ; ততঃ (অপি) আত্মনঃ ধর্ম্মান্ অদোগ্ধা (তৎফলেচ্ছা-রহিতঃ নিষ্কামঃ) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিহীনঃ) ভূয়ান্ (শ্রেয়ান্)।। ৩২ ।।

অনুবাদ—বেদ-তাৎপর্য্যবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, মীমাংসক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কারণ, মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ, নিষ্কাম, সুতরাং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফলাভিসন্ধি তাঁহাতে নাই ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—ততস্তাদৃশাদপি স্বকর্ম্ম সম্যগকর্ত্তুঃ

সকাশাৎ স্বকর্ম্মকৃৎ। ততোঽপি মুক্তসঙ্গো জ্ঞানী, যতঃ স স্বধর্ম্মমদোগ্ধা পূর্ব্বদশাকৃত-স্বধর্ম্মফলস্যাগ্রহীতা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—তাদৃশ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও সংশয়চ্ছেত্তা (মীমাংসক) ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও, অর্থাৎ একেবারেই যাহারা কর্ম্ম করে না, সেই অকর্ত্তা হইতে 'স্বকর্ম্মকৃৎ'—স্বকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষাও মুক্তসঙ্গী (নিরাসক্ত) জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি 'স্বধর্ম্মম্ অদোগ্ধা'—পূর্ব্ব অবস্থায় কৃত স্বধর্ম ফলের অগ্রহীতা (কর্ম্মফলের অনাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ নিষ্কাম—এই অর্থ) ['স্বকর্ম্মকৃৎ'—এই স্থলে 'স্বধর্ম্মকৃৎ', এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।] ॥ ৩২ ॥

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুং সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (নিষ্কামাৎ অপি) ময়ি অর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা (অর্পিতাঃ অশেষঃ ক্রিয়াঃ অর্থাৎ তৎফলানি আত্মা দেহশ্চ যেন সঃ, অতএব) নিরন্তরঃ (অব্যবহিতঃ শ্রেয়ান্); ময়ি অর্পিতাত্মনঃ (অর্পিতঃ আত্মা দেহঃ যেন তস্মাৎ) ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ (সংন্যস্তং কর্ম্ম ক্রিয়াফলং যেন তস্মাৎ) সমদর্শনাৎ (সর্ব্বত্র স্বতুল্যং সুখদুঃখাদিকং সমং পশ্যতঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ) পুংসঃ (সকাশাৎ) পরম্ (উৎকৃষ্টং) ভূতং (জীবং) ন পশ্যামি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি আমাকে তাঁহার অখিল চেষ্টার ফল এবং দেহ অর্পণ করেন, অতএব অব্যবহিতভাবে আমাতে শরণাগত, আমিই একমাত্র সমস্ত ক্রিয়াফলের ভোক্তা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন, এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদপি সকাশাৎ ময়ি মন্নামরূপাদিষু অর্পিতা অশেষাঃ ক্রিয়াঃ শ্রবণনয়নাদিব্যাপারা অর্থা রায়শ্চ আত্মনোঽহন্তাস্পদ-মমতাস্পদমনোবুদ্ধ্যাদয়ো যেন সঃ। নিরন্তরঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিব্যবধানশূন্যঃ। ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সন্ন্যস্তকর্ম্মণঃ ত্যক্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মাৎ 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ' ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অকর্ত্তুঃ মদ্ভক্তাবপি ভগবানেব মে ভক্তং কারয়তীতি বুদ্ধ্যা স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ সমদর্শনাৎ স্বস্য সমমেব সুখদুঃখাদিকং সর্ব্বত্র পশ্যতঃ। যদুক্তং ভগবতা "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ" ইতি। ন চ "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" ইত্যুক্তং সমদর্শিত্বং বাচ্যং, 'জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবেভ্য' ইত্যাদি-প্রক্রান্তবাক্য-বিরোধাৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—সেই মুক্তসঙ্গ জ্ঞানী অপেক্ষাও, 'ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা'—'ময়ি' আমাতেই, অর্থাৎ আমার নাম, রূপাদিতে অর্পিত হইয়াছে অশেষ ক্রিয়া—শ্রবণ, নয়নাদি ব্যাপারসকল, অর্থ ধন এবং আত্মা অর্থাৎ অহন্তার আস্পদ ও মমতার আস্পদ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কর্ত্তৃক, (সেই আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ)। 'নিরন্তরঃ'—কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির ব্যবধান-শূন্য। 'ময়ি—আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'সন্ন্যস্তকর্ম্মণঃ'—বর্ণ ও আশ্রম সকল ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সমস্ত কর্ম্মই আমাকে পাইবার জন্য যিনি ত্যাগ করিয়াছেন (তাদৃশ ভক্ত হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ দেখি না)। পূর্ব্বে (৩।২৫।২২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণঃ'—অর্থাৎ আমার নিমিত্ত যাঁহারা সমস্ত কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'অকর্ত্তুঃ—আমার ভক্তি-বিষয়েও ভগবানই আমাকে ভক্ত করাইতেছেন—এইরূপ বুদ্ধি-হেতু স্বাতন্ত্র্যরূপে যিনি নিজেতে কর্ত্তৃত্ব অভিমান-শূন্য, তাঁহা হইতে। 'সমদর্শনাৎ—যিনি নিজের মতই সকল প্রাণিতে সুখ ও দুঃখ অনুভব করেন, তাদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা, (আর কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না)। যদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র" (শ্রীগীতা-৬।৩২), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখদুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে "বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে" (শ্রীগীতা—৫।১৮), অর্থাৎ পণ্ডিতগণ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ) বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ,

গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলেতেই সমদর্শী হইয়া থাকেন—ইত্যুক্ত সমদর্শিত্ব কখনই বলা যায় না, যেহেতু 'জীবগণ অজীব হইতে শ্রেষ্ঠ' (২৮ শ্লোক) ইত্যাদি উপক্রম বাক্যের বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥৩৩॥

তথ্য—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
—গারুড়ে ॥ ৩৩ ॥

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—জীবকলয়া (জীবানাং পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বভূতেষু) ভগবান্ ঈশ্বরঃ প্রবিষ্টঃ ইতি (দৃষ্ট্যা) মনস্যা এতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) ভূতানি বহুমানয়ন্ (সংবর্দ্ধয়ন্) প্রণমেৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু অন্তর্য্যামি ঈশ্বররূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিত আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্তদ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মানপ্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—জীবরূপা যা কলা তয়া সহ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীবকলয়া'—জীবরূপ যে কলা অর্থাৎ অংশ, তাহার সহিত (অন্তর্য্যামিরূপে সকল ভূতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ঈশ্বর, ইহা স্থির করিয়া সকল জীবকেই প্রণাম করিবে।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—জীবকলয়া সহ ভূতানি বহুমানয়ংস্তদালয়ত্বেনেশ্বরং প্রণমেৎ ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।২৯।১৬ দ্রষ্টব্য

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি ॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য়—২৮-২৯)
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২০শ ২৫)

অতএব শ্রেষ্ঠ উপাসকগণের পক্ষে সর্ব্বভূতে আদর বিহিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণের সর্ব্বত্রই ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ভগবানেরই পূজা বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু-সমূহেও অনাদর প্রদর্শন করেন না। স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, 'হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে তাহা অদ্ভুত নহে; কেননা, যাহারা হরি-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না; (অহিংসা, যম, নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ" চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)'—এই বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদিভাব, বন্ধুভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলাদি ধামবাসি-জনের শান্তস্বভাব অনুসারে এবং তাদৃশ ভগবদ্‌গুণানু-সারে সাধকগণেরও হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীধামবাসী ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানে বিশেষ অনুরক্ত বলিয়া স্বভা-বতঃই জীবের প্রতি বন্ধুভাবযুক্ত। শ্রীভগবান্‌ও তাদৃশ কারুণিক; সুতরাং ভগবদ্ভক্তিরাজ্যের সাধক-গণও ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসারে শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদি-ভাবযুক্ত হন। আর যাঁহারা জাতভাব ভক্ত, অহিংসা, উপরতি তাঁহাদের আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যেহেতু ভাগবত ১।১৮।২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধিমান্ জনগণ ভগবদনুরক্ত হইয়া সহসাই দেহা-দিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে আশ্রম মাৎসর্য্যাদি-রহিত ভগবন্নিষ্ঠারূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মযুক্ত, সকল আশ্র-মের চরম সীমারূপ সেই পারমহংস্য আশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা পরম সিদ্ধ মহাভাগ-বত তাঁহাদের ত'কথাই নাই"; ভা ১১।২।৪৫ শ্লোকোক্ত বাক্যানুসারে—যিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্ব্বভূতে আত্মারূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তভূতকে দেখিতে পান—(মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাঁহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥ স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম) সুতরাং সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন-হেতু মহাভাগবতের সর্ব্বভূতে অহিংসাদি গুণ স্বভাব-সিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতীয় ৪।৩১।১২ শ্লোকের 'যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ উপশাখা সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, প্রাণের তৃপ্তিতে

যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপূজা করিলে সমস্ত জীবের পূজা হইয়া যায়' এই উক্তি দ্বারা যাহারা কেবল স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে ভূতসেবা করেন তাঁহাদের নিন্দা করা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মিগণের ভূতসেবা নিন্দনীয়। সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে জীবকে আদর পরিচর্য্যাদি করা উচিত। ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে অন্য জীবকে সম্মানাদি দেওয়া যাইতে পারে। জড়-ভরত জীবের প্রতি কেবলমাত্র দয়া প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ঐ পরোপকাররূপ কার্য্যই ভরতের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং কর্ম্মিগণ যে জীবসেবা বা পরো-পকারের ছলে ভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহাদের মঙ্গল লাভের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু যাহারা ভগবৎসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে ভগবৎসেবোন্মুখী করিবার জন্য জীবগণকে সম্মান বা আদর পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃতার্থ। শাস্ত্রে রন্তিদেবাদি ভক্তগণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। নৃপতি রন্তিদেব বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থকাম, এমন কি, মুক্তিপর্য্যন্ত কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি সর্ব্বত্র হরিকে সন্দর্শনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অতিথি সেবা করিতেন (ভাঃ ৯।২১ অধ্যায়) অতএব ভূতদয়ার দ্বারাই মুখ্য ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়, ভগবৎ-পূজার আবশ্যকতা নাই—এই দুষ্টমত নিরস্ত হইল। অন্যের অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধেই আদরাদি করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভগবানের সম্বন্ধ বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মিগণের ন্যায় জীবের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের উপকারাদি করিতে ধাবিত হয়, সেই সকল কর্ম্মজড় ব্যক্তিদের মত এই শ্লোকে ধিক্কৃত হই-য়াছে। ভাঃ ৬।৯।২০ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে যিনি পরিপূর্ণকাম নিরহঙ্কার ও রাগাদিশূন্য সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ও প্রশান্ত সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অপর দেবতান্তর বা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগা-দির শরণ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি মহামূর্খ। যেরূপ কুক্কুরের লাঙ্গুল ধরিয়া গভীর সাগর উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করা কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে জীবোপাসনা অত্যন্ত হেয় (শ্রীজীব) ।। ৩৪ ।।

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মানবি (মনুকন্যে দেবহূতে) ! ভক্তিযোগঃ চ যোগঃ (অষ্টাঙ্গযোগঃ) চ ময়া উদীরিতঃ (কথিতঃ) যয়োঃ (যোগয়োঃ মধ্যে) একতরেণ এব পুরুষঃ পুরুষং (পরমেশ্বরং) ব্রজেৎ (লভেত) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে মনুপুত্রি আমি আপনাকে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ই বলিলাম ; এই দুয়ের মধ্যে মনুষ্য যে কোনটির দ্বারাই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—উক্তং ভক্তিযোগং পূর্ব্বোক্তেনাষ্টাঙ্গ-যোগেন সহোপসংহরতি ভক্তীতি। পুরুষং ব্রজেৎ পরমেশ্বরং মাং প্রাপ্নুয়াৎ, ভক্তিযোগেন চিদ্‌ঘন-মদীয়-শ্রীমূর্ত্তিসাক্ষাৎকারঃ। অষ্টাঙ্গযোগেন চ মন্নির্ব্বিশেষ-স্বরূপসাক্ষাৎকার ইত্যুভয়োরেব মৎপ্রাপ্তিশব্দেন শাস্ত্রেষূক্তেঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তিযোগ পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের সহিত উপসংহার করিতেছেন—'ভক্তিযোগঃ চ' ইতি। 'পুরুষঃ'—জীব, 'পুরুষং ব্রজেৎ'—পুরুষ, অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ভক্তিযোগের দ্বারা আমার চিদ্‌ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার এবং অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আমার নির্ব্বিশেষ (ব্রহ্ম) স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। উভয়েরই 'মৎপ্রাপ্তি'—(আমার প্রাপ্তি) শব্দের দ্বারা শাস্ত্রসমূহে উক্ত হইয়াছে। ।। ৩৫ ।।

মধ্ব—একতরভাবেনেতরস্য নিয়তত্বাদেকতরেণৈব ।। ৩৫ ।।

তথ্য—ভক্তিযোগের দ্বারা পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বা ভগবানের নিত্য চিদ্‌ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হয়। আর অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা ভগবানের আংশিক নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ বা পরিপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও অদ্বয় ভগবৎস্বরূপেরই প্রতীতি-ভেদ। সুতরাং ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ের দ্বারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ-কার হয়, বলা হইল। (চক্রবর্ত্তী) ।। ৩৫ ।।

———

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রধানপুরুষং (প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষঃ তৎপ্রবর্ত্তকঃ তদুভয়াত্মকং) পরং (তদ্ব্যতিরিক্তং চ) কর্ম্মবিচেষ্টিতং (কর্ম্মণঃ বিচেষ্টিতং নানা-সংসৃতি-লক্ষণং যস্মাৎ তৎ) এতৎ দৈবম্ (ইতি অভিধীয়তে) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ভগবতঃ রূপং। রূপভেদাস্পদং (রূপভেদস্য বস্তূনাম্ অন্যথাত্বস্য আস্পদম্ আশ্রয়ঃ কারণং) দিব্যং (অদ্ভুতপ্রভাবং) কালঃ (ইতি চ অভিধীয়তে নাম্না জ্ঞায়তে), যতঃ (কালাৎ) মহদাদীনাং (তদভিমানীনাং ব্রহ্মাদিদেবানাং) ভিন্নদৃশাং (ভেদ-দর্শিনাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) (চ জন্মমরণাদিজন্যং) ভয়ং (ভবতি) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক এবং তদতিরিক্ত কর্ম্মচেষ্টাই 'দৈব' নামে কথিত ; বস্তুর বিভিন্নরূপের কারণই অদ্ভুতপ্রভাব 'কাল' নামে কথিত—এই কাল হইতেই মহদাদি অভিমানযুক্ত দেবতা ও ভেদদর্শি-মানবের ভয় উৎপন্ন হয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেদিতি প্রব্রবীষি। ন তু পুরুষো মাং ব্রজেদিতি ব্রূষে ইত্যতঃ স পুরুষ এব কস্তত্র স্বতর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশন্নাহ—এতদিতি। অয়মর্থঃ—যঃ খলু ভক্তেষু ভগবান্ ভবতি জ্ঞানিষু ব্রহ্মযোগিষু পরমাত্মা তস্যৈব পরং যদপ্রাকৃতং রূপং তদেতদেব, ত্বৎপুত্রোঽহমেব পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু প্রকৃতিপুরুষজীবাদৃষ্টকালাদ্যপি মদীয়মেতদ্রূপমেবেত্যাহ—প্রধানঞ্চ তৎপ্রবর্ত্তকঃ পুরুষশ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যম্। দৈবং জীবাদৃষ্টং কীদৃশং কর্ম্মভিঃ পুণ্য-পাপৈর্বিবিধং চেষ্টিতং যতস্তৎ। তথা কাল ইত্যভিধীয়তে যত্তদপি দিব্যমদ্ভুতপ্রভাবং মৎস্বরূপমেব রূপ-ভেদস্য বস্তূনামন্যথাভাবস্য আস্পদমাশ্রয়ঃ কারণম্। উক্তং হি—'কালাদ্গুণব্যতিকর' ইতি। ত্বয়া পৃষ্টং কালস্য লক্ষণমুক্তমুচ্যতে চেত্যাহ। যতঃ সকাশান্মহ-দাদীনাং তত্তদভিমানিনাং জীবানাং সৃষ্ট্যাদিমধ্যান্ত-ভাবানাং ভিন্নদৃশামজ্ঞানিনাং সর্ব্বেষাং ভয়ং॥৩৬-৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, উভয়েয় একটির দ্বারাই পুরুষঃ (জীব) 'পুরুষং' (পর-মেশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতেছেন, কিন্তু পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হয়—ইহা কিজন্য বলিতেছেন না ? আর সেই পুরুষই বা কে ? ইহার উত্তরে নিজ বক্ষঃস্থল স্বতর্জ্জনীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—'এতৎ' ইতি। এইরূপ অর্থ—যিনি ভক্তজনের নিকট ভগবান্, জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম এবং যোগিদিগের নিকটে পরমাত্মা হন, তাঁহারই 'পরং রূপং'—যাহা অপ্রাকৃত রূপ, তাহা ইহাই, অর্থাৎ তোমাদের পুত্ররূপ আমিই পরমেশ্বর—এই অর্থ। কেবলমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু প্রকৃতি, পুরুষ, জীব, অদৃষ্ট এবং কাল প্রভৃতিও আমারই এই রূপই, ইহা বলিতেছেন—'প্রধান-পুরুষং'—প্রধান (প্রকৃতি) এবং তাহার প্রবর্ত্তক পুরুষ—এখানে দ্বন্দ্বসমাসে একবচন হই-য়াছে। 'দৈব'—বলিতে জীবের অদৃষ্ট, তাহা কিরূপ ? 'কর্ম্ম-বিচেষ্টিতম্'—পাপ, পুণ্য কর্ম্ম-সকলের দ্বারা (জীবের) বিবিধ চেষ্টা যাহা হইতে হয়, তাহা দৈব। সেইরূপ 'কাল' বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাও 'দিব্যং'—অর্থাৎ অদ্ভুত প্রভাব-সম্পন্ন আমার স্বরূপই, 'রূপ-ভেদাস্প-দম্'—রূপভেদের অর্থাৎ বস্তুসকলের অন্যথাভাবের আস্পদ বলিতে আশ্রয়, অর্থাৎ কারণ, (অর্থাৎ ভগ-বানের এই রূপকেই বস্তুসকলের বিভিন্ন স্বরূপের আস্পদ্ ও আশ্রয় এবং অদ্ভুত কাল বলা হয়)। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—'কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ' (২।৫।২২), অর্থাৎ সেই মায়াধীশ শ্রীভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে, ঐ কাল হইতে গুণক্ষোভ হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্য-ভাব পরিত্যাগ হয়, তাহাতেই সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখতা জন্মে, স্বভাবে অধিষ্ঠান করিলে রূপান্তরাপাদন হইতে থাকে এবং জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে, মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ইহাতে তোমার দ্বারা পৃষ্ট কালের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং এখনও বলিতেছি—'যতঃ'—যে কাল হইতে 'মহদাদীনাং ভূতানাং'—মহত্ত-ত্ত্বাদি অভিমানী জীবসমূহের সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তভাব-প্রাপ্ত, 'ভিন্নদৃশাং'—ভিন্নদর্শী অজ্ঞানী সক-লেরই ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মধ্ব—সর্ব্বকর্ম্মাণি যস্য বিচেষ্টা-নিমিত্তানি তৎ কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ভিন্নদৃশাং ঈশ্বরাপেক্ষয়াল্পদৃশাম্। ভিন্নমল্পং বিজানীয়াত্তিন্নং পূর্ণমিষ্যতে ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৩৭ ॥

যোঽন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভূতানাম্) অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতৈঃ (পঞ্চমহাভূতবিকারৈঃ এব) ভূতানি অত্তি (সংহরতি), সঃ অসৌ অখিলাশ্রয়ঃ অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাদিফলদাতা) বিষ্ণ্বাখ্যঃ (বিষ্ণুনামা) কালঃ কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং) প্রভুঃ (বশীকর্ত্তা) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কাল সকলের আশ্রয়, তিনি ভূতগণের দ্বারাই ভূতগণকে সংহার করিতেছেন ; ইনি সর্ব্ব-যজ্ঞের ফলবিধাতা এবং যাহারা অন্যকে বশীভূত করে, তাহাদিগেরও প্রভু বিষ্ণুরই একটী সংজ্ঞাবিশেষ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভয়প্রকারমাহ য ইতি। ভূতৈরেব ভূতান্যত্তি সংহরতি। অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাধিকারিত্বেন তৎফলদাতা। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতামপি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভয়ের প্রকার বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, (অখিলাশ্রয় ঐ কাল, সকলের অন্তঃ-করণে প্রবিষ্ট হইয়া) 'ভূতৈঃ'—ভূতগণের (পঞ্চ-ভূতসমূহের) দ্বারাই ভূত-সমূহকে সংহার করিতে-ছেন। 'অধিযজ্ঞঃ'—(বিষ্ণু-সংজ্ঞক এই কালই) যজ্ঞের অধিকারী বলিয়া সেই সকল যজ্ঞের ফল-দাতা। 'কলয়তাং প্রভুঃ'—যাহারা অন্যকেও বশী-ভূত করে, (তিনি তাহাদিগেরও প্রভু) ॥ ৩৮ ॥

ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (কালাত্মনঃ ভগবতঃ) কশ্চিৎ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) ন (অস্তি) ন চ দ্বেষ্যঃ (অস্তি) ন চ বান্ধবঃ (অস্তি) ; অসৌ (স্বয়ং) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) অন্তকৃৎ (সংহর্ত্তা সন্) প্রমত্তং (বিষয়াসক্ত্যা স্বোদ্ধার-প্রযত্নশূন্যং) জনম্ আবিশতি (বিনাশায় প্রবিশতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এই কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই এবং বান্ধবও কেহ নাই ; কাল স্বয়ং অপ্রমত্ত সংহারক হইয়া প্রমত্ত জনগণকে সংহার করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—যথাযোগ্যাতিরেকেণ ন দ্বেষ্যশ্চ প্রিয়ো হরেঃ ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৩৯ ॥

যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্ভয়াৎ (যস্য কালস্য ভয়াৎ) বাতঃ (বায়ুঃ) বাতি (প্রবহতি), যদ্ভয়াৎ অয়ং সূর্য্যঃ তপতি, যদ্ভয়াৎ দেবঃ (পর্জ্জন্যঃ) বর্ষতে (বর্ষতি), যদ্ভয়াৎ ভগণঃ (নক্ষত্রসমূহঃ) ভাতি (সঃ অনন্তঃ ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভয়েই বায়ু বহিতেছে, তাঁহার ভয়ে এই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন, তারকারাজি দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যস্মাৎ বিষ্ণ্বাখ্যাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যে বিষ্ণু নামক কাল হইতে (ভীত হইয়া বায়ু প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন) ॥ ৪০ ॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২৫।৪২ দ্রষ্টব্য ॥ ৪০-৪৫ ॥

যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—ওষধিভিঃ সহ বনস্পতয়ঃ (বৃক্ষাঃ) লতাশ্চ যৎ (যস্মাৎ) ভীতাঃ স্বে স্বে কালে পুষ্পাণি ফলানি চ অভিগৃহ্ণন্তি (প্রকটয়ন্তি সঃ অনন্তঃ ইত্যা-দিনা অন্বয়ঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষ ও লতা-সকল আপন আপন সময়ক্রমে ফল ও পুষ্প ধারণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ) ভীতাঃ সরিতঃ (নদ্যঃ)

স্রবন্তি উদধিঃ (সমুদ্রশ্চ) ন উৎসর্পতি (স্বমর্য্যাদাম্ উল্লঙ্ঘ্য পৃথ্বীং ন প্লাবয়তি) ; যদ্ভয়াৎ অগ্নিঃ ইন্ধে (দীপ্যতে) সগিরিভিঃ (গিরিভিঃ সহ) ভূঃ (পৃথ্বী) ন মজ্জতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—নদীসকল তাঁহার ভয়েই প্রবাহিত হইতেছে, বারিধি তাঁহার ভয়ে বেলা-ভূমি অতিক্রম করিতেছে না, তাঁহার ভয়েই অগ্নি জ্বলিতেছে এবং পৃথিবী পর্ব্বতগণের সহিত জলমগ্ন হইতেছে না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্ধে দীপ্যতে সোঽগ্নিঃ। গিরিভিঃ সহ ভূর্বহুপাপাত্মকপুরুষভারেণাপি ন মজ্জতি কিন্তু কষ্টেনাপি ধৈর্য্যমেব ধত্তে, অতিকষ্টে তু দ্বাপরান্তে তয়া গোরূপিণ্যা ব্রহ্মণে স্বভাবজ্ঞাপনমিতি ভাবঃ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্ধে'—যাহা প্রদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) হইতেছে, তাহা অগ্নি। 'সগিরিভিঃ ভূঃ'—পর্ব্বতসকলের সহিত এই পৃথিবী, বহু পাপস্বরূপ পুরুষের ভারেও মজ্জিত (জলমগ্ন) হইতেছে না, কিন্তু কষ্ট হইলেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দ্বাপরের শেষে অতিকষ্টে সেই গো-রূপিণী পৃথিবী কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করা হইবে —এই ভাব ॥ ৪২ ॥

অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যন্নিয়মাৎ (যস্য আজ্ঞয়া) অদঃ নভঃ শ্বসতাং (প্রাণিনাং) পদং (স্থানং) দদাতি, মহান্ (মহত্তত্ত্বং) স্বদেহং সপ্তভিঃ (পঞ্চভূতৈঃ অহঙ্কার-মহত্তত্ত্বাভ্যাং চ) আবৃতং লোকং তনুতে (লোকত্বেন বিস্তারয়তি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই পরিদৃশ্যমান আকাশ সেই কালের ভয়েই জীবিত প্রাণিগণের শ্বাসক্রিয়ার জন্য অবকাশ প্রদান করিতেছে এবং মহত্তত্ত্ব পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত হইয়া অহঙ্কারাত্মক নিজ দেহকে লোকরূপে বিস্তার করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অদো নভঃ যন্নিয়মাৎ যন্নির্দ্দেশাৎ। শ্বসতাং জীবতাং প্রাণিনাং শ্বাসক্রিয়াবতাং পদমবকাশং ন তু মৃতানাং দদাতি, মহান্ মহত্তত্ত্বং ব্রহ্মা স্বদেহং বৈরাজং লোকং ভূরাদিলোকত্বেন বিস্তারয়তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদঃ নভঃ'—এই আকাশ (যাঁহার আজ্ঞায়), 'শ্বসতাং'—জীবিত প্রাণিগণের শ্বাসক্রিয়ার অবকাশ দিতেছে, কিন্তু মৃত প্রাণিগণের নহে। 'মহান্'—মহত্তত্ত্ব-রূপ ব্রহ্মা, 'স্বদেহং'—বৈরাজ অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মক নিজ দেহকে পৃথিব্যাদি লোকরূপে বিস্তার করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকম্) এতৎ (বিশ্বং) যেষাং বশে (অস্তি) গুণাভিমানিনঃ (তে গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ তদভিমানিনঃ তন্নিয়ন্তারঃ) দেবাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যদ্ভয়াৎ অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদিষু (সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়েষু অনুযুগং (প্রতিকল্পং বারং বারং) প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই চরাচর বিশ্ব যে ব্রহ্মাদি দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই গুণ-নিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত কালের ভয়ে ভীত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে বারম্বার প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ—গুণাভিমানিনো ব্রহ্মধর্ম্মরুদ্রাদয়ঃ। অনুযুগং প্রতিকল্পম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণাভিমানিনঃ'—গুণাভিমানী ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্রাদি দেবগণ। 'অনুযুগং'—প্রতিকল্পে ॥ ৪৪ ॥

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেপারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তি-যোগো নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়।

অন্বয়ঃ—সঃ (কালঃ) জনেন (পিত্রাদিনা) জনং (পুত্রাদিং) জনয়ন্ (আবির্ভাবয়ন্) আদিকৃৎ (ভবতি)

মৃত্যুনা অন্তকম্ (মারকম্ অপি) মারয়ন্ অন্তকরঃ (ভবতি), (স্বয়ং তু) অনাদিঃ (জন্মরহিতঃ) অনন্তঃ (মরণশূন্যঃ) অব্যয়ঃ (অপক্ষয়াদি-বিকারশূন্যঃ) ॥৪৫॥

অনুবাদ—এই কালই পিত্রাদিদ্বারা পুত্রাদিকে উৎপন্ন করেন, মৃত্যুদ্বারা সকলের বিনাশ সাধন করেন ; অতএব এই কালই সকলের অন্তক ; তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—জনেন পিত্রাদিনা জনয়ন্ সন্নাদিকৃৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ঊনত্রিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনেন জনং জনয়ন্—পিত্রাদির দ্বারা পুত্রদিগকে উৎপন্ন করেন। 'আদিকৃৎ'—সেই কালই সকলের আদি কর্ত্তা ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী তৃতীয় স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী টীকার সজ্জনসম্মত ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৯ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সামপ্ত ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্ ।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কায়কান্তাদির লালনপালনার্থ আকুলচিত্ত কামী পুরুষদিগের তামসী গতি বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন, যাহারা সাধুসঙ্গহীন, কেবল কুটুম্বভরণে রত, গৃহব্রত, ভগবদ্-ভজনবর্জ্জিত এবং আপনাকেই বড় বলিয়া মনে করে, তাহারা বিবিধ বাসনার বেগে সদাই বিব্রত, বিবিধ বিষয়চিন্তায় সতত দগ্ধ হয়, নানা অভাবে দুঃখ ভোগ করে। এইরূপেই তাহাদের জীবনে শেষ দশা উপস্থিত হয়। তখন তাহারা তাহাদের কত আদরের ধন পুত্রপরিজনের দ্বারাই অনাদৃত হইয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু, তখনও তাহাদের চৈতন্য হয় না —গৃহে বিরাগ, কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণজনে অনুরাগ জন্মে না ; দেখিতে দেখিতে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে এবং যমদূতগণ নরকে লইয়া যায়। সেখানে তাহারা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। বস্তুতঃ নরকসম্বন্ধে যে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা এখানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা এই স্থানেই স্বর্গ ও এই স্থানেই নরক, এইরূপ বলিয়া থাকেন। পরে কুক্কুর-শূকরাদি-যোনিতে বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া যন্ত্রণাময় জন্মমৃত্যুপথেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। এইরূপ ভোগদ্বারা পাপক্ষয় হইলে, আবার হরিভজনের অনুকূল মানবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (কপিলঃ) উবাচ (বলিনা-কালেন) কাল্যমানঃ (ইতস্ততঃ বিচাল্যমানঃ বিচালন-পূর্ব্বকং পীড্যমানঃ) অপি অয়ং জনঃ (প্রাণী) ঘনাবলিঃ (মেঘপংক্তিঃ) বায়োঃ ইব (যথা বায়োঃ বিক্রমং ন বেদ তথা) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) বলিনঃ এতস্য (কালস্য) উরুবিক্রমঃ (অধিকং বিনাশকত্বং) নূনং (নিশ্চিতং) ন বেদ (জানাতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—মাতঃ, এই যে কালের কথা কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয় ; কিন্তু মেঘসকল বায়ুকর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মনুষ্য-